দিল্লিতে এখনও চলছে ধর্না, অনড় ছাত্ররা

আজকাল

www.aajkaal.in কলকাতা ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১২ পাতা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪,
৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা-১৩

‘বিদ্যুৎ-প্রহরী’ অ্যাপের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ, দপ্তরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু। বিদ্যুৎ ভবনে, মঙ্গলবার। ছবি: সংগৃহীত

চলতি আর্থিক বছরেই চালু সপ্তম বেতন কমিশন

আজকালের প্রতিবেদন

‘চলতি অর্থবর্ষের শেষে সপ্তম পে কমিশন চালু করা হবে। এবার বিদ্যুৎ দপ্তরে নিয়োগ হবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।’ মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে ‘বিদ্যুৎপ্রহরী’ অ্যাপের উদ্বোধনের পর প্রশাসনিক বৈঠকে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মী নিয়োগ এবং কর্মীদের বেতন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘কর্মীদের বেতন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো কিছু এরিয়ার, ডিএ দেওয়া শুরু করে দিয়েছি। আগের সরকার কিছু দিয়ে গিয়েছিল। আগে অবসরপ্রাপ্তদের দিয়ে দিচ্ছি। ৪২ শতাংশ ডিএ–র গ্যাপ আছে। রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের গ্যাপ ধীরে ধীরে মেটাব। বাজেটে ২০ শতাংশ ডিএ অনুমোদিত হয়েছে। অক্টোবর মাস পুজোর মাস, বেতনের সঙ্গে কিছুটা ডিএ দিয়ে দেব। সপ্তম পে কমিশন বানিয়ে দিয়েছি। এই অর্থবর্ষের শেষে হলেও দিয়ে দেব। ধাপে ধাপে পে কমিশন বানিয়ে দিয়েছি। আলোচনায় মাস ছয়েক সময় লাগতে পারে।’ মুখ্যমন্ত্রী কর্মী–নিরাপত্তা নিয়ে বলেন, ‘প্রত্যন্ত এলাকায় দপ্তরের যেসব ইঞ্জিনিয়ার, কর্মচারী আছেন, তাঁদের আবাসের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। একেবারে মাইক্রো লেভেলে কোথায় কী দরকার, সেটা দেখতে হবে। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে কম ভূগর্ভস্থ কেব্‌লের কাজ হয়েছে। এই অর্থবর্ষে আপাতত যে কাজ চলছে, তাকে আপগ্রেড করব, কারণ উন্নয়ন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আগের সরকারের ছেড়ে দেওয়া ‘হাফ ডান’ কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিয়োগের একটা নিয়ম থাকা উচিত। দপ্তরে বিপুল সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারের পদ খালি পড়ে আছে। মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে রাজ্যে। সেখানে নিয়োগ করতে হবে। তবে নিয়োগে স্বচ্ছতা রাখতে হবে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নিয়োগ হচ্ছে, আমি সেটা সমর্থন করি না। একজন মন্ত্রী এসে যদি কাউকে বলেন, আমার পছন্দের লোক নিতে হবে, তা হলে দেখবেন না বলার সাধ্য কার! কিন্তু আমি চাই না এভাবে নিয়োগ হোক। পড়াশোনা শেষ করে সকলকে সঠিক পথে চাকরি পেতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এ রাজ্যের বদনাম হয়েছে। তাই এবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হবে। এখন যেটা চলছে আপাতত চলুক।’ দপ্তরের কর্মীদের তিন বছর অন্তর বদলির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘ট্রান্সফার পলিসি থাকা উচিত। তিন বছরের বেশি কেউ এক জায়গায় থাকতে পারবেন না। যাঁদের অবসরের আর এক বছর আছে কিংবা অসুস্থ, তাঁদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যেতে পারে। অনেক দিন ধরে অনেকে একই জায়গায় রয়ে গেছেন। এটা ঠিক নয়। একটা বদলি নীতিও থাকা দরকার।’ এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রর্দশিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন যোগাযোগ ভাল হলে, হবে শিল্প

অরিজিৎ চ্যাটার্জি

যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্তার হলে শিল্প আসবে, বাণিজ্য বাড়বে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। মঙ্গলবার কসবা পরিবহণ দপ্তরে ৫০টি শীতাতপ–নিয়ন্ত্রিত বাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘পরিবহণ হল নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য যোগাযোগের মাধ্যম। যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক, স্বচ্ছন্দ ও পরিবেশবান্ধব হলে তবেই সমাজ, রাজ্য, সরকার প্রগতিশীল হয়ে ওঠে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যেসব মহিলা সরকারি বাসে ‘জিরো ভ্যালু টিকিট’–এর মাধ্যমে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে চান, তাঁদের জন্য দ্রুত চালু হবে পিঙ্ক কার্ড। এই খাতে বরাদ্দের জন্য বাজেটে অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ওই টাকা পরিবহণ নিগমগুলিকে দেওয়া হবে। অনেক চাকুরিজীবী মহিলা ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে চান। তাঁদের ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হবে।’ সূত্রের খবর, এই ৫০টি বাসের প্রতিটিতে মহিলাদের জন্য তিনটি করে পিঙ্ক সিট রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের মন্ত্রী গুজরাটে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে বাংলার পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে সিএনজি

৫০ বাসের উদ্বোধন

ও ব্যাটারিচালিত বাস আনার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। মূল্যানুপাত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ ভাগ ও রাজ্য সরকার ৪০ ভাগ টাকা দেবে। সেই টাকা দিয়ে আরও ব্যাটারিচালিত বাস আনা হবে। ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এক হাজার নতুন বাস আনা হবে।’ উড়ান কর্মসূচিতে যোগদানের কথা জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘বালুরঘাট, মালদা ও পুরুলিয়ায় ডোমেস্টিক বিমানবন্দর তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিতে রাজি হয়েছে। কল্যাণীতে দু’হাজার একর জমি চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে গ্রিন ফিল্ড বিমানবন্দর তৈরি হতে চলেছে। আমরা অন্য রাজ্যের মতো এখানেও পরিবহণ দপ্তরের অধীনে সিটি মেট্রো চালু করব। দুর্গাপুর–আসানসোল এবং শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি, পাশাপাশি থাকা এই দুটি বড় শহরকে যুক্ত করতে চাই।’ রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ‘মঙ্গলবার সাতটি ব্যাটারিচালিত এবং ৪৩টি সিএনজি বাসের উদ্বোধন হল। এগুলি কলকাতার বিভিন্ন রুটে চলবে। খুব তাড়াতাড়ি আরও ৪৩৫টি নতুন বাস আনা হবে, যা রাজ্য জুড়ে চলবে। আমাদের লক্ষ্য, ভবিষ্যতে আরও ভাল যাত্রী পরিষেবা দেওয়া। বাসডিপোগুলিও সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে।’ এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী ড. অজয়কুমার পোদ্দার, পরিবহণ ও অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং পরিবহণ দপ্তরের সচিব রবি ইন্দর সিং–সহ অন্য সরকারি আধিকারিকরা।

দেশে ফিরে বিশ্বকাপ জয়ের মহোৎসব ইয়ামাল, নিকো, রড্রিদের। ছবি: পিটিআই

আমার সেরা একাদশে সোনার বল মেসিকেই

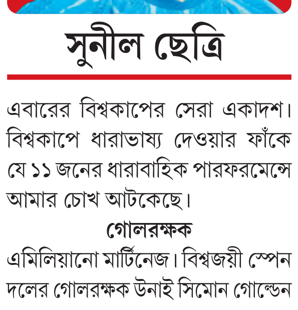

সুনীল ছেত্রি

এবারের বিশ্বকাপের সেরা একাদশ। বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দেওয়ার ফাঁকে যে ১১ জনের ধারাবাহিক পারফরমেন্সে আমার চোখ আটকেছে।

গোলরক্ষক

এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। বিশ্বজয়ী স্পেন দলের গোলরক্ষক উনাই সিমোন গোল্ডেন গ্লাভস পেলেও আমার সেরা একাদশে গোলপোস্টের পাহারাদার আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমি মার্টিনেজ। হ্যাঁ, সিমোন গোটা প্রতিযোগিতায় মাত্র একটি গোল হজম করেছে, কিন্তু পাশাপাশি ওর সামনে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রক্ষণ–দেওয়াল ছিল, এটাও মাথায় রাখতে হবে। সেখানে এবারের বিশ্বকাপের আগে থেকেই আর্জেন্টিনা দলের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় রক্ষণভাগকে দুর্বল বলা হচ্ছিল। বাস্তবেও গোটা প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনা ৮টি গোল খেয়েছে। কিন্তু তার অন্তত কমপক্ষে তিনগুণ গোল বাঁচিয়েছে এমি। তাও আগাগোড়া ভাঙা আঙুল নিয়ে খেলে। চিকিৎসকেরা নাকি বলেছিলেন, পুরোপুরি সুস্থ হতে ওর আঙুলে অস্ত্রোপচার দরকার। কিন্তু তা হলে, এমির হয়তো এবারের বিশ্বকাপে খেলাই হত না অস্ত্রোপচারের পর অত্যাবশ্যক রিহ্যাবের জন্য। দেশের স্বার্থে এমি সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্বকাপের পর অস্ত্রোপচার করাবে। ভাঙা আঙুল নিয়েই খেলবে। তারপরেও এই অসাধারণ পারফরমেন্স। অবিশ্বাস্য!

রক্ষণ

রক্ষণে ঢোকার আগে বলি, এই সেরা একাদশের ছক আমার পছন্দের ৪–১–৩–২। চার ডিপ ডিফেন্ডারের সামনে একজন হোল্ডিং। তার সামনে সেন্টার হাফ, দু’পাশে দুই উইং হাফ। আক্রমণে দু’প্রান্তে দুই উইঙ্গারের মাঝখানে একজন স্ট্রাইকার। যে খেলোয়াড় ফলস্‌ নাইন, বা বক্স–টু–বক্স স্ট্রাইকার, যেমন দরকার তেমনই ভূমিকা নেবে।

সেক্ষেত্রে রক্ষণ বিভাগের চারজনের মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাক জুটি স্পেনের পাও কুবারসি এবং আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। কুবারসি নিয়ে বোধহয় বলার কিছু নেই। অসাধারণ ধারাবাহিক পারফরমেন্স। তাই ও বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান ফুটবলার। আর লিসান্দ্রো এই বিশ্বকাপে আগাগোড়া আর্জেন্টিনা রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি আক্রমণেও সাহায্য করেছে। দুই উইংব্যাকই স্পেনের। রাইট ব্যাকে পেড্রো পোরো, লেফ্‌ট ব্যাকে মার্ক কুকুরেয়া। ওদের ডিফেন্সিভ কৌশলের পাশাপাশি কাউন্টার প্রেসিং, দুটোই এতটাই উচ্চমানের যে, মেসিও ফাইনালে কার্যত বন্দি ছিল।

মিডফিল্ডার

মাঝমাঠে হোল্ডিং মিডিও রড্রি। স্পেনের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক গোটা বিশ্বকাপে দলের রক্ষণ আর আক্রমণে নিরন্তর সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। রড্রির সামনে তিনজন হাফের মধ্যে দুই উইং হাফ স্পেনের দানি ওলমো এবং আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ। আর নম্বর টেন, অর্থাৎ মিডফিল্ডের ঠিক মাঝখানে আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার নরওয়ের মার্টিন ওডেগার্ড। বিশ্বকাপে নরওয়ের আক্রমণকে এত ঝলমলে দেখানোর পেছনে ও–ই কারণ।

ফরোয়ার্ড

সেরা একাদশের ফরোয়ার্ড লাইন বাছাই সবচেয়ে কঠিন। আমার একাদশের দুই ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে।

● এরপর ১২ পাতায়

৯৭-তে ফিরে যাব, আবার জেলায় জেলায় ঘুরব: মমতা

সব্যসাচী সরকার

‘ফের ৯৭ সালে ফিরে যাব। আজ থেকেই আমরা পথে নামলাম। আগামী মাস থেকে জেলায় জেলায় যাব। যতক্ষণ না বিজেপিকে হারাব, ততক্ষণ লড়াই চলবে।’ মঙ্গলবার ২১ জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকে দলকে এই বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে জেলায় জেলায় ঘুরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন গড়ার কাজ করেছিলেন। এদিন তিনি একযোগে বিদ্রোহী তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। বিদ্রোহীদের প্রতি তাঁর কড়া বার্তা, ‘চোরগুলো বিজেপিতে গেছে। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি। বালিশে মুখ লুকিয়ে থাকি না। আমরা এদের আর দলে নেব না।’ অন্য দিকে, বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, ‘আমাদের আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। সম্মিলিত লড়াই চলবে। যতদিন না ভয় দেখানো, অন্যায় এবং গণতন্ত্র ধ্বংসকারী শক্তিগুলোর পরাজয় হচ্ছে, আমরা

শহিদ স্মরণ মঞ্চে মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের লক্ষ্যে অবিচল থাকব।’ তিনি বলেছেন, ‘সারা ভারতে আমরা ইন্ডিয়া জোটের অংশ হিসেবে একসঙ্গে লড়াই করি। বাংলাতেও তা–ই করি। আমার অগ্রাধিকার কখনও ব্যক্তি প্রতিহিংসায় নয়। আমার অগ্রাধিকার গণতন্ত্র ও সংবিধানের মূল্যবোধ রক্ষা করা। সমাজে যদি এখনও বিবেক জাগ্রত না থাকে, তা হলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের একজোট হওয়ার এটাই সময়।’

এদিন শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকেই তিনি বলেছেন, ‘আমাদের প্রতীক কেউ কাড়তে পারবে না। যদি কাড়ে, আমরা তোমাদের সবটা কেড়ে নেব। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।’ বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, ‘১৪ হাজার নেতা–কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। জেল থেকে ফিরলে তাঁদের মালা দিয়ে বরণ করা হবে। নির্বাচনের পর আমাদের ২২ জন কর্মী খুন হয়েছেন।’ এদিন মঞ্চে শহিদ পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ভাষণে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি বলেছেন, ‘২১ জুলাইয়ের অনুষ্ঠান বিজেপি সরকার, শুভেন্দু অধিকারী, অমিত শাহ— কেউ আটকাতে পারেনি।

● এরপর ২ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন

বিদ্যুৎ চুরি রুখতে অ্যাপ ‘বিদ্যুৎ-প্রহরী’

আজকালের প্রতিবেদন

বিদ্যুৎ চুরি, হুকিং রুখবে ‘বিদ্যুৎ–প্রহরী’ অ্যাপ। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে আধুনিক এই অ্যাপের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যতম জরুরি পরিষেবা দপ্তর। যে দপ্তরে কোনও ছুটি থাকে না। সব সময়ে দপ্তরের কর্মীদের সচেতন থাকতে হয়। একটু অসচেতন হলেই দুর্ঘটনা। তাই এই দপ্তরের পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে। দক্ষ কর্মী থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরে উন্নয়ন করতে হবে। বিদ্যুৎপ্রহরী অ্যাপ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অ্যাপে বিদ্যুৎ চুরি, লো ভোল্টেজ, লোডশেডিং–সহ যে কোনও সমস্যা ও অভিযোগ জানাতে পারবেন নাগরিকরা। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সমাধান করা হবে। এদিন বিদ্যুৎ চুরির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘বিদ্যুৎ চুরির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স।

● এরপর ৩ পাতায়

১৮১০ পরিবার দিয়ে শুরু সূর্যঘর প্রকল্প

রিনা ভট্টাচার্য

রাজ্যে শুরু হল প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্প। মঙ্গলবার এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ১ হাজার ৮১০টি পরিবারের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করা হল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, তফসিলি জাতি, জনজাতির জন্য এই প্রকল্পে কেন্দ্রের ভর্তুকির সঙ্গে অতিরিক্ত ভর্তুকি দেবে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে–পড়া পরিবারগুলির জন্য অতিরিক্ত ভর্তুকি দেওয়ার চিন্তাভাবনাও করছে প্রশাসন।

এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র সরকার ১০০ ইউনিটের ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকা ভর্তুকি দেয়। রাজ্য সরকার তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য ১০০ ইউনিটের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা ভর্তুকি দেবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র তাঁর প্রস্তাব নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

● এরপর ৩ পাতায়

কাজ করার সময় মিথেন বিস্ফোরণ

সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনা, ১২ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

অলক সরকার ও অতীশ সেন

শিলিগুড়ি ও মালবাজার, ২১ জুলাই

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মীয়মাণ হেডরেস টানেলের মধ্যে আচমকা মিথেন গ্যাস নিঃসরণ এবং তাতে বিস্ফোরণের ফলে (খবর লেখা পর্যন্ত) ১২ জন নির্মাণকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আরও অন্তত ১৫ জন। যাঁদের বেশির ভাগই উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকার। ঘটনাটি সিকিমের নামচি জেলার স্টেজ–৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের।

এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘সিকিমের নামচি জেলার সামারডুং–ঝোলুঙ্গে এলাকায় এনএইচপিসি তিস্তা স্টেজ–৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ ধসে পড়ার ঘটনায় আমি ব্যথিত ও গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। আমি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। দ্রুত সহায়তা ও ঘটনাস্থলে প্রশাসনিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে আমাদের মন্ত্রী বিশাল লামা এবং দার্জিলিঙের জেলাশাসককে পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রসচিব সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং উদ্ধারকাজের প্রতি মুহূর্তের আপডেট নিচ্ছেন।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর শোক

● এরপর ৭ পাতায়

আটকে শ্রমিকরা। চলছে উদ্ধারকাজ। নামচিতে, মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

২১ জুলাইয়ের সভায় ভাষণ দিচ্ছেন বিদ্রোহী তৃণমূল দলের নেতা ঋতব্রত ব্যানার্জি। মেয়ো রোডে। মাঝে, শহিদ মিনারে প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা শহিদ সমাবেশে প্রদীপ ভট্টাচার্য, দীপা দাসমুন্সি, অধীর চৌধুরি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, মৌসম নুর, ইশা খান চৌধুরি–সহ অন্য নেতৃবৃন্দ। ডানদিকে, বিড়লা তারামণ্ডলের সভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল ও আজকাল

অভিষেককে তীব্র আক্রমণ ঋতব্রতর

তারিক হাসান

অভিষেক ব্যানার্জিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী দলের নেতা ঋতব্রত ব্যানার্জি। মঙ্গলবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে সভায় তিনি বলেন, ‘দলের টাকা খরচ করে একজন ঘুরে বেড়িয়েছে। ১৬০ কোটি টাকা স্থানান্তর হয়েছে। টাকা নয়ছয় হয়েছে। অনেককে দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করিয়ে পার্টি তহবিলের টাকা তোলা হয়েছে। দলের টাকা কর্মীদের জন্য খরচ না হয়ে আকাশবিলাসের জন্য খরচ হয় কেন, জানাতে হবে। একটা ফুটবল ক্লাবের বিষয়ে প্রশ্ন আছে। অভিযোগ জানাতে আগামী সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছি। শহিদদের ক্ষতিপূরণে ভাবের ঘরে চুরি কেন? তহবিলের টাকা পেলে প্রত্যেক শহিদ পরিবারকে মাসে ১০ হাজার টাকা করে দেব। তহবিলের সুদের টাকাতেই শহিদ পরিবারগুলিকে সহায়তা করা সম্ভব।’ এদিনের সভায় চার শহিদের আত্মীয়রা এসেছিলেন। সভায় অসম তৃণমূলের কয়েকজন বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেন। এর মধ্যে রয়েছেন দুই সাধারণ সম্পাদক তড়িৎ চ্যাটার্জি ও শিশির দেব কলিতা।

পাশাপাশি, সভায় অভিযোগ করে ঋতব্রত বলেন, ‘ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কেইম্যান আইল্যান্ডের একটি সংস্থার কাছ থেকে বিনা সুদে ১৭ লক্ষ মার্কিন ডলার ঋণ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত হতে পারে। স্বচ্ছতা রাখলে তৃণমূলের তহবিল পেলে তিন মাস অন্তর খরচের হিসেব দলের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে। ২১ জুলাই শহিদদের নিয়ে বিধানসভার রিপোর্ট বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন না?’

মদন মিত্র বলেন, ‘মমতা ব্যানার্জি এই মঞ্চে থাকলে শহিদরা নয়, সেলিব্রিটিরা জায়গা পেতেন।’ এরপরই হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, ‘অভিষেক এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে। আমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে দু’ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এই মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে স্বীকার করো, আমার জন্য তৃণমূলের এই দশা, ক্ষমতা থাকলে স্বীকার করো।’ মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশে বলেন, ‘উনি এলে আমরা উত্তরীয় বিছিয়ে দেব। তবে ভুল স্বীকার করতে হবে। এক মাস সময় দিলাম।’ ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘একসময় যুব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় ব্রিগেডে ২১ জুলাইয়ের সভায় শুভেন্দুর হাত থেকে মাইক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে এখনও আফসোস হয়।’ অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘আজ একটা পবিত্র দিন আমাদের কাছে। শহিদ তর্পণের দিন। আমরাই প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস। লোক না হলে সবাই অভিযোগ করে।’ অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘শহিদরা না থাকলে তৃণমূল কংগ্রেসের এত বাড়বাড়ন্ত হত না।’ এদিন সভা পরিচালনা করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ছিলেন আখরুজ্জামান, জাভেদ আহমেদ খান, অরূপ রায়, শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, সন্দীপন সাহা, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, জুঁই বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, স্বর্ণকমল সাহা, তাপস চ্যাটার্জি, ডাঃ শান্তনু সেন প্রমুখ।

শহিদ মিনারে কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালন

নবেন্দু ঘোষ

শহিদ মিনারে ২১ জুলাই শহিদ দিবসে নজরকাড়া সভা করল জাতীয় কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে সভায় হাজির ছিলেন অধীর চৌধুরি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, দীপা দাসমুন্সি থেকে শুরু করে কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি–সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের ডাকে মহাকরণ অভিযান হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। সেই শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েই এদিন শহিদ মিনারে সভার ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয় বলেন, ‘যেদিন রাজ্যের সব প্রান্তের মানুষ কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেবেন, সেদিনই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।’ এদিন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি বলেন, ‘শহিদদের জন্য যে কমিশন এ রাজ্যে তৈরি হয়েছিল তার একটারও রিপোর্ট প্রকাশ করেননি মমতা ব্যানার্জি। রিপোর্ট প্রকাশের দাবি দীর্ঘ দিন ধরে করেছি আমরা। শহিদের রক্ত নিয়ে ব্যবসা করেছেন মমতা ব্যানার্জি।’ প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ প্রকাশ যোশি জানান, এই সভায় আসার পথে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস কর্মীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। অনেকে আহত হয়েছেন। মনে রাখা দরকার, এই কংগ্রেসের নেতৃত্বেই একদিন দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়েছিল ভারতবাসী।’ অধীর চৌধুরির কথায়, ‘সারা ভারতে এখন পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আগামী দিনে এই রাজ্যে পরিবর্তন নয়, কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন হবে।’ তাঁর আরও অভিযোগ, রামমন্দিরে কত গরিব মানুষ চাঁদা দিয়েছেন। মানুষের চাঁদার কোটি কোটি টাকা লুঠ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যে রামমন্দিরকে সামনে রেখে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তিনি সব দেখেও চুপ করে বসে আছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, ৮ থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে পথসভা হবে। বিষয় হল ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা। প্রদেশের কংগ্রেসের দাবি, বিজেপির রাজ্য সভাপতি নাম না–করে নেতাজিকে গুন্ডা বলেছেন। তার প্রতিবাদে প্রতিটি ব্লক, পুরসভা ও কলকাতায় ধিক্কার সভা করা হবে ২৩ জানুয়ারি। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসবেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা হবে।

২১ জুলাইয়ের শহিদদের পরিবারকে এদিন সম্মান জানানো হয়। শহিদ মুরারি চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্য কৃষ্ণ চক্রবর্তী শুভঙ্কর সরকারের উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠি এদিন মঞ্চ থেকে পড়ে শোনানো হয়। প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘কেন এতদিন ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল ২১ জুলাইয়ের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট?’ দীপা দাসমুন্সি বলেন, ‘২০২৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর থাকবেন না। রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবেন। কংগ্রেসকে শেষ করা যায় না। ভারতে কংগ্রেস ছিল, কংগ্রেস থাকবে।’

এদিকে, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী–সহ বিরোধী দলের নেতা–নেত্রীদের আজ গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। এর প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কলকাতার লকভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতা–কর্মীরা।

জেলায় জেলায় ঘুরব: মমতা

● ১ পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কোনও বিকল্প নেই। যারা গদ্দারি, বেইমানি করে দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে, তারা জানে না, দল আরও শক্তিশালী হবে। আমরা বশ্যতা স্বীকার করব না।’ অভিষেকও বিদ্রোহী তৃণমূলের প্রতি বলেন, ‘যারা মাকে ত্যাগ করে গেছে, তাদের একটাকেও ফেরত নেওয়া হবে না।’ মমতা ব্যানার্জি এদিনের ভাষণে আগাগোড়াই আক্রমণাত্মক ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, সোমবার রাতে বিজেপি কর্মী–সমর্থকরা মঞ্চ ভাঙচুর করেছে। বিশৃঙ্খলা করেছে। মাইক বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘একসঙ্গে লড়াই করা মানুষের শক্তির কাছে কোনও ষড়যন্ত্রই জয়ী হতে পারে না। মানুষ আমাদের পাশে যতদিন থাকবে, সাহস, শৃঙ্খলা ও বিশ্বাস নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব। দিল্লির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেছেন, দিল্লিতে কী ঘটছে, সবাই দেখছেন। অন্যায় আর ভয় দেখানো যতদিন চলবে, আন্দোলনও রাস্তায় থাকবে। আমার কোনও ছুতমার্গ নেই। সিজেপির সভাতেও যেতে পারি।’ সভার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানান। এদিনের ভাষণে বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেনের (বড়) উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘তিনি আমাদের দলের কেউ নন, কিন্তু সম্মানিত শিল্পী। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের মতো সৃজনশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতেও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব পড়ছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।’

ভাষণে সাংসদ সৌগত রায় বলেন, ‘মমতা ব্যানার্জি ডাক দিলে কোনও শক্তি নেই যা দমিয়ে রাখতে পারে। তাঁকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না।’ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিজেপিতে আর ভদ্রলোকের জায়গা নেই। আমরা বলি, দেশ কি নেত্রী ক্যায়সা হো/মমতা ব্যানার্জি জ্যায়সা হো।’ কল্যাণ ব্যানার্জি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘এবার লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’ এছাড়াও এদিনের মঞ্চে ভাষণ দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, তৃণমূলের আইটি সেলের সভাপতি উপাসনা চৌধুরি। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দোলা সেন, ডেরেক ও’ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, সাজদা আহমেদ, মমতা ঠাকুর, বাবুল সুপ্রিয়, প্রতিমা মণ্ডল, রাজীব কুমার, সামিরুল ইসলাম, কীর্তি আজাদ, মেনকা গুরুস্বামী। এসেছিলেন কমলাপতি ত্রিপাঠীর ছেলে ললিতেশ ত্রিপাঠী। ছিলেন বিধায়ক নয়না ব্যানার্জি, বাবর আলি, আলিফা আহমেদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

মদনকে মানহানির নোটিস অভিষেকের

আজকালের প্রতিবেদন

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জিকে ‘খুনি’ বলায় মদন মিত্রের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির নোটিস পাঠানো হল। অভিষেক তাঁর আইনজীবী মারফত ওই নোটিস পাঠিয়েছেন। রবিবার রাতে সমাজমাধ্যমে লাইভে এসে মদন মিত্র অভিষেকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘অপরাধী, খুনি, ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করান। আপনার অপরাধপ্রবণতা রয়েছে।’ আইনি নোটিসে বলা হয়েছে মদন মিত্রের এই বক্তব্য ভিত্তিহীন। এর ফলে একজন সাংসদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ৩ দিনের মধ্যে তাঁকে এই নোটিসের জবাব দিতে হবে। লিখিত এবং ভিডিও বার্তায় নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই দুটি শর্ত না মানা হলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে কামারহাটির বিধায়কের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মদন মিত্র প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি এখনও কিছু জানেন না। চিঠি হাতে এলে যোগ্য জবাব দেবেন। তবে এদিন দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী দলের ২১ জুলাই সভামঞ্চ থেকেও অভিষেককে আক্রমণ করেছেন মদন মিত্র। বলেন, ‘ডায়মন্ড হারবার নিয়ে অন্যদের চমকানো গেলেও আমাকে চমকানো যাবে না। সিপিএম আমলেও আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যায়নি।

কমিশনের রিপোর্ট আমরা সামনে এনেছি: শমীক

আজকালের প্রতিবেদন

২১ জুলাই নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, ‘সেদিন গুলি চালিয়েছিল সিপিএম। মারা গিয়েছিল কংগ্রেস। তারপর উদ্‌যাপন করেছিল তৃণমূল। যিনি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তৃণমূল তাঁকেই মন্ত্রী করেছিল। পরে রাজ্যসভায়ও পাঠিয়েছিল। তাই, তৃণমূল–ঋত নাকি তৃণমূল–মৃত, তা নিয়ে মানুষ প্রশ্ন করতে চায় না। ওরা পাগলু ড্যান্সের মঞ্চ বানিয়েছিল। ওদের রাজনৈতিক কোনও অধিকার নেই। আমি বিধায়ক থাকার সময় ২১ জুলাইয়ের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। ওরা সেই রিপোর্ট সামনে আনতে পারেনি, আমরা এনেছি। ন্যায় বিচার বিজেপিই দিতে পারে।’ অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চ্যাটার্জি বলেছেন, ‘২১ জুলাই একটা সার্কাস চলত। এখন পার্টিটা নেই। তাই আমাদের ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমাদের প্রায়োরিটি, মানুষের সেবা করা। আমরা সেটাই করছি।’

‘অনুমোদিত পদের ৭০ শতাংশের বেশি শিক্ষক থাকলে বদলি’

আজকালের প্রতিবেদন

বিধানসভায় স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী

যেসব স্কুলে অনুমোদিত পদের ৭০ শতাংশের বেশি শিক্ষক থাকবে সেই স্কুল থেকেই শিক্ষক বদলির অনুমতি দেওয়া হবে। অন্যথায় বদলির অনুমতি দেওয়া হবে না। বিধানসভায় জানালেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। মঙ্গলবার বিভাগীয় বাজেটের জবাবী ভাষণে মন্ত্রী বলেন, ‘বিগত সরকারের বদলি নীতি ছিল ব্যক্তিনির্ভর। কিন্তু পড়ুয়া এবং শিক্ষার স্বার্থে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ বদলির ক্ষেত্রে স্কুলগুলিতে ছাত্র–শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখাই বদলির উদ্দেশ্য বলে জানান মন্ত্রী। একই সঙ্গে বলেন, ‘৩ হাজার ২৮০ জন শিক্ষাবন্ধু, ২১ জন স্পেশ্যাল এডুকেটর, সমগ্র শিক্ষা মিশনের ২ হাজার ১৭৪ জন ব্যবস্থাপনা কর্মী ও আধিকারিক, ৩০ হাজার এসএসকে ও ৬ হাজার ২৯৩ এমএসকে শিক্ষক, ৬৬২ জন আংশিক সময়ের শিক্ষক–সহ চুক্তির ভিত্তিতে যাঁরা নিয়োগ হয়েছেন তাঁদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।’ তিনি জানান, এই বছর ৬৮টি স্কুল পিএমশ্রী স্কুল হিসেবে গড়ে উঠবে। পাঠ্যবইয়ের গুণগত মান বাড়ানো হবে।

তৃণমূলের মঞ্চ ভাঙচুর? জবাব তলব হাইকোর্টের

আজকালের প্রতিবেদন

আদালতের নির্দেশের পরেও কীভাবে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের আগের রাতে মঞ্চ ভাঙচুর হল, তার উত্তর রাজ্যের কাছে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। কর্মসূচি ঘিরে অশান্তি, ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকালেই হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে সময় বেঁধে দিয়েছে আদালত। তৃণমূলের আইনজীবী অর্ক নাগ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে জানান, তারা সোমবার রাতেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে ইমেল করে এই বিষয়ে অবহিত করেছেন। তৃণমূলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের (এজি) উদ্দেশে বলেন, ‘আদালতের নির্দেশ ছিল কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছিল পুলিশকে। তারপরেও কেন এমন ঘটনা।’ তারপরেই বিচারপতির সংযোজন, ‘এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত নয়। আদালতের নির্দেশের পরেও কেন এমন হল।’

বিধানসভায় বললেন ওঁরা

আজকালের প্রতিবেদন

পনেরো বছরে রাজ্যের শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি পরিকাঠামোর কোনও উন্নয়ন হয়নি, অভিযোগ শাসক থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিধায়কদের। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিধায়করা নিজের এলাকার গ্রামীণ ও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের অব্যবস্থার কথা বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোথাও ডাক্তার আছে তো আবার কোথাও নার্স নেই। কেউ অভিযোগ করেন, নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার আসেন না। ফলে রোগীদের অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করেন বিধায়করা।

এদিন বিধানসভায় বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স নেই, সেই বিষয়ে অভিযোগ করেন স্থানীয় বিধায়ক। মহিলাদের জন্য ক্যান্সার ক্লিনিক করার বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। অধ্যক্ষের কাছে বিধায়কের অভিযোগ, গাজল বিধানসভার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমি দখল করে নিচ্ছে জমি মাফিয়ারা। অন্যদিকে, গড়বেতায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গত দু’দিনের বৃষ্টিতে বালুরঘাট প্লাবিত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে, স্কুল–কলেজ, অফিস–কাছারিতে জল ঢুকে যাচ্ছে। একটা মাস্টার প্ল্যান করা দরকার, জানান বিধায়ক। সেতুর বিষয়েও অধ্যক্ষকে জানান তিনি। রায়গঞ্জের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের যে বাস চলে, তা নিয়েও আলোকপাত করেন বিধায়ক। বৈষ্ণবনগর নিয়ে বিধায়কের অভিযোগ, সেখানে বাঁধের মাটি, গাছ, বোল্ডার চুরি হয়ে যাচ্ছে। ইন্দাসে মজে যাওয়া খাল সংস্কার ও সেতুর পরিস্থিতি নিয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শব্দরঙ্গ–৩৫০

১		২	■	■	৩		৪
	■	৫				■	
	■		■	■	■	৬	
৭	৮			■	■		■
■		■	■	৯	১০		১১
১২		■	■	■		■	
	■	১৩				■	
১৪			■	■	১৫		

পাশাপাশি

১. পশ্চিম ভারতে ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন গুহামন্দির ৩. বিনামূল্যে, মাগনা ৫. গরুর দুধ ৬. ইশারা, ইঙ্গিত ৭. রসপূর্ণ ৯. পরপর অংশ চিহ্নিত করা ১২. বন্যা, প্লাবন ১৩. খাদ্য বিতরণ ১৪. শিব, মহাদেব ১৫. প্রদীপসমূহ।

উপর–নীচ

১. পাতকুয়া
২. শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ
৩. আত্মহারা, বিভোর
৪. ব্যঙ্গে তোষামোদ
৬. চন্দ্র
৮. ভীষণ, গুরুতর
১০. মাঝদরিয়া
১১. নতুন রবিশস্য
১২. ক্ষত্রিয়
১৩. শেষ, অবসান।

সমাধান–৩৪৯

আ	মি	র	জা	দা	■	কে	লো
■	ত্র	■	ফ	■	■	■	ক
■	■	■	রা	জী	ব	■	স
গো	র	স্থা	ন	■	র্ডা	■	মা
না	■	প	■	প	র	হে	জ
গু	■	ন	জ	র	■	■	■
ন	■	■	■	চু	■	ঝা	■
তি	ষ্যা	■	ভা	লো	মা	নু	ষি

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬–০০ বাজি, সকাল ৯–০০ বিশ্বাসঘাতক, সকাল ১১–৩০ বদনাম, দুপুর ২–০০ ভালবাসার রাজপ্রাসাদে, রাত ১০–০০ দেয়া নেয়া

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০–০০ মান সম্মান, দুপুর ১–৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪–৩০ প্রতারক, রাত ৮–০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ১০–৩০ জামাই রাজা

● **জলসা মুভিজ**

সকাল ৯–১৫ ওয়ার্ল্ড ফেমাস লাভার, দুপুর ১২–০০ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৩–৪৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭–০০ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০–০০ পাওয়ার

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ নাচ নাগিনী নাচরে

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩–০৫ প্রেম সংঘাত

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬–০০ ম্যায় খিলাড়ী তু আনাড়ী, সকাল ৯–১০ আমীর গরীব, দুপুর ১২–২০ শাদি মে জরুর আনা, সন্ধে ৬–০০ এয়তরাজ, রাত ৯–১০ রেহেনা হ্যায় তেরে দিলমে

ডিডি বাংলা
সবার উপরে
দুপুর ২–৩০

জি সিনেমা
রাঞ্ঝনা
দুপুর ৩–০৫

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **সুস্বাস্থ্য**

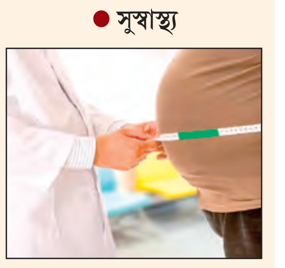

শহর থেকে গ্রামে, ছোট হোক বা বড় অনেকেই স্থূলতার শিকার। দিনবদলের সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্থূলতা। সমস্যাটি কোনও একটি দেশের মধ্যে আটকে নেই। গোটা দুনিয়ার চিন্তার কারণ হয়েছে। স্থূলতা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী, এর থেকে কী কী সমস্যা হতে পারে, প্রশ্ন অনেকের। এবারের সুস্বাস্থ্য লাইভ ফোন–ইন অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় স্থূলতা।
ডিডি বাংলা: সন্ধে ৬–০২

● **সোনি পিক্স**
সকাল ৮–০০ লেক প্লাসিড ভার্সেস অ্যানাকোন্ডা, সকাল ১০–০০ ইউ ডোন্ড মেস উইথ দ্য জোহান, সকাল ১১–০০ এসকেপ রুম: টুর্নামেন্ট অফ চ্যাম্পিয়ন্স, দুপুর ১–০০ চার্লিস অ্যাঞ্জেল, বিকেল ৪–০০ স্পাইডার–মেন: ফার ফ্রম হোম, সন্ধে ৬–০০ ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, সন্ধে ৭–০০ ভেনম, রাত ৯–০০ গোস্টবাস্টার্স: ফ্রোজেন এম্পায়ার, রাত ১১–০০ দ্য আনহোলি

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**

সকাল ৭–৪০ ক্যায়া এহি প্যায়ার হ্যায়, সকাল ১০–৫০ মেরে দো আনমোল রতন, দুপুর ২–২০ লাভ কে লিয়ে কুছ ভী করেগা, বিকেল ৫–০০ বীর–জারা, রাত ৮–৫৫ কমবখত ইশক, রাত ১২–১০ ভূত

ধারাবাহিক

● **আরব্য রজনী**

কালার্স বাংলা: সন্ধে ৬–৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বুধবার, ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ইং ২২ জুলাই ২০২৬, মুং ৭ শফর ১৪৪৭
সূর্যোদয়: ৫।৭।২৫
সূর্যাস্ত: ৬।১৮।৩১
তিথি: (আষাঢ় শুক্লপক্ষ) অষ্টমী দং ০।২৫ প্রাতঃ ঘ ৫।১৭
নক্ষত্র: স্বাতী দং ৪৪।৫৩ রাত্রি ঘ ১১।৪

অন্য পঞ্জিকা: বুধবার, ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ইং ২২ জুলাই ২০২৬, হিজরি ৭ শফর ১৪৪৭

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986

দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

বুধবার
হালকা, মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সর্বোচ্চ ৩১
সর্বনিম্ন ২৬
ডিগ্রি সেলসিয়াস

মঙ্গলবার
বৃষ্টি ০.১ মিমি
সর্বোচ্চ ৩০.১ (-২)
সর্বনিম্ন ২৬.৫ (০)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫% ৮১%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পুরুলিয়া ৩৬.৩°

রাজারহাট–গোপালপুর বিধানসভা এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির ‘প্রশিক্ষণ মহা অভিযান’ কর্মশালার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশিক্ষণ শিবিরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদ, অন্ত্যোদয় ও রাষ্ট্রসেবার আদর্শ, ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক দর্শন এবং কার্যকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়। ছবি: সংগৃহীত

৫০টি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাসের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল ও পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব রবি ইন্দর সিং। কসবার পরিবহণ ভবন–২ এ, মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

১৮১০ পরিবার দিয়ে শুরু সূর্যঘর প্রকল্প

● ১ পাতার পর

ভর্তুকির পরিমাণ কী হবে, তা দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে। বিশেষ করে পাহাড়, জঙ্গলমহল–সহ প্রান্তিক এলাকা মানুষদের এই সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। যাতে এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পটির সুবিধা তাঁরা খুব সহজে নিতে পারেন।

বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসাতে ১০০ ইউনিটের জন্য ৩০ হাজার টাকা, ২০০ ইউনিটের জন্য ৬০ হাজার টাকা, ৩০০ ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সর্বোচ্চ ৭৮ হাজার টাকা ভর্তুকি দেবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর বাইরে তফসিলি জাতি, জনজাতি পরিবারকে রাজ্য সরকার প্রতি একশো ইউনিটে অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকি দেবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে নিখরচায় প্যানেল বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ–সহ ৫০ হাজার টাকা খরচ হবে। ২০ হাজার টাকা উপভোক্তাকে খরচ করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১ লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে। তবে রাজ্য সরকার সেই সংখ্যাকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ পরিবারে পৌঁছে দিতে চায়। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে শুধু সাধারণ বাড়ি নয়, সরকারি অফিসগুলিকেও প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, যাতে অপ্রচলিত সৌরশক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানো যায় এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে জেলার নিরিখে সবচেয়ে বেশি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে উত্তর ২৪ পরগনায়। এই জেলায় ২৩৮টি বাড়ি সৌরবিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালে এই প্রকল্প কেন্দ্র সরকার চালু করেছে। কিন্তু আগের সরকার অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পটিকেও গ্রহণ করেনি। তাই বহু পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসতে চাইলেও তা অনুমোদন দেয়নি তৎকালীন সরকার। এবার ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসায় এই সমস্যা মিটল বলে তিনি জানিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিক জনসভায় এই প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রের এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্প রাজ্যে চালু করল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ভার্চুয়ালি রাজ্যের কয়েকজন গ্রাহকের সঙ্গে কথাও বলেন। এই ১৮১০টি পরিবারকে তিনি সূর্যঘর প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার আহ্বান জানান। বিশেষ করে গ্রামবাংলার প্রতিটি বাড়িতে এই পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সংযোগ ছড়িয়ে দিতে প্রশাসনকে প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র, বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু, অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের সচিব বরুণ রায়, বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদের এমডি পিবি সালিম।

৩৫-৩৮ শতাংশ পেয়ে কলেজ শিক্ষকতায় নয়: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার (স্যাক্ট)–দের মধ্যে যাঁদের ইউজিসি নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতামান নেই, তাঁদের নিয়ে ভাবনা–চিন্তা করা হচ্ছে। ৩৫ বা ৩৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে কলেজ–শিক্ষকতা করতে দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিভাগীয় বাজেটের জবাবী ভাষণে এ কথা বলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ২০১৯ সালে কলেজের আংশিক সময়, চুক্তিভিত্তির পূর্ণ সময়, এবং অতিথি—এই তিন ধরনের শিক্ষকদের নাম পরিবর্তন করে স্টেট এডেড কলেজ টিচার বা স্যাক্ট হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে স্যাক্ট-কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যাঁদের ইউজিসি নির্ধারিত যোগ্যতা অর্থাৎ স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নম্বর, নেট বা সেট পাশ এবং পিএইচ ডি রয়েছে তাঁরা হবেন স্যাক্ট–১। আর যাঁদের ইউজিসি নির্ধারিত এই যোগ্যতা নেই, তাঁদের বলা হবে স্যাক্ট–২। এদিন বিধানসভায় এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘যাঁরা ইউজিসি নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অস্থায়ী ভাবে কলেজে পড়াচ্ছেন, তাঁদের সাম্মানিক–সহ অনান্য সুবিধা আমরা বাড়াব।’ বিধানসভায় নিজের ঘরে বলেন, ‘স্যাক্টদের নিয়ে নীতি করা হচ্ছে। যোগ্যদের সুযোগ–সুবিধা বাড়ানো হবে। কিন্তু যাঁদের যোগ্যতা নেই, তাঁদের তা বাড়ানোর জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।’ মন্ত্রী জানান, স্যাক্ট শিক্ষকদের সংখ্যা ১৩ হাজারের মতো। তার মধ্যে ৫৫ শতাংশ হল স্যাক্ট–২ শিক্ষক। অর্থাৎ যাঁদের ইউজিসি নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। জবাবী ভাষণে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এদিন রাজ্যের ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুরবস্থার চিত্রতুলে ধরেন। বলেন, ‘কোথাও পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৯, কোথাও উপাচার্য একা, কোথাও পরিকাঠামো নেই, ভবন নেই, শিক্ষক নেই, ভাড়া বাড়িতে চলছে।’

বাংলায় শিল্প হবেই, আমি টাটা, আদানি সবার কাছে যাব: তাপস

আজকালের প্রতিবেদন

‘মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে গেলে তো কথাই নেই। আমি টাটাদের কাছে যাব। আম্বানি, আদানি, বিড়লা— সবার কাছে যাব বাংলার মানুষের স্বার্থে। শিল্পোন্নয়ন হবেই।’ মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য দপ্তরের বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দের আলোচনায় এ কথা বলেছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। এদিন ৭ বিধায়ক বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করেন। জবাবি ভাষণে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, ‘যাঁদের বিরুদ্ধে বলা উচিত, তাঁরা তো এখন বিধানসভাতেই নেই। তিন টুকরো হয়ে শহিদ দিবস করতে গেছেন। আমাদের সরকারের বয়স সবে ২ মাস ১০ দিন। ইতিমধ্যে যে লগ্নি এসেছে, তা উৎসাহব্যাঞ্জক নয়? তৃণমূল বলার চেষ্টা করছে, উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে যে আমুল কোম্পানি লগ্নি করতে চলেছে, তা নাকি মমতা ব্যানার্জির আমলেই ব্যবস্থা হয়েছিল। জেনে রাখুন, তৃণমূল সরকার আমুল কোম্পানিকে পাঁচিলটাও তৈরি করতে দেয়নি। তাই ২০২৫ সালের প্রকল্প ২০২৬ সালে করতে হচ্ছে।’ শিল্পমন্ত্রী বলেন, ‘এই সরকারটা রাজনৈতিক দলের সরকার নয়। সবার সরকার। আসুন, সবাই মিলে রাজ্যের শিল্পচিত্রটা বদলে দিই। সব রাজ্য পারে। বাংলায় এত সুযোগ–সুবিধে থাকা সত্ত্বেও কেন শিল্পায়ন হবে না?’ এদিন ফের পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, ‘টাটাদের তাড়ানো হয়েছিল। রতন টাটা বেঁচে থাকলে আমি নিজে গিয়ে ওঁর পা ধরে ডেকে আনতাম। শিল্পপতিরা হবেন সরকারের ‘পার্টনার’। আগের সরকার ওঁদের মামলাকারী করে দিয়েছিল। এখন টাকা মেটাতে হচ্ছে আমাদের। শিল্পের জন্য দরকার নির্ভয় পরিবেশ। আমাদের সরকার সেটাই দিতে চাইছে। সবাই সহযোগিতা করুন।’

উত্তরবঙ্গে নতুন রেললাইন, কেন্দ্রের বরাদ্দ ২৭২ কোটি

আজকালের প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গে নতুন রেললাইনের জন্য ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, চালসার খুনিয়া মোড় থেকে জলঢাকা পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার রেললাইনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে রেল মন্ত্রক। প্রস্তাবিত রেললাইনটি যেহেতু জঙ্গল এলাকার মধ্য দিয়ে যাবে, তাই বর্ষার পরেই রেল মন্ত্রক ও বন দপ্তর যৌথ ভাবে সমীক্ষার কাজ শুরু করবে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে, ভারত, চীন, ভুটান সংযোগস্থলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। পর্যটনেরও উন্নতি হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জলঢাকা, বিন্দু, তোড়ে, তাংতা এলাকায় পর্যটনশিল্পের প্রসার ঘটবে।’ এজন্য তিনি সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাজারহাট: ধৃত ৪

আজকালের প্রতিবেদন

রাজারহাটের নারায়ণপুর সুপারিবাগানের বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ শরিফ। বাড়ি মধ্যমগ্রামে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। আগেই মূল অভিযুক্ত মুহম্মদ শামিম, মুহম্মদ শাহেনশাহ এবং মুহম্মদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, ধৃত শরিফ মূল অভিযুক্ত মুহম্মদ শামিমের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল। বোমা তৈরি থেকে বোমা মজুত করার পিছনে তার হাত রয়েছে।

বিদ্যুৎ চুরি রুখতে অ্যাপ ‘বিদ্যুৎ-প্রহরী’

● ১ পাতার পর

শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিলের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি। অনেক কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ে বিদ্যুৎ বিল পেন্ডিং রয়েছে। সব থেকে বেশি বিল বকেয়া রয়ে গেছে নেতা–ঘনিষ্ঠদের ফ্যাক্টরির। এর মধ্যে দু’টি জানা আছে, একটি পূর্ব মেদিনীপুরের কাজুনাট ফ্যাক্টরি। দ্বিতীয়টি মালদার প্রাইভেট এডুকেশন সেন্টার। দু’জনেই আগের সরকারের বড় নেতার ঘনিষ্ঠ। ওসব আর হবে না। বকেয়া বিল আদায় করুন। তবে আবাসিক বাড়ির ক্ষেত্রে আগে বিল না মেটানোর কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে। তাঁদের পুরনো ট্র্যাক রেকর্ড দেখে নিতে হবে। নোটিস পাঠান। সময় দিন। তবে ডোমেস্টিকের ক্ষেত্রে মানবিক হোন। তারপর না হলে, বিদ্যুৎ সংযোগ কাটবেন। কিন্তু শিল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় নয়।’ এদিন বিদ্যুৎ ভবনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ, দপ্তরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু–সহ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। এদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের তরফে সিমলায় স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি সংস্কারের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজের হাতে ৫ কোটি টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উদয়পুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, রেজিঃ নং-১২৯ এইচ. জি. তাং-২৭/০৯/১৯৬৩ গ্রাম- ঘাঘরপুর, পোঃ- খানাকুল, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০৬ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য গত ইং ১৪/০৭/২০২৬ মঙ্গলবার তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শুনানীর শেষ তারিখ ২৯/০৭/২০২৬ বুধবার। বিশদ জানতে সমিতির কার্যালয়ে কাজের দিনে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

Sd/- Somnath Jana
Assistant Returning Officer
Udaypur S.K.U.S. Ltd.

বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে দিকনির্দেশনা হেতু 'গ্ল্যামার গ্লো ফ্যাশন' কর্তৃক "SERA BANGALIANA SAMMAN" প্রদান করা হচ্ছে কবি, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী ডাঃ অনিরুদ্ধ পালকে। পুরস্কার প্রদান করছেন সুঅভিনেতা/নায়ক ঋত্বিক মুখার্জী।

Versuni

ভারসুনি ইন্ডিয়া হোম সলিউশনস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: রেগাস, থানা– আর্কেডিয়া, ৯০৪, ফ্লোর নং ৯, ৪এ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০১৬, ভারত
কর্পোরেট অফিস: ইউনিট নং ৪০১, ফ্লোর নং ৪, টাওয়ার–৩, ভারতী ওয়ার্ল্ডমার্ক, মেইদাওয়াস রোড, সেক্টর ৬৫, গুড়গাঁও, হরিয়ানা– ১২২০১৮
টেলিফোন: ০১২৪–৬৫৬০৬০০, **ফ্যাক্স:** +৯১ ১২৪–৬৫৬০৬০২, **CIN:** U29308WB2020PLC238116
ই–মেল আইডি: Corpsec@versuni.com **ওয়েবসাইট:** https://www.versuni.com/

ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য দৃশ্য–শ্রাব্য উপায়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা ৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ) বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্দ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সভা আমন্ত্রণী নোটিসে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য কোম্পানির সদস্যদের ৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ) বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’) মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি–সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর প্রযোজ্য সংস্থান অনুসারে শুক্রবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ভারতীয় প্রমাণ সময় সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন–সহ ৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ) এজিএমের নোটিসটি ইলেকট্রনিক উপায়ে সেই সকল সদস্যের প্রতি প্রেরিত হবে, যাঁদের ই–মেল আইডি কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (‘আরটিএ’)– এর কাছে রেজিস্টার করানো আছে। ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে, যাতে তাঁরা নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাঁদের ই–মেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর রেজিস্টার করিয়ে নেন এবং ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা আরটিএ–এর কাছে নীচে লেখা ঠিকানায় পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত আইএসআর–১ ফর্ম সমেত নিজ নিজ ই–মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর জানিয়ে দেন:

কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড
ইউনিট: ভারসুনি ইন্ডিয়া হোম সলিউশনস লিমিটেড
সেলেনিয়াম, টাওয়ার ‘বি’, প্লট নং ৩১–৩২,
গচ্চিবৌলি ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, ননাক্রমগুড়া, সেরিলি, রঙ্গারেড্ডি,
হায়দরাবাদ–৫০০০৩২, তেলঙ্গানা, ভারত
টোল ফ্রি নম্বর: ১৮ ০০ ৩০৯৪ ০০১
ফোন নম্বর: +৯১–৪০ ৬৭১৬ ২২২২ / ৬৭১৬ ১৬৩১
ই–মেল আইডি: einward.ris@Kfintech.com, ফোন: +৯১ ০৩৩ ৬৬২৮ ৫৯০০

২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন–সহ ৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ) এজিএমের নোটিসটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.versuni.in/investor-relations/ এবং এজিএমের জন্য ই–ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত সংস্থা হিসেবে আরটিএ–এর ওয়েবসাইট https://evoting.Kfintech.com–তে পাওয়া যাবে।

ভিসি/ ওএভিএম এবং রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএমে অংশ নেওয়ার নির্দেশিকার জন্য এজিএম নোটিস দেখতে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

প্রযোজ্য সংস্থানসমূহ অনুসারে সদস্যরা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবারগুলির ওপর এজিএমের আগে রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে এবং এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজস্ব ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন। ই–ভোটিংয়ের সময়সীমা শুরু হবে মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে আরটিএ দ্বারা ভোটদানের এই ই–ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনও বিবেচনাধীন সিদ্ধান্তের ওপর একবার কোনও শেয়ারধারক ভোট দিয়ে ফেললে, পরবর্তীতে সেই শেয়ারধারক তা আর বদলানোর অনুমতি পাবেন না। যে সকল সদস্য রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেবেন, তাঁরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে অংশ নিতে পারলেও ইজিএম চলাকালীন ই–ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

সদস্যের নাম ও ঠিকানা, প্যান কার্ডের স্বস্বাক্ষরিত প্রতিলিপি, সদস্যের ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ যে কোনও একটি নথির (যেমন– ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্বস্বাক্ষরিত প্রতিলিপি সমেত স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের প্রতিলিপি einward.ris@Kfintech.com আইডি–তে ই–মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে নিজেদের কেওয়াইসি সম্পর্কিত তথ্য আপডেট/ রেজিস্টার করে নিতে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ভারসুনি ইন্ডিয়া হোম সলিউশনস লিমিটেড–এর তরফে
স্বাঃ–
অরুণা আরুলসিং
DIN: 09832544
পূর্ণমেয়াদি ডিরেক্টর এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ২২ জুলাই, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: পাহাড়পুর হাউস, ৮/১/বি ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা – ৭০০০২৭; **টেলিফোন:** +৯১ ৩৩ ৪০১৩৩০০০
ই–মেল: contact@industrialprudential.com
ওয়েবসাইট: www.industrialprudential.com
CIN: L65990WB1913PLC218486

১১০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই–ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি সার্কুলার’) দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘আইন’) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’)–এর অন্যান্য বিধান মেনে, কোম্পানির ১১০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী **২০ আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য দৃশ্য–শ্রাব্য উপায়ে (‘ভিসি’ / ‘ওএভিএম’) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

১১০তম এজিএমের আমন্ত্রণী বিজ্ঞপ্তিটি সেই সকল সদস্যের প্রতি ইলেকট্রনিক উপায়ে পাঠানো হয়েছে যাঁদের নাম ১৭ জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার) কোম্পানির সদস্যদের তালিকায় ছিল এবং যাঁদের ই–মেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্টস (‘আরটিএ’)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

কোম্পানি সেই সকল শেয়ারধারকের প্রতিও একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে যাঁদের ই–মেল আইডি কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্টস (‘আরটিএ’)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নিবন্ধিত নয়, যেখানে ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারধারকরা কীভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবেন তার বিশদ বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি–সহ কোম্পানির ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.industrialprudential.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**–এও উপলব্ধ রয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ১৩ আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত করে) বন্ধ থাকবে। ২২ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদের সভায়, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ হিসাবে প্রতিটি ₹১০.০০ (দশ টাকা মাত্র) অভিহিত মূল্যের ইকুইটি শেয়ার পিছু ₹১২০.০০ (একশো কুড়ি টাকা মাত্র) প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের অনুমোদনের সাপেক্ষে প্রযোজ্য। লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যতার উদ্দেশ্যে রেকর্ড তারিখ হল ১২ আগস্ট, ২০২৬ (বুধবার)। কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ সহ পঠনীয় কোম্পানি আইন, ২০১৩–এর ১০৮ ধারার সংস্থান, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')–এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস–২ অনুসারে, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কারবারগুলি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অর্থাৎ এজিএম–এর আগে রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। কোম্পানি রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য 'এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন ‘লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’) সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে, যার ই–ভোটিং ওয়েবসাইট হল **https://in.mpms.mufg.com**।

যে সকল সদস্যের নাম কাট–অফ তারিখে অর্থাৎ ১২ আগস্ট, ২০২৬ (বুধবার) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা পরিচালিত সুবিধাভোগী স্বত্বধারকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা রয়েছে, তাঁরা রিমোট ই–ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। কাট–অফ তারিখে যিনি সদস্য বা সুবিধাভোগী স্বত্বধারক নন, তিনি এজিএম বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্য জানার খাতিরে বিবেচনা করবেন।

রিমোট ই–ভোটিংয়ের মেয়াদ ১৭ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ১৯ আগস্ট, ২০২৬ (বুধবার) বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এই সময়সীমার মধ্যে কোম্পানির সদস্যরা কাট–অফ তারিখ অনুযায়ী বাস্তবিক বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করে থাকলে ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই–ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা ‘এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’ (পূর্বতন ‘লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’)’ দ্বারা এটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। ই–ভোটিংয়ের ইউআরএল (URL): **https://instavote.linkintime.co.in/**

যে সকল সদস্য ভিসি/ ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং এজিএমের আগে রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলিতে তাঁদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় ভোটদানে বাধাপ্রাপ্ত নন, তাঁরা এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। একজন সদস্য রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভার চলাকালীন তাঁকে পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

যে কোনও ব্যক্তি, যিনি এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু কাট–অফ তারিখের আগে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.industrialprudential.com;** এবং **https://instavote.linkintime.co.in;** রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন ‘লিঙ্কইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’)–এর ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**–তে উপলব্ধ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করবেন।

টিডিএস ছাড়ের ফর্ম জমা দেওয়ার লিঙ্ক: আপনারা ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের চূড়ান্ত লভ্যাংশের ওপর টিডিএস থেকে ছাড় দাবি করার জন্য (আসন্ন এজিএমে শেয়ারধারকদের অনুমোদন সাপেক্ষ) ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষের জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত নথিপত্রগুলি ১২ আগস্ট, ২০২৬ (বুধবার) বা তার আগে, যদি পূর্বে জমা না দিয়ে থাকেন, তাহলে **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html** লিঙ্কে জমা দিতে পারেন।

শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান এবং কেওয়াইসি আপডেট: সেবি লিস্টিং রেগুলেশনসের তফসিল আই–এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ১২ অনুসারে, ইলেকট্রনিক মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান বন্ধ করা হয়েছে এবং তাই লভ্যাংশ প্রদান শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সমস্ত যোগ্য সদস্যদের করা হবে। এটি ৭ মে, ২০২৪ তারিখের সেবি মাস্টার সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 অনুসারে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করার এবং ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজ করার একটি অনুস্মারকও বটে। ই–মেল আইডি আপডেট করা ঐচ্ছিক হলেও, সিকিউরিটি ধারকদের অনলাইন পরিষেবা পেতে ই–মেল আইডিও নিবন্ধিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি বাস্তবিক আকারে সিকিউরিটি ধারণকারী সকল সিকিউরিটি ধারকের জন্য প্রযোজ্য। উপরন্তু, ফোলিওতে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করা না থাকলে (ফিজিক্যাল হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ আপডেট করা না থাকলে (ডিম্যাট হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে), কোম্পানি লভ্যাংশ আটকে রাখবে এবং উক্ত লভ্যাংশ প্রদান ক্ষেত্রবিশেষে কেওয়াইসি/ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ আপডেটের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার পরেই শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে করা হবে। তাই সদস্যদের তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে, ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে এবং বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধারণ করার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র–সহ যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম নং আইএসআর–১ আরটিএ–কে পাঠানোর মাধ্যমে। নমিনেশন নির্বাচন এবং কেওয়াইসি বিশদ আপডেটের ফর্ম্যাটগুলি নীচে উল্লিখিত আমাদের আরটিএ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ: **https://www.in.mpms.mufg.com** > Resources > Downloads > KYC > Formats for KYC।

ওপরে উল্লিখিত সেবি সার্কুলারটি আরও বাধ্যতামূলক করে যে, বাস্তবিক আকারে ধারণ করা সিকিউরিটি ধারকরা, যাঁদের ফোলিওতে প্যান, নমিনেশন নির্বাচন, যোগাযোগের বিশদ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ এবং নমুনা স্বাক্ষর আপডেট করা নেই, তাঁরা ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উক্ত ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে লভ্যাংশ, সুদ বা রিডেম্পশন পেমেন্ট–সহ যে কোনও পেমেন্টের জন্য যোগ্য হবেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
শিল্পশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১.০৭.২০২৬

Berger

বার্জার পেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড

(CIN: L51434WB1923PLC004793)
রেজিস্টার্ড অফিস: বার্জার হাউস, ১২৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
কর্পোরেট অফিস: সিএফ-৪, অ্যাকশন এরিয়া-১সি, নিউ টাউন-৭০০১৫৬, ফোন নম্বর: ৯১৪৭৭ ২০৪০০
ই-মেল: consumerfeedback@bergerindia.com; ওয়েবসাইট: www.bergerpaints.com

১০২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্দ্বারা এই **নোটিস** জারি করা হচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (‘এমসিএ’) দ্বারা জারিকৃত ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০; ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০; ৫ মে, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০; ৫ মে, ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২/২০২২; ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২; ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩; ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪; ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ (‘এমসিএ সার্কুলারসমূহ’), সঙ্গে পঠনীয় সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’); ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দ্বারা জারিকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিংস (‘এসএস-২’) ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম ও রেগুলেশন [বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত ও বর্তমানে বিদ্যমান আইনের যে কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুনঃচালুকরণ অন্তর্ভুক্ত করে] অনুসারে **বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** সাধারণ কোনও স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই আয়োজিত হবে। ভিসি বা ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ১০২তম এজিএমে অংশ নেওয়া সদস্যদের সংখ্যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৩ নং ধারা অনুযায়ী উক্ত সভার কোরাম নির্ধারণে বিবেচিত হবে।

উপরিলিখিত এমসিএ সার্কুলারসমূহ, সঙ্গে পঠনীয় সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’); ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিংস (‘এসএস-২’) ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম ও রেগুলেশন [বিভিন্ন সময়ে, পরিমার্জিত ও বর্তমানে বিদ্যমান আইনের যে কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুনঃচালুকরণ অন্তর্ভুক্ত করে] অনুসারে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিসমূহের পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সংযুক্ত প্রতিবেদন এবং ১০২তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক উপায়ে সেই সমস্ত সদস্যগণের প্রতি প্রেরণের কাজ কোম্পানি ২১ জুলাই, ২০২৬ সম্পন্ন করেছে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (‘আরটিএ’) অর্থাৎ, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড [সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণের প্রেক্ষিতে] বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে রেজিস্টার করানো ছিল। অতিরিক্তরূপে, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে কোম্পানি/ আরটিএ/ ডিপি-র কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো নেই, তাঁদের প্রতি কোম্পানির তরফে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যার মধ্যে উক্ত এজিএম-এর নোটিস এবং উক্ত সম্মিলিত বার্ষিক প্রতিবেদন যেখানে দেখা যাবে, সেই ওয়েবলিঙ্কের সঠিক পথ উল্লেখ করা আছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সংযুক্ত প্রতিবেদন ও ১০২তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.bergerpaints.com,** ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.evoting.nsdl.com**-সহ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.nseindia.com**-তেও উপলব্ধ রয়েছে।

১০২তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিশদ তথ্যের জন্য সদস্যদের ২৪ জুন, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির তরফে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ২৪ জুন, ২০২৬ তারিখে ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’ (ইংরেজি) এবং ‘আজকাল’ (বাংলা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সদস্যদের জ্ঞাতার্থে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে:

১. উক্ত অ্যাক্টের ১০৮ নং ধারা, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল, ২০১৪ (পরিমার্জিত)-এর রুল ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী এই কোম্পানি উক্ত এজিএমে নির্বাহ হতে চলা কারবারগুলির ওপর ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য এনএসডিএল-এর সহায়তায় সদস্যদের প্রতি ই-ভোটিংয়ের সুবিধা দেবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং ১০২তম এজিএম চলাকালীন পরিচালিত হতে চলা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ও নির্দেশিকা উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গেই দেওয়া আছে।

২. বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কারবারগুলি কেবলমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমেই নির্বাহ করা হবে। নির্ধারিত কাট-অফ ডেট অর্থাৎ, **বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের (রেকর্ড ডেট)** ভিত্তিতে সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিদের কাছে থাকা সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীদের রেজিস্টারে যে সকল সদস্যের নাম নথিভুক্ত থাকবে, কেবলমাত্র তাঁরাই ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। কোনও সদস্য একবার কোনও বিবেচনাধীন বিষয়ের ওপর ভোট দিয়ে ফেললে পরবর্তীতে তা আর বদলাতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা শুরু হবে **৯ আগস্ট, ২০২৬ [রবিবার, সকাল ৯টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)] এবং শেষ হবে ১১ আগস্ট, ২০২৬ [মঙ্গলবার, বিকেল ৫টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)]। নির্ধারিত রেকর্ড ডেট অর্থাৎ, বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬-এর ভিত্তিতে সদস্য নন এমন ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবলমাত্র তথ্য জানার খাতিরে বিবেচনা করবেন।**

৩. ১০২তম এজিএমে যোগ দেওয়া কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোট না-দিয়ে থাকলে তিনি **www.evoting.nsdl.com**-এর মাধ্যমে ১০২তম এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
১০২তম এজিএম আয়োজিত হওয়ার আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কোনও সদস্য নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকলে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে ১০২তম এজিএমে অংশ নিতে পারবেন, কিন্তু ১০২তম এজিএম চলাকালীন তিনি পুনরায় ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন না।

৪. এজিএমের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির সদস্যে পরিণত হলে এবং নির্ধারিত রেকর্ড ডেট অর্থাৎ, ৫ আগস্ট, ২০২৬-এর ভিত্তিতে শেয়ার ধারণ করলে **evoting@nsdl.com** আইডি-তে এনএসডিএল-এর কাছে বা **sumandey@bergerindia.com** আইডিতে কোম্পানির কাছে বা **amit.banerjee@in.mpms.mufg.com** বা **rana.roychowdhury@in.mpms.mufg.com** আইডি-তে আরটিএ-র কাছে অনুরোধ জানিয়ে নিজস্ব লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর কাছে রেজিস্টার্ড সদস্যরা ই-ভোটিংয়ে তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

৫. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে বা অভিযোগ জানাতে সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com**-তে গিয়ে ‘ডাউনলোডস’ সেকশনে ‘Frequently Asked Questions (FAQ's) on e-voting (For Shareholders).pdf’ দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কথা বলতে পারেন বা অনুরোধ জানাতে পারেন এখানে: শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ই-মেল: **evoting@nsdl.com**।

বার্জার পেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ-
অরুণিত গাঙ্গুলি (FCSZ9285)
ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ জুলাই, ২০২৬

আজকাল

৪৬ বর্ষ ১১৯ সংখ্যা ৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার ২২ জুলাই ২০২৬

উল্টোরথ

ঠিক উল্টোরথ নয়, উল্টো পথ। একদা ভারত সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিজ্ঞাপনী প্রচার ছিল, 'হাম দো হামারা দো'। তখন গড়ে দম্পতিদের সন্তান সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন। বিপুল জনসংখ্যা দেশের কাছে বড় সমস্যা ছিল। জনসংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত। ১৪৭ কোটিরও বেশি। ভাল দিক আছে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মৃত্যুর হার কমেছে। প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। তবে, জন্মের হার যথেষ্ট থাকায় জনসংখ্যা কমেনি। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি থাকা দেশের পক্ষে ভাল হতেও পারে। জনসংখ্যার হার কমানোর জন্য সরকারি অভিযানে প্রথমে নেমেছিল চীন, তার পরে জাপান। চীনে নিয়ম ছিল, সন্তানের সংখ্যা একের বেশি হলে করের হার বাড়বে, তিন হলে আরও বেশি। সফল চীনের অভিযান। জনসংখ্যার হার কমল। জাপানে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছিল। বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য। খবর, জাপানে একটি জনপদে দশ বছরে একজনেরও মৃত্যু হয়নি, একজনেরও জন্ম হয়নি। গোটা জনপদই হয়ে উঠল বৃদ্ধাশ্রম। গোটা দেশে ছবিটা মোটামুটি এক। দুই দেশেই অল্পবয়সির সংখ্যা কমছে। গভীর সমস্যা। ফলে চীনে সন্তান সংখ্যা বাড়লে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। বাড়াতে হবে জন্মহার। জাপানেও তা-ই। বিয়ে করলে অনুদান। সন্তান জন্মালে অনুদান। ব্যাপারটা চিন্তার, যা ভারতেও এসে যেতে পারে। তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতে জনসংখ্যা কমেছে বিপুল হারে, পশ্চিমবঙ্গেও এক অবস্থা। দম্পতি পিছু সন্তানের সংখ্যা ১.৭। আরও কমছে। তরুণরা বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। সন্তান নিতে নারাজ। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সন্তান পালনের দায়িত্ব, শিক্ষা খাতে খরচ— এসব ভেবে অনীহা। সময় কি আসছে, যখন সন্তান হলে অনুদান দেওয়া হবে?

প্রিয় সম্পাদক

ভারসাম্য রেখেই এগোতে হবে

এই রাজ্যের সমস্যা প্রচুর। আবার সম্ভাবনাও প্রচুর। একদিকে সমস্যার দিকগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। সেখান থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায়, তার উপায় খুঁজে বের করা। অন্যদিকে, সম্ভাবনার দিকগুলো মাথায় রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্মাণ করা। বড় একটি সমস্যা, রাজ্যের ওপর বিরাট অঙ্কের ঋণের বোঝা। পূর্বতন সরকারের দিশাহীন কিছু কর্মকাণ্ডে এই ঋণ লাগামছাড়া হয়েছে। সুদ-সহ ঋণের বোঝা কমিয়ে আনতে রাজস্ব বাড়াতে হবে। রাতারাতি রাজস্ব বাড়ানোর কোনও জাদুদণ্ডও সরকারের হাতে নেই। এটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্তও নিতে হবে। তাতে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হওয়াও স্বাভাবিক। সবদিক মাথায় রেখে ভারসাম্যের কোনও রাস্তা বের করতে হবে।

রাজ্যের একটি বড় সমস্যা কর্মসংস্থান। সরকারি, বেসরকারি দুই ক্ষেত্রেই গত এক দশকে নিয়োগ একেবারেই কম হয়েছে। যা নিয়োগ হয়েছে, সেখানেও লাগামছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ। স্বচ্ছতা নিয়ে এতটাই সংশয় যে, শিক্ষকদের পুরো প্যানেলই বাতিল করে দিতে হয়েছে। পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দিয়ে মেধার ভিত্তিতে চাকরি হয়, এই বিশ্বাসটাই যেন হারিয়ে গেছে। এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা খুবই শক্ত। এই কঠিন চ্যালেঞ্জ সরকারের সামনে। বেসরকারি নিয়োগের জন্যও চাই শিল্পায়ন। রাজ্যে ভারী ও মাঝারি শিল্পস্থাপনের চেহারা মোটেই উজ্জ্বল নয়। বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছে অনেক। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবের মাটিতে নেমে আসেনি। বড় বড় শিল্প সংস্থা এই রাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করে গেছে। তাদের অভিযোগ, বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি নেই। জমি নীতি নিয়েও বিস্তর জটিলতা। তাছাড়া, শিল্প স্থাপন করতে গেলে নানা শর্তপূরণ করতে হয়। নতুন বিনিয়োগ টেনে আনা খুব সহজ ব্যাপার নয়। শুরুতে তাদের নানা রকম ছাড় দিতে হবে। জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া আরও মসৃণ হতে হবে। তবে একটাই আশার কথা, কেন্দ্রের সহযোগিতা এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। সেই ডাবল ইঞ্জিনের সুবিধা নতুন সরকার কতটা কাজে লাগাতে পারে, সেটাও দেখার।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান যেমন প্রশ্নের মুখে, তেমনই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতেও নানা অসঙ্গতি। এই দুই ক্ষেত্রেই সরকারের ভূমিকা তেমন সন্তোষজনক ছিল না। ফলে, বাধ্য হয়েই মানুষকে ছুটতে হয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে। শিক্ষাই হোক আর চিকিৎসাই হোক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুনাফার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে রাজ্যের আম নাগরিককে। এই অবস্থাও বদলাতে হবে। মেধাবী ছাত্ররা যেন অল্প খরচে সরকারি স্কুল, কলেজেই পড়তে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি হাসপাতালেও উন্নত চিকিৎসা হয়, এই আস্থাও ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্য কোনও সস্তা চটক নয়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়, তার সঠিক রূপায়ণ আরও বেশি জরুরি।

● *মলয় সেন*
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা

নিরাপত্তার খরচ সরকার কেন দেবে?

ভিআইপিদের নিরাপত্তা সরকারের বড় মাথাব্যথা। মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা তো আছেনই, দলীয় নেতারাও বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে ঘোরেন। ওয়াই, ওয়াই প্লাস, জেড, জেড প্লাস কত রকমের গ্রেড। এর জন্য সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়।

কার কত নিরাপত্তা থাকবে, তার নিশ্চয় একটা মানদণ্ড আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই মানদণ্ড মানা হয় বলে মনে হয় না। কেউ কেউ নিজের ওজন বোঝাতে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য তদ্বির করেন। যতটা নিরাপত্তার কারণে, তার থেকেও বেশি স্টেটাস সিম্বল হিসেবে। বেশি নিরাপত্তা থাকলে বেশি গুরুত্ব, কেউ কেউ এভাবেই নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

যাঁরা রাজনীতি করতে ময়দানে নেমেছেন, তাঁরা তো ভাল ভাবেই জানেন যে, যে কোনও সময়ই তিনি বা তাঁরা আক্রান্ত হতে পারেন। কেউ তো তাঁকে রাজনীতিতে আসার জন্য সাধাসাধি করেননি। তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দরকার হলে সেটা তাঁরা নিজেরাই ব্যবস্থা করুন। খরচও নিজেরাই বহন করুন। তিনি রাজনীতি করবেন, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করবেন, তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার কেন নেবে? এতই যদি প্রাণের বা মৃত্যুর ভয় থাকে, তাহলে রাজনীতির ময়দান থেকে সরে যান। সরকার বা অন্য কেউ তো তাঁদের বাধ্য করেনি রাজনাতি করতে! বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার কেনই বা নেবে?

সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হোক, এরপরও যদি কেউ সরকারি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা চান, তাহলে সেই নিরাপত্তার খরচ তাঁকেই বহন করতে হবে। অন্তত অর্ধেক টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে। এই নিয়ম চালু করুন, দেখবেন নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও সমস্যা হবে না।

● *পঙ্কজ সেনগুপ্ত*
কোন্নগর, হুগলি

জনতার চিঠিকে উৎসাহিত করা হোক

নয়ের দশকের শেষদিকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দারুণ একটা পদক্ষেপ করা হয়েছিল। মহাকরণে খোলা হয়েছিল জন অভিযোগ ও সহায়তা কেন্দ্র। যে কেউ এসে সেখানে তাঁর অভিযোগ জানাতে পারতেন। এমনকী, যাঁরা দূরে থাকেন, তাঁরাও চিঠির মাধ্যমে কোনও অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারতেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। মূলত তাঁর উদ্যোগেই এই বিভাগ চালু হয়েছিল।

শুরুর দিকে বেশ ভালই সাড়া ফেলেছিল। অনেকেই অভিযোগ জানাতেন। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা পরামর্শ দিতেন। অনেকক্ষেত্রেই সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিত। আমি নিজেও একসময় প্রচুর চিঠি লিখেছি। এলাকার সমস্যার কথা জানিয়েছি। বেশকিছু সমস্যার সমাধানও হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছে।

যখন কোনও সমস্যার সমাধান হয়, তখন মানুষের মধ্যে সমস্যা জানানোর একটা বাড়তি তাগিদ তৈরি হয়। সরকারও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কোথায় বেআইনি পুকুর ভরাট হচ্ছে, কোথায় রাস্তার অবস্থা খারাপ, কোথায় আন্ডারপাস দরকার, কোথায় বাস সময়মতো ছাড়ছে না, কোথায় নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে, কোথায় সরকারি কর্মীরা দুর্ব্যবহার করছেন— এগুলি প্রশাসন সহজেই জানতে পারে। চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারে। বিভাগীয় তদন্তও চালাতে পারে।

নতুন সরকারের কাছে আবেদন, জন অভিযোগ ও সহায়তা কেন্দ্র পুনরায় চালু করা হোক। বিভাগটি সক্রিয় করে তোলা হোক। জনতার সঙ্গে প্রশাসনের সম্পর্ক আরও মসৃণ হোক।

● *অমিত ভট্টাচার্য*
শিবপুর, হাওড়া

হকার উচ্ছেদ, প্রশ্ন থেকেই যায়

বিজেপি সরকার রাজ্য ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন রেলস্টেশন ও ফুটপাথ থেকে বুলডোজার দিয়ে হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এর ফলে স্টেশনে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। এদিকে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের কয়েকজন রেলকর্তার বক্তব্যে উচ্ছেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা যায়। তাঁরা জানান, শহর ও শহরতলির বিভিন্ন রেলস্টেশনে নতুন খাবারের স্টল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। রেল চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন স্টেশনের প্রবেশপথের খোলা জায়গায় চাকা লাগানো দোতলা ফুড ভ্যান বা ভোজন গাড়ি বসানোর অনুমতি দেবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যাত্রীদের অভিযোগ, স্টেশনে প্রবেশপথে খাবারের দোকান বা ফুডভ্যান বসানো হলে যাতায়াতের পথ সঙ্কুচিত হতে পারে। এতে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের স্বাভাবিক চলাচল বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। নতুন করে ফুডভ্যান চালুর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপণ প্রস্তুতি এবং রেলের নিয়মিত নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মনে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগছে, রেলস্টেশনে হকার উচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য কি সত্যি যাত্রী সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নাকি চুক্তির ভিত্তিতে রেল স্টেশনের প্রবেশপথে ভ্রাম্যমাণ ফুডভ্যান চালুর জন্য জায়গা তৈরি করা?

● *অপূর্বলাল নস্কর*
ডোমজুড়, হাওড়া

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

বাংলার টাকা বাংলার উন্নয়নেই

সুজনকুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন ও আশাব্যঞ্জক অধ্যায় সূচিত হতে চলেছে। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর আবার চালু হতে চলেছে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ। ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত এই ঘোষণা করেছেন। এটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনা।

কলকাতায় শেয়ার লেনদেনের ইতিহাস প্রায় ১৯০ বছরের পুরনো। ১৮৩৬ সালে এখানে সংগঠিত ভাবে শেয়ার লেনদেন শুরু হয়। পরে ১৯০৮ সালে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। এক সময়ে এটি ছিল দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার বাজার এবং পূর্ব ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির পরিবর্তন, বড় কোম্পানিগুলির মুম্বইমুখী হওয়া, নিয়ন্ত্রক জটিলতা এবং আধুনিক পরিকাঠামোর অভাবে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ পিছিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালে সেবি এখানে শেয়ার লেনদেন স্থগিত করে দেয়। তারপর থেকে প্রতিষ্ঠানটি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

এখন রাজ্য সরকার একে নতুন ভাবে গড়ে তুলে আবার চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশ্ন হল, আজকের দিনে এর প্রয়োজন কতটা? মোবাইল ফোন থেকেই তো সহজে এনএসই বা বিএসই-তে শেয়ার কেনাবেচা করা যায়। তা হলে কলকাতায় আরেকটি স্টক এক্সচেঞ্জের দরকার কী?

উত্তরটি সহজ। স্টক এক্সচেঞ্জের কাজ শুধু শেয়ার কেনাবেচার ব্যবস্থা করা নয়। এটি মূলত ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে একটি সংগঠিত সেতুবন্ধন। কোনও কোম্পানি ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চাইলে তার মূলধনের প্রয়োজন হয়। অন্য দিকে, সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থ লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ খোঁজে। স্টক এক্সচেঞ্জ এই দুই পক্ষকে একত্রিত করে। কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে, আর বিনিয়োগকারী সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন। কোম্পানির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগকারীরও লাভের সুযোগ তৈরি হয়। এভাবেই শিল্প গড়ে ওঠে, নতুন কারখানা তৈরি হয় এবং কর্মসংস্থান বাড়ে।

মুম্বইয়ের বড় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়া ছোট ও মাঝারি সংস্থার পক্ষে সহজ নয়। খরচ বেশি, নিয়ম কঠোর এবং প্রক্রিয়াও জটিল। বড় কর্পোরেট সংস্থার জন্য এটি উপযুক্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপূর্ব ভারতের বহু এমএসএমই সংস্থার পক্ষে সেখানে পৌঁছোনো কঠিন। অথচ এসব সংস্থার অনেকেরই ভাল পণ্য, দক্ষ উদ্যোক্তা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা মূলধনের অভাব। ব্যাঙ্ক ঋণ পেতেও প্রায়শই জামানতের বাধা থাকে।

এই জায়গাতেই কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। যদি কম খরচে এবং সহজ নিয়মে ছোট ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলিকে তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়, তা হলে তারা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। একজন সাধারণ বিনিয়োগকারীও অল্প টাকা দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হতে পারবেন। এর ফলে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে, নতুন স্টার্টআপ তৈরি হবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

একটি সক্রিয় স্টক এক্সচেঞ্জ কখনও একা কাজ করে না। তার চারপাশে গড়ে ওঠে একটি সম্পূর্ণ আর্থিক ইকোসিস্টেম। ব্রোকারেজ সংস্থা, ফিনটেক স্টার্টআপ, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, অডিট ফার্ম, আইনজীবী, রেটিং সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজ বাড়ে। কলকাতায় ফিনান্স, কমার্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স ও আইটি নিয়ে পড়াশোনা করা বহু তরুণ-তরুণীর জন্যও এটি নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিতে পারে।

শুধু বেসরকারি সংস্থাই নয়, ভবিষ্যতে সরকারি সংস্থাগুলিও এই ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারে। প্রয়োজন হলে রাজ্যের কিছু সরকারি সংস্থার আংশিক শেয়ার বাজারে ছেড়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষও সেই শেয়ার কিনে সেই সরকারি সংস্থার অংশীদার হওয়ার সুযোগ পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর চালু হতে চলেছে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ। ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত এই ঘোষণা করেছেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনা।

এই উদ্যোগ শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপূর্ব ভারতের উদ্যোক্তারাও এখান থেকে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ পাবেন। এতে দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ড আরও ভারসাম্যপূর্ণ হবে এবং মুম্বই-কেন্দ্রিকতার কিছুটা বিকল্প তৈরি হবে।

আরও একটি বড় সুবিধা হবে, তা হল আর্থিক সচেতনতার প্রসার। ভারতে এখনও মোট জনসংখ্যার তুলনায় খুব কম মানুষ সরাসরি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন। অনেকের কাছেই শেয়ার বাজার মানেই জুয়া। অথচ নিয়ম মেনে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করলে এটি সম্পদ সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। একটি বিশ্বাসযোগ্য আঞ্চলিক স্টক এক্সচেঞ্জ মানুষের সেই আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে। তখন সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ শুধু সেভিংস অ্যাকাউন্টে বা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো সীমিত রিটার্নে জমাবে না, তার একটি অংশ শেয়ার কিনে উৎপাদনশীল ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। এতে যেমন শিল্পের প্রসার ঘটবে, তেমনি দেশের অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হবে।

তবে পথ মোটেই সহজ নয়। শুধু একটি প্রতিষ্ঠান ফের চালু করলেই সাফল্য আসবে না। প্রয়োজন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেন ব্যবস্থা, কঠোর নজরদারি, স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ এবং সর্বোপরি বিনিয়োগকারীদের আস্থা।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হল লিকুইডিটি। অর্থাৎ বাজারে পর্যাপ্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকতে হবে। যদি বিনিয়োগকারী সহজে শেয়ার কিনতে বা বিক্রি করতে না পারেন, তা হলে সেই বাজারের কার্যকারিতা কমে যাবে। অতীতেও কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। তাই এবার সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের উচিত নয় এনএসই বা বিএসই-র সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামা। বরং নিজস্ব একটি বিশেষ ক্ষেত্র তৈরি করা। যেমন- এমএসএমই সংস্থার জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম, স্টার্টআপের সহজ তালিকাভুক্তি, গ্রিন বন্ড, পুর বন্ড বা আঞ্চলিক শিল্পভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ। তা হলে এটি একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে পারবে এবং বাস্তব বাজারের চাহিদাও পূরণ করতে সক্ষম হবে।

বাজেটের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তবে ঘোষণা আর বাস্তবায়নের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সাফল্য নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের ওপর— কতগুলি ভাল সংস্থা এখানে তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী হয়, সাধারণ মানুষ কতটা আস্থা নিয়ে বিনিয়োগ করেন এবং সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি কতটা পেশাদারিত্বের সঙ্গে এই বাজার পরিচালনা করতে পারে।

যদি সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোয়, তা হলে স্থানীয় শিল্প নতুন মূলধন পাবে, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং কলকাতা আবার পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ এবং দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ধীরে ধীরে তার হারানো গুরুত্ব ফিরে পেতে পারে।

একটি স্টক এক্সচেঞ্জ শুধু শেয়ার কেনাবেচার জায়গা নয়, এটি একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রাণশক্তির প্রতীক। তাই কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের পুনর্জাগরণ কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাবর্তন নয়, বরং বাংলার শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন। এখন দেখার বিষয়, এই সুযোগকে আমরা কতটা সফল ভাবে কাজে লাগাতে পারি।

মোবাইল-মুক্ত স্কুলের কতটা প্রয়োজন?

মৃন্ময় চন্দ

ক্যালভিন কলেজ নেদারল্যান্ডসের বেশ কয়েকটি নামী স্কুল চালায়। ক্যালভিন কর্তৃপক্ষ হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, ১২ থেকে ১৮-র ছেলেমেয়েরা ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলেও মোবাইল থেকে মুখ তুলছে না। পড়াশোনা ডকে, ফাঁকা পড়ে থাকছে টেবিল টেনিস বোর্ড। মোবাইলের চোরাবালির মরণফাঁদ থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে, ক্যালভিন কর্তৃপক্ষ বছর ছয়েক আগে স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করলেন। শিক্ষকদের একাংশ ধুয়ো তুললেন, আধুনিক পঠনপাঠনে ইন্টারনেট যখন অপরিহার্য, ক্যালভিনের সব ক'টি 'মোবাইল ফ্রি' স্কুলে মোবাইল ছেড়ে পড়ুয়ারা আজ বন্ধুদের সঙ্গে আদি অকৃত্রিম খেলা-খুনসুটিতে মেতে থাকছে। টেবিল টেনিস বোর্ডের দখল নিয়ে মারামারি বাধছে। পড়াশোনায় হৃত মনোযোগ অনেকটাই ফিরে এসেছে। ক্যালভিনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত ডাচ সরকার সমস্ত সেকেন্ডারি স্কুলকে মোবাইল-ট্যাব-স্মার্টওয়াচ থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। নেদারল্যান্ডসের দেখাদেখি ফ্রান্সও ২০০টি প্রাইমারি স্কুলে স্মার্টফোন বন্ধ করে পড়ুয়াদের মতিগতি বুঝতে চাইছে। বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি দিনের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের স্মার্টফোন বাজেয়াপ্ত করছে। ইতালি, গ্রিস ক্লাসঘরে মোবাইল নিষিদ্ধ করেছে। ইওরোপের মূল ভূখণ্ডের প্রায় সব স্কুলেই স্মার্টফোন নিষিদ্ধ। সুইডেন দু'বছরের কমবয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে সবরকমের স্ক্রিন টাইম নিষিদ্ধ করেছে। অন্যথায় অভিভাবকদের শাস্তি পেতে হবে।

'হু' এবং আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ২-৫ বছর বয়সি শিশুদের সারা দিনে মাত্র এক ঘণ্টা ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। সেই এক ঘণ্টায় শিশুদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানই কেবল দেখানো যেতে পারে, ধুন্ধুমার কার্টুন বা খুনখারাবি অনুষ্ঠান একেবারেই নিষিদ্ধ। নানা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২-৫ বছর বয়সি শিশুরা গোটা বিশ্বেই চার ঘণ্টার বেশি মজে থাকছে স্ক্রিন টাইমে। ভারতে আরও বেশি। গবেষণায় প্রমাণিত, ভারতীয় শিশুরা উন্নত দুনিয়ার শিশুদের তুলনায় বহুগুণ বেশি স্ক্রিন টাইমে নিমজ্জিত থাকছে।

২০২৩-এর আগস্টে ৭ হাজার ৯৭টি শিশুর ওপর চালানো স্ক্রিন টাইম সম্পর্কিত একটি গবেষণার পিলে চমকানো ফল দেখাচ্ছে, এক বছরের কোনও শিশু দৈনিক এক ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন/পর্দায় মজে থাকলে, ২-৪ বছরে বয়সে তার ফাইন মোটর, গ্রস মোটর, কমিউনিকেশনস, সোশ্যাল এবং পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। যত বেশি সময় শিশুরা স্ক্রিন টাইমের সান্নিধ্যে কাটাচ্ছে, তত বেশি তাদের কথাবার্তা এবং ভাব-ভাষার আদানপ্রদানে সমস্যা ঘনাচ্ছে। গণিত এবং অতিসাধারণ কোনও সমস্যা সমাধানেও হিমশিম খাচ্ছে তারা। এক ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন টাইমে গ্রস ও ফাইন মোটর স্কিলের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় একধাপ সিঁড়ি চড়তেও তারা যেমন কেঁদে-কঁকিয়ে একসা হচ্ছে, তেমনি জামার বোতাম আটকাতে বা জুতোর ফিতে বাঁধতেও তারা হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে সুস্থ-স্বাভাবিক মেলামেশাতেও ঘনাচ্ছে নানা প্রতিবন্ধকতা।

৪৩৭টি শিশুর ওপর চালানো আর একটি গবেষণা (জিইউএসটিও) বলছে, ১২ মাস বয়সি কোনও শিশুর ক্ষেত্রে স্ক্রিন টাইমের সময় এক ঘণ্টা বাড়লে, ৯ বছর বয়সে পৌঁছে 'স্কেলড স্কোর পয়েন্ট' ১.৪২ হ্রাস পাচ্ছে শিশুটির। ৯ বছরের শিশুটি ভাষা এবং গণিতে হাবুডুবু খেতে খেতে ক্রমশ পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে। গবেষণার আওতাধীন ৪৩৭টি শিশুরই ইইজি-তে ধরা পড়েছিল 'থিটা পাওয়ার'-এর আধিক্য। থিটা পাওয়ার-এর দাপট এবং থিটা/বিটা পাওয়ারের অসামঞ্জস্যেই প্রমাণ মিলল গণিত-ভাষা বা সামগ্রিক পড়াশোনায় ৪৩৭টি ছেলেমেয়ের পিছিয়ে পড়ার রহস্য। শুধু পড়াশোনা নয়, দৈনন্দিনের কাজকর্মও তারা ঠিকঠাক করে উঠতে পারছিল না। ৪৩৭টি পড়ুয়ার সহপাঠীরা, যারা এক ঘণ্টার কম সময় মোবাইলের সান্নিধ্যে কাটিয়েছে, তাদের ইইজি-তে থিটা/বিটা পাওয়ারের ভারসাম্যের কোনও রকম বেচাল ধরা পড়েনি। ঘাত-প্রতিঘাত, 'এক্সপেরিয়েন্স-এক্সপেক্ট্যান্ট'-এর মাধ্যমে শিশু মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের পরিণতিপ্রাপ্তির রাস্তায় পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্ক্রিন টাইম। গোল্লায় যাচ্ছে 'এগজিকিউটিভ ফাংশনিং'।

অভিভাবক প্রায়শই 'বেবি-সিটার' স্মার্টফোনের কোলে তাদের আদরের শিশু সন্তানটিকে সঁপে দিব্যি খোশমেজাজে দিন কাটান। ছোটবেলা থেকে শুয়ে-বসে মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টিভির স্ক্রিন টাইমে বুঁদ হয়ে থাকার কু-অভ্যাসে শিশুটি অচিরেই স্থূলকায় হয়ে উঠছে। খেলাধুলো বা ন্যূনতম শারীরিক কসরতের অভাবে 'চাইল্ডহুড অ্যাডিপোসিটি' বাড়ছে, বাড়ছে 'বডি মাস ইনডেক্স'। বর্ধিত 'বিএমআই' শিশুর নিউরোডেভেলপমেন্টে থাবা বসাচ্ছে। শৈশবের বাড়তি 'বিএমআই' প্রাপ্তবয়সে ডেকে আনছে পাঁচটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি— অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, অবসেসিভ-কমপালসিভ ডিসঅর্ডার এবং স্কিৎজোফ্রেনিয়া।

'হু'র চেতাবনি ২০৫০ সালে মহামারি হিসেবে দেখা দেবে 'মায়োপিয়া'। বিশ্বের অর্ধেক মানুষ কাছের জিনিস ঠিকঠাক দেখতে পেলেও দূরের বস্তু প্রায় কিছুই দেখতে পাবে না। ২০৩০ সালে ভারতে ৫-১৫ বছর বয়সিদের ৩১.৮৯ শতাংশ মায়োপিয়ার শিকার হতে চলেছে। ২০৪০-এ সে সংখ্যা বেড়ে হবে ৪০ শতাংশ আর ২০৫০-এ ৪৮.১০ শতাংশ। মায়োপিয়ার স্বরূপ বুঝতে যে-কোনও স্কুলের সামনে দু'দণ্ড দাঁড়ালে দেখা যাবে, বইয়ের ভারে ন্যুব্জদেহ-কুব্জপৃষ্ঠ অধিকাংশ পড়ুয়ার চোখে ঝলমল করছে হরেক কিসিমের চশমা। আগামী ২৫ বছরে ভারতের প্রতি দুটি শিশুর একজন মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে। ধীরে ধীরে পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প মোবাইল বা ল্যাপটপ হয়ে ওঠাতেই বাড়ছে মায়োপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টির প্রকোপ। স্কুল-কলেজে খেলাধুলোর মাঠ অপসৃত। দিনেও বহু স্কুলে আলো জ্বেলে ক্লাস করতে হয়। রাতের বেলা যে 'রড-সেল'দের সক্রিয়তা বাড়ার কথা, তারা দিনের বেলা সক্রিয় হয়ে উঠছে। দিনে খিদমতগারিতে অভ্যস্ত 'কোন সেল'রা ঘুমিয়ে থাকছে। চোখের মণির 'অ্যাক্সিয়াল লেংথ' বাড়ছে। নিকট-বস্তু দেখার অভ্যাসে চোখ দূরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না।

পড়াশোনার বাইরে বাদবাকি সময়টা পড়ুয়ারা মোবাইল বা ল্যাপটপের নীল আলোয় অপলকে মগ্ন থাকায় তাদের চোখের পাতা পড়ছে না, শুকিয়ে যাচ্ছে চোখের জল, বাড়ছে 'ড্রাই আইজ সিম্পটম্‌স'। অজান্তেই মোবাইলটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এসে দেখতে দেখতে রেটিনা ও স্ক্লেরার মাঝে রক্তবাহী 'কোরোয়েড কলা' মোটা বা পুরু হয়ে উঠছে। মণিতে অক্সিজেন এবং খাদ্য সংবহনে ব্যাঘাত ঘটছে। চোখের স্থিতিস্থাপকতা ও সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে মাঠেঘাটে খেলাধুলো বা হুটোপাটি করলে চোখের লেন্স সামনে-পেছনে এগিয়ে-পিছিয়ে রেটিনার ওপর নিকট অথবা দূর-বস্তুর সঠিক চিত্র প্রতিবিম্বিত করতে পারত। ঘরের কোণে, কম আলোয়, অবিরাম নিকট-বস্তুর প্রতিচিত্রণে চোখ হয়ে পড়ছে অলস, অকর্মণ্য। তাছাড়া নিকট-বস্তু দেখতে একটা চোখই যথেষ্ট, আরেকটা চোখকে শরীর স্বভাবতই বিশ্রাম দিতে চাইছে। অতিরিক্ত বিশ্রামে অন্য চোখটি হয়ে পড়ছে অলস।

পড়ুয়াদের প্রতিদিন ৪০-১২০ মিনিট ক্লাসঘরের বাইরে কাটানোকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে 'অল ইন্ডিয়া অপথ্যালমোজিক্যাল সোসাইটি'। ২০১০ সালে তাইওয়ান 'তিয়ান-তিয়ান ১২০' বা বাধ্যতামূলক ১২০ মিনিট উন্মুক্ত সূর্যালোকে কাটানোকে প্রথম সিলেবাসের পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত করে। প্রকৃতির নানা রঙের রংমিলান্তিতে চোখের অনাবশ্যক মেদবৃদ্ধি হয় না। ঘণ্টা দুয়েকের নির্মল অরুণালোকে দৌড়ঝাঁপ নিউরোট্রান্সমিটার ডোপামিনের ক্ষরণ বাড়ায়। ঘরকুনো চোখ স্থূল বা শিথিল হয়ে পড়লেই চুপিসারে সিঁধ কাটে মায়োপিয়া। স্থূল-বেঢপ চোখের শিথিলতা কমিয়ে মায়োপিয়াকে দমন করে ডোপামিন।

স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকেই পড়ুয়াদের বাধ্যতামূলক নির্মল সূর্যলোকে খেলাধুলো/দৌড়ঝাঁপের সুযোগ করে দিতে হবে। মায়োপিয়া নিরূপণে, জন্মের ছ'মাস পর থেকেই বছরে অন্তত একবার শিশুদের চোখের দৃষ্টি পরীক্ষার বন্দোবস্ত জরুরি। বিশ্বের উন্নত কল্যাণকামী রাষ্ট্র/দেশ উপরোক্ত কাজগুলিই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করে চেষ্টা করছে মায়োপিয়ার বিপর্যয় ঠেকাতে।

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

তথ্য

পুরুষ সিংহ দিনের মধ্যে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা শুয়ে-বসে কাটায়।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ- শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; Office Block, G-212, City Centre, Siliguri-734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri-734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net

REGD. NO. KOL RMS/243/2019-2021 RNI NO: R.N. 37263/81

অনাস্থা ভোটে হার কনিষ্ঠতম পুরপ্রধানের

কেরলের পালা পুরসভায় এলডিএফ–এর আনা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়ার জেরে মঙ্গলবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন ভারতের কনিষ্ঠতম পুরপ্রধান দিয়া বিনু। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, সরকারি অর্থের অপব্যবহার, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, সরকারি আদেশ লঙ্ঘন কিংবা কোনও ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। ২৬ সদস্যের পরিষদে প্রস্তাবটির পক্ষে ১৭টি ভোট পড়ে, যা জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা ১৪–কে অনায়াসেই ছাড়িয়ে যায়। ইউডিএফ শিবিরের চার জন কংগ্রেস কাউন্সিলর এবং সহ–সভাপতি মায়া রাহুল অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। স্থানীয় নির্বাচনে ইউডিএফ সমর্থিত তিন সদস্যের স্বতন্ত্র ব্লকের ওপর ভর করে মাত্র ২১ বছর বয়সে পুরপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দিয়া।

অস্ত্রোপচার নিয়ে অমিতাভের পোস্ট

মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন মঙ্গলবার হাসপাতাল ও অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা পোস্ট করেছেন। সোমবার রাতে নিজের ব্লগে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার অভিজ্ঞতাকে জীবনের ‘সবচেয়ে কঠিন পর্যায়’ বলে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, ‘হাসপাতালে অস্ত্রোপচার এবং আইসিইউতে দক্ষ চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের তত্ত্বাবধানে থাকা, এরপর সেখান থেকে ঘরে ফেরা... বাড়ি ফেরার এই সময়টাই সবচেয়ে কঠিন পর্যায়... শারীরিক, মানসিক ও ব্যবহারিক— সব দিক থেকেই।’

মণিপুরে আত্মসমর্পণ করলেন ৪২ উগ্রপন্থী

মঙ্গলবার মণিপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন নিষিদ্ধ কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টির (পিপলস ওয়ার গ্রুপ) মোট ৪২ জন উগ্রপন্থী। ইম্ফলের মন্ত্রিপুখরির আসাম রাইফেলস–এর (দক্ষিণ) সদর দপ্তরে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং আসাম রাইফেলস–এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারীরা একে সিরিজের রাইফেল, রকেট প্রপেলড গ্রেনেড, পিস্তল, আইইডি, ডিটোনেটর, গোলাবারুদ ও ওয়্যারলেস সেট–সহ প্রচুর অস্ত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

দেশের সবুজ জ্বালানি যেন শচীন, বৈভব!

সবুজ জ্বালানির ক্ষেত্রে শচীন তেন্ডুলকার এবং বৈভব সূর্যবংশীর মতো ‘চালিয়ে খেলছে’ ভারত। মন্তব্য রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ুপ্রধান সাইমন স্টিয়েলের। তাঁর কথায়,‘ভারত সবুজ জ্বালানির ব্যাপারে এখন প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশ। এর মূল চালিকাশক্তি দেশটির দক্ষ প্রযুক্তিবিদ বাহিনীর হাতে।’ তাঁর মতে, ভারত যদি নবায়নযোগ্য শক্তি ও সবুজ প্রযুক্তিতে এভাবেই জোর দেয়, তবে ভবিষ্যৎ সত্যিই অসাধারণ হতে চলেছে। সাইমন জানান, ভারতে বৈদ্যুতিক বাহনের বিক্রি বাড়ছে— যার নেতৃত্বে রয়েছে টাটা মোটরস, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা এবং জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়ার মতো প্রতিষ্ঠান।

২১ জুলাই পালন এনসিপিআইয়ের

২১ জুলাইয়ের অনুষ্ঠান পালন করলেন এনসিপিআই সাংসদরা। আজ সকাল ১০টা নাগাদ দিল্লির রাজঘাটে গান্ধীজির সমাধিতে সমবেত হয়ে ‘শহিদ স্মরণ’ করেন সুদীপ ব্যানার্জি, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়–সহ মোট ১১ জন সাংসদ। আগুনের পরশমনি গান গেয়ে পুষ্প এবং মালা অর্পণ করে ২১ জুলাইয়ে নিহতদের শ্রদ্ধা জানানো হয় এনসিপিআইয়ের তরফে।

সোনার দাম বাড়ল আবার

বিশ্ব বাজারে চাহিদার কারণে মঙ্গলবার দেশের রাজধানীতে বাড়ল সোনার দাম। প্রতি ১০ গ্রামে ৮০০ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ১,৪৭,৭০০ টাকায়। সোমবার তা ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৬,৯০০ টাকা। তবে, রুপোর দাম প্রতি কিলোগ্রামে ২,২১,৫০০ টাকাই রয়েছে, বদলায়নি। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দেশি বুলিয়ন বাজারে সোনার নিয়মিত কেনাবেচা বেশ ভালই ছিল। মার্কিন–ইরান কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা ভূ–রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত করবে— এই আশার প্রভাব পড়েছে সোনা কেনাবেচায়।

প্রধানের ইস্তফার দাবি জোরালো, চাপে কেন্দ্র

দিল্লিতে ধর্না, অনড় ছাত্ররা

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ২১ জুলাই

নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন দমাতে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও ধরপাকড় ঘিরে মঙ্গলবারও উত্তাল রাজধানী দিল্লি। আজ, মঙ্গলবার একদিকে যন্তর মন্তরে হাজার হাজার ছাত্র–যুব জমায়েতে আন্দোলন জোরদার হয়েছে, অন্যদিকে, লোককল্যাণ মার্গে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি নিবাসের অদূরে ধর্নায় বসল বিরোধী জোট। কংগ্রেস নেতারা ধর্নায় বসায় চাপে পড়ে যায় শাসক শিবির। ধর্ণায় ছিলেন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবও। কংগ্রেস চাইছে, প্রধানের পদত্যাগের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ছাত্রদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক। ফলে প্রশ্নফাঁস ইস্যু এখন ছাত্র আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ওই হাই সিকিউরিটি জোন খালি করার অনুরোধ নিয়ে ধর্ণাস্থলে গিয়ে পিএমও–র ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন। তবে রাহুল সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করার পর পুলিশ রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশ–সহ ধর্ণাস্থল থেকে অন্য নেতাদের প্রায় চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিয়ে যায়। রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও অখিলেশকে আটক করা হয়। প্রিয়াঙ্কাকে মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছে যান সোনিয়া গান্ধী। রাহুল ও অখিলেশকে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে নিযে যাওয়া হয়েছে।

এদিন দুপুরের দিকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে কংগ্রেস সাংসদ ও নেতারা লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসে পড়েন। প্রতিবাদকারীদের হাত ছিল প্রতীকী বাঁধা, মুখে স্লোগান— ‘প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা দাও’, ‘অমিত শাহ ইস্তফা দাও’। রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, সংসদ অভিমুখে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের অপ্রয়োজনীয় ও নির্মম বলপ্রয়োগ গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। তিনি জানান, ছাত্রদের ওপর ‘নৃশংস পুলিশি হামলার’ জবাব চাইতেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে গিয়েছেন। এদিন সকালে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে আহত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন। ভেন্টিলেটরে থাকা এক তরুণী আন্দোলনকারীর পরিবারের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহত ও গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের আইনি সহায়তার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সকালেই কংগ্রেস সেবা দলের কর্মীরা যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের জন্য জল ও খাবার পৌঁছে দেন। কয়েক দিন দূরত্ব বজায় রাখার পর কংগ্রেস যে এবার সরাসরি ছাত্র আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে, তা এদিন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দিল্লির আন্দোলনে সুর মিলিয়ে কংগ্রেস এখন ছাত্র অসন্তোষকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করার কৌশল নিয়েছে।

অন্য দিকে, সোমবারের সঙ্ঘর্ষের পরও যন্তর মন্তরে আন্দোলনের তীব্রতা একটুও কমেনি। ভাঙা মঞ্চ, কড়া নিরাপত্তা এবং চারদিক ঘিরে ব্যারিকেডের মধ্যেই মঙ্গলবার সারাদিন স্লোগান, বক্তব্য ও প্রতিবাদ কর্মসূচি চলেছে। ককরোচ পার্টির পাশাপাশি এসএফআই, আইসা–সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের প্রতিনিধিরা আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলনকারীদের একটাই কথা— ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং নিট পরীক্ষায় অনিয়মের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এদিন যন্তর মন্তরে গিয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ান এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে ও শারদ পাওয়ার, আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল–সহ একাধিক বিরোধী নেতা। একই সময়ে দিল্লি হাইকোর্ট অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতাল থেকে মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি প্যানেল তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে। অন্য দিকে, এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় রাজনীতি করা উচিত নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে ভ্যানে তুলছে পুলিশ। মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

কৃষকদের শম্ভু সীমানায় বাধা পুলিশের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২১ জুলাই

ছাত্র বিক্ষোভে তোলপাড় রাজধানী দিল্লি। এরই মধ্যে মোদি সরকারের চিন্তা বাড়াল কৃষকদের বিক্ষোভ। প্রস্তাবিত ভারত–মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কিসান মহাপঞ্চায়েতে যোগ দিতে আসছিলেন পাঞ্জাবের কয়েক হাজার কৃষক। মঙ্গলবার শম্ভু সীমানায় তাঁদের আটকে দেয় হরিয়ানা পুলিশ। ব্যারিকেড, সিমেন্টের ব্লক বসিয়ে পথ অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশবাহিনী। খানাউরি, কুরুক্ষেত্র, শাহাবাদ ও কারনালেও বহু কৃষককে আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। একই ভাবে দিল্লি সীমানার একাধিক জায়গায় কৃষকদের আটকাতে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে।

‘দেশ বাঁচাও মোর্চা’র ব্যানারে চরণ সিংয়ের স্মৃতিবিজড়িত দিল্লির কিসান ঘাটে আয়োজিত এই মহাপঞ্চায়েতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের অংশ নেওয়ার কথা। পাঞ্জাব থেকে আসা কৃষকদের শম্ভু সীমানার পরে আর এগোতে দেওয়া হয়নি। কৃষক নেতা সরওয়ান সিং পান্ধেরের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ ভাবে দিল্লি যাওয়ার পরও তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রস্তাবিত ভারত–আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে সস্তা কৃষিপণ্য আমদানি বাড়বে, যার ফলে দেশের কৃষক, কৃষিশ্রমিক, পশুপালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ অর্থনীতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি আটক ভারতীয় কিসান ইউনিয়ন (চারুনি)–এর নেতা গুরনাম সিং চারুনির মুক্তির দাবিও জানান।

এদিকে, হরিয়ানার কৃষিমন্ত্রী শ্যাম সিং রানা ও আম্বালার ডেপুটি কমিশনার অজয় সিং তোমর কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। পান্ধের জানান, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠকের দাবি জানানো হলে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, প্রস্তাবিত ভারত–আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি শুধু কৃষি নয়, দুগ্ধশিল্প, শিল্প, ডিজিটাল বাণিজ্য, ই–কমার্স, সরকারি ক্রয় ও পরিষেবা ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। তাই কৃষকদের স্বার্থ ও দেশের কৃষি অর্থনীতি রক্ষায় কেন্দ্রকে অবিলম্বে এই চুক্তি থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছে তারা। একই সঙ্গে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি শিগগিরই ঘোষণা করা হবে বলেও কৃষক নেতারা জানিয়েছেন।

‘চলো দিল্লি’ কর্মসূচিতে শম্ভু সীমান্তে কৃষকদের জমায়েত। মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

লাঠিচার্জ: স্পিকারের কাছে আলোচনার দাবি ইন্ডিয়ার

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২১ জুলাই

ছাত্র–আন্দোলনে পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার দাবি জানাল বিরোধী শিবির। মঙ্গলবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়া শিবিরের সংসদীয় প্রতিনিধিরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবিলম্বে আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত করার আবেদন জানায়। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির ধর্মেন্দ্র যাদব, শিবসেনা (উদ্ধব) নেতা অরবিন্দ সাওয়ান্ত, আরএসপি–র এনকে প্রেমচন্দ্রন–সহ একাধিক বিরোধী সাংসদ।

এদিন সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে স্পিকারের দপ্তরে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পর এক পোস্টে রাহুল গান্ধী বলেন, ‘ছাত্রদের ওপর যে ‘নৃশংসতা’ চালানো হয়েছে এবং পরীক্ষা–সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের ‘সম্পূর্ণ জবাবদিহির অভাব’ রয়েছে, এই দু’টি বিষয় নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ন্যায্য প্রশ্ন তোলার জন্য ছাত্রদের মারধর করা হয়েছে। ভারতের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ যদি সংসদে আলোচনার বিষয় না হয়, তা হলে সংসদের প্রয়োজন কী?’

লোকসভায় কংগ্রেসের মুখ্যসচেতক মণিকম টেগোর জানান, সোমবার নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্রদের আন্দোলনের সময় পুলিশের হামলার বিষয়টি সংসদে আলোচনা করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে লোকসভায় এসে জবাব দেওয়ার দাবিও তুলেছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার সংসদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরুর আগে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ঘরে বৈঠকে বসেন ইন্ডিয়া জোটের সংসদীয় নেতারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, সুপ্রিয়া সুলে, সঞ্জয় রাউত, জন ব্রিটাস–সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা।

বর্ষার বইমেলা
আজকাল বই
বিশেষ ছাড়*
শতবর্ষ স্মরণে ২০টি মিনিবুক
ঋত্বিক ঘটক
বংশী চন্দ্রগুপ্ত
কলিম শরাফি
রাজ কাপুর
শৈলেন মান্না
তালাত মাহমুদ
তাপস সেন
সবিতাব্রত দত্ত
উৎপলা সেন
অরুন্ধতী দেবী ও তপন সিংহ
বাদল সরকার
তৃপ্তি মিত্র
অহিভূষণ মালিক
ইলা মিত্র
সন্তোষ দত্ত
মহাশ্বেতা দেবী
হিমানীশ গোস্বামী
গুরু দত্ত
দাত্তু ফাড়কর
জেমিনী গণেশন
৭৫০ ৩৫০ টাকা*
*স্টক থাকা পর্যন্ত
কলেজ স্ট্রিট বিপণি
১৭/১ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২, (তৃতীয় তল)
কলেজ স্কোয়্যারের দক্ষিণ পাশে
দুপুর ১২টা থেকে সন্ধে ৬টা
সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য স্ক্যান করুন
যোগাযোগ: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১২ | ৯০৩৮৭ ৭৬১৭৯ | ই-মেল boibighag@aajkaalboi.com

আগস্টে পুনর্বিন্যাস বিল, আলোচনা শুরু কেন্দ্রের

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ২১ জুলাই

নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস, রাম মন্দিরের চাঁদা চুরির অভিযোগ থেকে শুরু করে সোমবার ককরোচ পার্টির বিক্ষোভ ইস্যুতে তুমুল হট্টগোল সংসদের উভয় কক্ষে। সকালে সভা শুরুর কিছুক্ষণ পরেই স্থগিত হয়ে যায় উভয় কক্ষ। তারপর দফায় দফায় স্থগিত হয়। এদিন বেলা ২টো নাগাদ লোকসভা এবং রাজ্যসভায় উভয়কক্ষের সভা মুলতুবি হয়ে যায়। সভার কাজ সুষ্ঠু ভাবে চলতে দিতে স্পিকার এবং সরকারের তরফে একাধিকবার বিরোধীদের আহ্বান জানানো হয়। যদিও ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ করতে থাকে সম্মিলিত বিরোধী শিবির। এমনকী, সচিবালয়ের তরফে বাদল অধিবেশনের কয়েকদিন আগে নির্দেশিকা জারির পরেও কালো কাপড়, পোস্টার হাতে নিয়ে বিক্ষোভ হয়। সভা স্থগিত হওয়ার পর সম্মিলিত বিরোধী শিবির আজ স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

এদিকে, আসন পুনর্বিন্যাস বিলটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বলে সূত্রের দাবি। আগস্টের ৪ তারিখের পরে বিলটি লোকসভায় পেশ করা হতে পারে বলে সূত্রের দাবি। ডিএমকেকে নিয়ে জল্পনা রয়েছে এখনও। কারণ, তারা শর্ত সাপেক্ষে বিলটিকে সমর্থন দিতে পারে। একই পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছে শারদ পাওয়ারের এনসিপি। এছাড়া বেশ কিছু দলের সঙ্গে আলোচনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরাসরি সমর্থন না করে তারা যদি বিলটির বিরোধিতা করে ওয়াক আউট করে তাহলে বিলটি পাস করানো সহজ হয়ে যাবে। প্রথমবার বিলটি যেহেতু ফেরত চলে গিয়েছে সেই কারণে দ্বিতীয়বার বিলটি পাস করাতে বদ্ধপরিকর বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপি সূত্রের দাবি, ‘আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশ করা হবে এবং বিলটি পাসও করানো হবে। সংখ্যা কোথা থেকে আসবে সেটা সরকারের ভাবনায় রয়েছে।’

NEHRU CHILDREN'S MUSEUM *apologizes* to Students, Guardians and Visitors about Temporary closure of NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

We have requested **Hon'ble Sri Subhendu Adhikari, Chief Minister, Govt. of West Bengal, Hon'ble Minister's Finance Hon'ble Dr. Swapan Dasgupta, Hon'ble Minister of Urban Development and Municipal Affairs Smt. Agnimitra Paul & Hon'ble Minister Sri Shankar Ghosh, Minister, Parliamentary Affairs & Minister of Tourism & Respected Sri Samik Bhattacharjee, President, Bharatiya Janata Party, West Bengal** to take over Nehru Children's Museum immediately or give permission to some wellknown **N.G.O.** to continue the activities of Nehru Children's Museum.

Nehru Children's Museum will be closed for visitors from **16th August 2026** and should open once the takeover is completed.

As we have a few commitments regarding the **30th Tagore Foundation Scholarship Contest** for the Preliminary Contest on 26th July 2026. Other important commitments like Exhibition on AUTOGRAPHs of wellknown Personalities from **6th August 2026 to 9th August 2026** and the Tagore Foundation Final Contest on **15th August 2026.**

Sudip Srimal , Director

সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন দিলে জল চুক্তি নয়: ভারত

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২১ জুলাই

সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে নিজেদের কড়া অবস্থান আবারও স্পষ্ট করল ভারত। জল চুক্তি স্থগিত হতেই হাঁকডাক শুরু করেছে পাকিস্তান। সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, অবস্থানে অনড় ভারত। জানিয়েছে, ৬৫ বছরের পুরনো চুক্তি বর্তমানে আর চলতে পারে না। চুক্তির সংস্কার প্রয়োজন। তবে চুক্তিকেন্দ্রিক যে কোনও পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পাকিস্তান সীমাপার সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করছে কি না তার ওপর। পাকিস্তানকে প্রমাণ করতে হবে তারা ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে ইন্ধন দেওয়া বন্ধ করেছে।

গত বছর পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট পহেলগাঁওয়ে হামলা চালায়। ২৬ জন নিহত হন। তারপরেই সিন্ধুর জল চুক্তি স্থগিত করে ভারত। এ নিয়ে পাকিস্তান আস্ফালন করেছে। কখনও যুদ্ধ, কখনও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছে। তাতে কর্ণপাত করেনি ভারত।

সূত্রের খবর, ভারত মনে করে নদীর জল বণ্টনের শর্ত পুনরায় কার্যকর করতে হলে পরিবর্তিত আঙ্গিকে চুক্তিটি নিয়ে আলোচনা দরকার। তবে পাকিস্তান

পাকিস্তানকে বার্তা

ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন দেওয়া স্থায়ী ভাবে বন্ধ করলে তবেই আলোচনা এগোবে। যদিও পাকিস্তান সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে তেমন কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি। সূত্র মারফত আরও জানা গেছে, ভারত এখনই চুক্তি থেকে পুরোপুরি সরে আসার পক্ষপাতী নয়। তবে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বার্থবিরোধী যে কোনও চুক্তি বাতিল করার অধিকার রয়েছে ভারতের।

ইন্টারনেট ছাড়াই টাকা মেটানো যাবে ইউপিআইতে

আজকালের প্রতিবেদন

ধরা যাক আপনি রয়েছেন মাঝআকাশের উড়ন্ত বিমানে কিংবা মাটির নীচে মেট্রোয়। দু’জায়গাতেই ইন্টারনেট সংযোগ নেই। তবু আপনি এবার সেখান থেকে ইন্টারনেট ছাড়াই ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারবেন। অদূর ভবিষ্যতে এমনই ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে ইউপিআই। নতুন একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, খুব শিগগিরিই চালু হতে চলেছে এই নতুন ইউপিআই ইন্টারফেস। তার সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই অন্য কোনও ডিভাইস কিংবা কোনও ব্যবসায়ীর পয়েন্ট অফ সেল টার্মিনালে পেমেন্ট করা যাবে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে একটি নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন (এনএফসি)। এটি তারহীন একটি প্রযুক্তি যা ব্লুটুথের চেয়ে আরও দ্রুত ও নিরাপদে কাজ করবে। এক্ষেত্রে লেনদেনের সীমা হবে ২০০০ টাকা।

এর জন্য প্রথমে ইউপিআই লাইট নামে একটি ডিজিটাল ডিভাইসে টাকা রাখতে হবে। এরপর ইউপিআই পিন নম্বর ছাড়াই টাকা মেটানো যাবে। ইন্টারনেট সংযোগও লাগবে না। তবে এই ব্যবস্থাকে অনুমতি পেতে হবে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে। এদেশে অফলাইন ইউপিআই পেমেন্টের ব্যবস্থা একেবারে নতুন।

সেনামৃত্যুর মাশুল দিতে হবে ইরানকে: ট্রাম্প

একজন মার্কিন সেনাকেও হত্যা করলে ঢের বেশি মূল্য চোকাতে হবে ইরানকে। হুঁশিয়ার করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরান–আমেরিকা নতুন করে সঙ্ঘাতে জড়ানোর পর তিন জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। আহত শতাধিক সেনা। তেড়েফুঁড়ে উঠেছে আমেরিকা। মঙ্গলবার ভোর থেকে নির্বিচারে বোমাবৃষ্টি শুরু করেছে আমেরিকা। প্রত্যাঘাত করছে ইরান। তেহরানের পাশে এবার ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিগোষ্ঠী। ইয়েমেনের সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার অভিযোগে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ–অবরোধের হুমকি দিয়েছে হুথিরা। দু’পক্ষের সঙ্ঘাতে হরমুজে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ। এখন বাব–এল–মান্দেবকে নিশানা করে হুথিরা লোহিত সাগর ও আদেন উপসাগরের পথ বন্ধ করতে চাইলে বিপদ বাড়তে পারে, আশঙ্কা।

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
TATA
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)–সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–কোনও ধরনের লেনদেন নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক–সহ নীচে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর ওপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি সমেত টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
TCHHL0500000100200463, TCHIN0500000100205267	মিঃ জিতু গাঙ্গুলী, মিসেস রীনা গাঙ্গুলী	₹৯,৬৯,৭৩৭/- (নয় লক্ষ ঊনসত্তর হাজার সাতশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) ০৭-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	১৭-০৭-২০২৬
সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: [illegible]			
TCHHF0500000100333273, TCHIN0500000100334557	মিঃ মহেশ কুমার তিওয়ারি, মিসেস অঞ্জু তিওয়ারি, মেসার্স সূর্যাংশ ট্রেডিং কোম্পানি (এর প্রোপ্রাইটর মিঃ মহেশ কুমার তিওয়ারি দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত)	₹১৭,৫৯,৭৭৭/- (সতেরো লক্ষ ঊনষাট হাজার সাতশো সাতাত্তর টাকা মাত্র) ০৫-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	১৭-০৭-২০২৬
সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: [illegible]			
TCHHL0500000100239178, TCHIN0500000100242774	মিঃ সুজিত দত্ত, মিসেস পায়েল মোদক	₹ ২৪,৮৭,০০৭/- (চব্বিশ লক্ষ সাতাশি হাজার সাত টাকা মাত্র) ০৭-০৫-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	১৮-০৭-২০২৬
সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: [illegible]			

তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

Dhunseri®
ধানসেরি ভেঞ্চারস লিমিটেড
CIN: L15492WB1916PLC002697
রেজিস্টার্ড অফিস: 'ধানসেরি হাউস', ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২০
ই-মেল: info@aspetindia.com; ওয়েবসাইট: www.aspetindia.com
ফোন: ০৩৩-২২৮০১৯৫০-৫৮

কোম্পানির ১১০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ধানসেরি ভেঞ্চারস লিমিটেড-এর পক্ষে
এসডি/-
[illegible]
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ জুলাই, ২০২৬

নকল হলমার্কযুক্ত এবং ছয় অঙ্কের এইচইউআইডি–বিহীন গয়না বিক্রির অভিযোগে রানাঘাটের অর্ণব জুয়েলার্সে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণ অভিযান চালাল বিআইএস–এর কলকাতা শাখা। প্রতিটি হলমার্কযুক্ত গয়নার এইচইউআইডি নম্বর স্বতন্ত্র এবং বিআইএস কেয়ার অ্যাপের সাহায্যে গ্রাহকরা সহজেই গয়নার বিশুদ্ধতা যাচাই করতে পারেন।

বীরভূমের রামপুরহাটের বাসিন্দা অনিমেষ প্রামাণিকের হাত ধরে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে বিভা প্রকাশন। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা প্রকাশনা জগতে সংস্থাটি একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে ২০০-রও বেশি বই প্রকাশ করেছে বিভা এবং বহু নতুন লেখকের আত্মপ্রকাশের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। আধুনিক প্রকাশনা, প্রি-বুকিং, পেপারব্যাক সংস্করণ ও ডিজিটাল উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সংস্থাটি। বইমেলাতেও বিভা প্রকাশনের স্টলে পাঠকদের উল্লেখযোগ্য ভিড় লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও নতুন প্রতিভা তুলে আনাই সংস্থার মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন কর্ণধার অনিমেষ প্রামাণিক।

রূপনারায়ণের গ্রাসে বাঁধ, পরিদর্শনে বিধায়ক, সভাধিপতি

যজ্ঞেশ্বর জানা
হলদিয়া, ২১ জুলাই

রূপনারায়ণের অনবরত ভাঙনে মহিষাদলের বিস্তীর্ণ এলাকা বর্তমানে চরম বিপর্যয়ের মুখে। দনিপুর থেকে বাড় অমৃতবেড়িয়া— প্রায়ই ধসে পড়ছে নদীবাঁধ। জোয়ারের জল বাড়লেই ফুঁসে উঠছে রূপনারায়ণ, আর সেই সঙ্গে আতঙ্কে দিন গুনছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। মাটির এই বাঁধ মহিষাদল ব্লকের একাধিক গ্রামের বেঁচে থাকার রক্ষাকবচ। ২০২১–এর ইয়াস কিংবা ২০২৪–এর ভাঙন বিপর্যয়— সেই স্মৃতি আজও তাড়িয়ে বেড়ায় বাসিন্দাদের। বর্ষা এলেই নদীর তাণ্ডবে বাঁধ ভাঙার আশঙ্কায় রাতে ঘুম উড়ে যায় সকলের। মঙ্গলবার নদীবাঁধের একাধিক বিপজ্জনক ফাটল ও ভাঙন–কবলিত অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইত, মহিষাদলের বিধায়ক সুভাষচন্দ্র পাঁজা, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা রঘুনাথ পন্ডা প্রমুখ।

গভীরতা বৃদ্ধি এবং জলচ্ছ্বাসের ধাক্কায় বাঁধের প্রকাণ্ড অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। পূর্বে সাময়িক মেরামতির চেষ্টা করা হলেও প্রকৃতির ভয়াল থাবার কাছে তা টেকেনি। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাঁধ বার বার ভেঙে পড়ায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন আগাম সজাগ হয়েছে। জেলা সভাধিপতি বলেন, ‘জরুরি ভিত্তিতে রিং বাঁধ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের। বর্ষা মিটলেই স্থায়ী সংস্কারের কাজ শুরু হবে।’ বাসিন্দাদের একটাই আকুতি, মজবুত স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের ওপরই এখন নির্ভর করছে সমগ্র মহিষাদলবাসীর ভবিষ্যৎ। এদিন সতীশ সামন্ত স্টেশন থেকে দনিপুর পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ বেহাল রাস্তাও খতিয়ে দেখে ঠিকাদার সংস্থাকে দ্রুত কাজ শেষ করার বার্তা দেন সভাধিপতি ও বিধায়ক। এছাড়া সংলগ্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় অম্রুত জল প্রকল্পের অগ্রগতিও পরিদর্শন করেন তাঁরা।

ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দেখছেন সভাধিপতি বামদেব গুছাইত ও বিধায়ক সুভাষচন্দ্র পাঁজা। রয়েছেন সরকারি আধিকারিকেরা। মহিষাদলে, মঙ্গলবার। ছবি: প্রতিবেদক

স্নাতকে ভর্তি এবার কলেজের হাতে নয়

আজকালের প্রতিবেদন

স্নাতকের ভর্তি প্রক্রিয়া এ বছর আর কলেজের হাতে ফিরছে না। কেন্দ্রীয় অভিন্ন অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে স্নাতকস্তরে যে ভর্তি চলছে, তা মিটলে ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল বা ডিএপি নামে নতুন একটি পোর্টাল খুলে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে পড়ুয়া ভর্তি নেওয়া হবে। অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর এতদিন ফাঁকা থেকে যাওয়া আসনে ভর্তির দায়িত্ব কলেজের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হত। দপ্তর সূত্রে খবর, এ বছর তা আর হবে না। কলেজ ভিত্তিক ফাঁকা আসনের তালিকা প্রকাশ করা হবে। এবং ডিএপির মাধ্যমে সেখানে পড়ুয়া ভর্তি নেওয়া হবে। মঙ্গলবার বিধানসভায় নিজের ঘরে বসে এ ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মপআপ বা তৃতীয় রাউন্ডের পর পোর্টালের মাধ্যমেই ফাঁকা আসনে পড়ুয়া ভর্তি করা হবে। কলেজের হাতে ছাড়া হবে না। দপ্তর সূত্রে খবর, এখন স্নাতকে দ্বিতীয় রাউন্ডের ভর্তি চলছে। এরপর এ বছর আরেকটি রাউন্ড হবে, তৃতীয় বা মপআপ রাউন্ড। মন্ত্রী জানান, প্রথম দফায় ৩ লক্ষ ১৮ হাজার পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ৩৮ হাজার ভর্তি হয়েছে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা সাড়ে ৩ লক্ষের বেশি। কেন্দ্রীয় পোর্টালের বাইরে রয়েছে এমন কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়েও ৬৩ শতাংশ আসন ভর্তি হয়ে গেছে।

বাঁকুড়ার রতনপুর ছোটকুর্পাতে অবস্থিত সনাতন সেবা মিশন বিদ্যা নিকেতনে ১৯ জুলাই, রবিবার একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ডাঃ মধুসূদন চক্রবর্তী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

মঙ্গলবার রাতে ভবানীপুরে বিজেপির কার্যালয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুর তাঁর নিজের বিধানসভা এলাকা। তাই নিজের এলাকার সমস্যা সম্পর্কে জানতে তিনি এদিন সেখানে যান। তাঁকে ঘিরে এদিন দেখা যায় দলীয়কর্মী–সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। ফুল দিয়ে দলীয় কার্যালয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। জানা গিয়েছে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন সেখানকার কার্যকর্তাদের সঙ্গে। সাংগঠনিক কাজ কীভাবে এগোচ্ছে, কতদূর এগিয়েছে সেই বিষয়ে কথা হয়। ভবিষ্যতে কীভাবে কাজ এগোবে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভাব–অভিযোগ সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৬ মেডিক্যালে শীর্ষপদে বদলির নির্দেশিকা জারি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের ১৬টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শীর্ষস্তরে বদলি করা হল। কোথাও উপাধ্যক্ষ বদলি, কোথাও আবার অধ্যক্ষ পদে উন্নীত করে নতুন মেডিক্যাল কলেজের দায়িত্ব দেওয়া হল। আবার তালিকায় এমনও আছেন, যাঁরা দীর্ঘ দিন কলকাতা কিংবা পার্শ্ববর্তী মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং ছিলেন। তাঁদের এবার জেলায় বদলি করা হল। কোনও কোনও কলেজ পেল স্থায়ী অধ্যক্ষ। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তর বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে। তাতে দেখা গেছে সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রিকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব দেওয়া হল। সেখানকার উপাধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় কুমার মল্লিককে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়েছে। আর সাগরদত্তের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ নিলয় মণ্ডলকে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের উপাধ্যক্ষ ডাঃ মুনমুন দাস সরকারকে উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ করা হল। এই কলেজের অধ্যক্ষ সনৎ কুমার ঘোষকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে বদলি করা হল। আর ট্রপিক্যালের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনআরএসের কমিউনিটি মেডিসিনের প্রধান অধ্যাপক দিবাকর হালদারকে। এনআরএসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইন্দিরা দে পালকে ঝাড়গ্রাম গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসানো হল। মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো, কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ–সহ রাজ্যের একাধিক হাসপাতালের শীর্ষপদে বদলি হয়েছে।

ধৃত জাল লটারির পান্ডা

মিল্টন সেন
হুগলি, ২১ জুলাই

জাল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগে হাওড়া থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। উদ্ধার জাল লটারির টিকিট। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ২ জুন পাণ্ডুয়ার নান্দিন গ্রামের বাসিন্দা অভিজিৎ মালিক পাণ্ডুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, হরাল হাটতলা সংলগ্ন এলাকায় একটি লটারির দোকান থেকে তিনি একটি টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু সেই টিকিট মেলাতে গিয়ে দেখেন রেজাল্টে টিকিটের কোনও তথ্যই নেই। পাণ্ডুয়া থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখে লটারির টিকিট বিক্রেতা হেনোকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানা এলাকার হিরন্ময় চ্যাটার্জি ওই জাল লটারি টিকিটের ডিস্ট্রিবিউটর। পুলিশ গত শনিবার তাকে হাওড়া স্টেশন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

মাকে খুন, ধৃত ছেলে

আজকালের প্রতিবেদন
নন্দকুমার, ২১ জুলাই

পাকা দেওয়ালে মাথা ঠুকে বৃদ্ধা মাকে খুন করল ছেলে। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে নন্দকুমার থানার খঞ্চি গ্রামে। খুনে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে সে। পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তের পর জানতে পেরেছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃত বৃদ্ধার নাম সন্ধ্যারানি হাজরা (৭৮)। অভিযুক্ত ছেলের নাম শঙ্কর হাজরা (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রের খবর, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে বৃদ্ধা ছেলে শঙ্করের সঙ্গে থাকতেন। সে চরম নেশাগ্রস্ত ছিল। তা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ বচসা চলাকালীন সে মাকে মারধর শুরু করে এবং এক পর্যায়ে পাকা দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে ঘটনাস্থলেই মারা যান বৃদ্ধা। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তমলুকের এসডিপিওর নেতৃত্বে পুলিশ পৌঁছোয় ঘটনাস্থলে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আপাতত বাড়িটি সিল করা হয়েছে। ধৃতকে বুধবার আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

১৯ জুলাই ২০২৬ ব্যারাকপুরের তালপুকুর জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের বার্ষিক মানবিক কর্মসূচি ‘শারদীয়ার আনন্দধারা ২০২৬’-এর শুভ সূচনা হয়। প্রথম পর্যায়ে ১০০ জন মা ও শিশুর হাতে নতুন বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ট্রাস্টি সৌমনকুমার সাহা জানান, চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় দু’হাজার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ‘শারদীয়ার আনন্দধারা ২০২৬’ কর্মসূচি পরিচালিত হবে। তথ্য ও ছবি: আজকাল

বারুইপুর-কাণ্ড

ফের পুলিশ হেফাজতে লায়েক আলি

গৌতম চক্রবর্তী

বারুইপুর কাণ্ডে ধৃত সিপিএম নেতা লায়েক আলিকে মঙ্গলবার ফের তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিলেন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক। এদিন পুলিশ হেফাজত থেকে ধৃত বাম নেতাকে বারুইপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের তরফে অভিযুক্তের ফের ৬ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, ৫ জুলাই বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলা বিক্ষোভ, গাড়ি ভাঙচুর, অবরোধ এবং পুলিশকে আক্রমণের ঘটনায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল লায়েক আলিকে। ধৃত সিপিএম নেতার আইনজীবী ও দলের পক্ষ থেকে এই গ্রেপ্তারিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং মানুষের প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করার প্রচেষ্টা বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ভাঙড়ে আক্রান্ত পুলিশকর্মী, উত্তেজনা

রাস্তা নির্মাণের সামগ্রী রাস্তার ধারে ফেলা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন এক পুলিশকর্মী। তার জেরেই স্থানীয়দের হাতে তাঁকে আক্রান্ত হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের পোলেরহাট থানার পদ্মপুকুর এলাকায়। সেখানে রাতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কলকাতা ও পূর্ব বর্ধমানে জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোরের দুটি নতুন শাখার উদ্বোধন হল। কলকাতার হাজরা রোডে ন্যাশনাল হাই স্কুলের বিপরীতে ‘হেলদি ফ্যামিলি জেনেরিকার্ট মেডিসিন স্টোর’-এর উদ্বোধন করেন বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ফিরদাউসুল হাসান। ছিলেন সংস্থার পরিচালক শ্রীপাদ কোলহাটকর, সলিম সাইয়্যাদ, সিইও শরদ ঝুনঝুনওয়ালা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রেয়স চিটনিস, রিজিওনাল হেড পার্থ সেনগুপ্ত। ছবি: আজকাল

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

(অ্যানেক্সার–১৩, ক্রম–১০)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কল অফিস, সস্ত্র ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর
শহিদ ক্ষুদিরাম বোস রোড, বার্জ টাউন, মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। ই–মেল: cs8294@pnb.co.in

যেহেতু:
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬
স্থান: মেদিনীপুর
অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ফর্ম নম্বর URC-2
আইনের একবিংশ অধ্যায়ের (Chapter XXI) প্রথম খণ্ডের (Part I) অধীনে নিবন্ধনের নোটিশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(খ) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলী, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুযায়ী]
১. এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২)-এর অনুসরণে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টারে (Central Registration ...
... রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (CRC), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (IICA), প্লট নম্বর ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ (Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana, Pin Code-122050) ঠিকানায় লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
তারিখ: ২১শে জুলাই, ২০২৬
সুপ্রভাত কমোডিটিজ এলএলপি-র পক্ষে
স্বাক্ষর/- নিশান্ত গুপ্ত
ডেজিগনেটেড পার্টনার
(Designated Partner)

আজকাল
কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

জোনাল অফিস, রাঁচি জোন
প্রধান টাওয়ার্স, ওভারব্রিজের কাছে, মেন রোড, রাঁচি–৮৩৪০০১
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বন্ধক রাখা সম্পত্তির ই–নিলাম বিক্রির নোটিস

নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থানাধীনে ‘যেমন আছে’, ‘যেখানে আছে’, ‘যা আছে’ এবং ‘রিকোর্স ছাড়া’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম / প্রপার্টি আইডি	সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / দখলের তারিখ / দখলের প্রকৃতি / বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ	ক) সংরক্ষণ মূল্য / খ) জামানত (ইএমডি)	বর্তমানে অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক
০১	রাঁচি রিকভারি শাখা / ভগবতী ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড / ১. BKIDRANBHAGWATI ২. BKIDRANBHAGWATI1 ৩. BKIDRANBHAGWATI2	(১) ১. বয়লার, ২. জেনারেটর, ৩. গ্রেন ক্লিনিং মেশিন, ৪. রাইস মিল মেশিনারি ইকুইপমেন্টস, ৫. প্যাডি ক্লিনার অ্যান্ড বাকেট এলিভেটর, ৬. ট্রান্সফরমার্স, ৭. এয়ার কম্প্রেসর, এয়ার ড্রায়ার, লাইন ফিল্টার ইত্যাদি, ৮. গ্রেন ক্লিনিং, মিলিং অ্যান্ড সর্টিং, ৯. ইরেক্টরস, ১০. সর্টিং মেশিন, ১১. কন্ট্রোল প্যানেল, ১২. এমএস ...	১৩(২): ১৪.০৮.২০২৫ / ১৩(৪): ২৫.১১.২০২৫ / প্রতীকী দখল (সম্পত্তি নং ১ ও ২) বাস্তবিক (সম্পত্তি নং ৩)	সম্পত্তি নং ১ এর জন্য* ক) ₹২৫৪.০০ লক্ষ খ) ₹২৫.৪০ লক্ষ	₹২৩১৪.০০ লক্ষ তৎসহ সুদ ও চার্জ

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড IDFC FIRST Bank
(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অঙ্গীভূত)
CIN: L65110TN2014PLC097792; রেজিস্টার্ড অফিস: কেআরএম টাওয়ারস, ৮ নং ফ্লোর, হ্যারিংটন রোড, চেটপেট, চেন্নাই–৬০০০৩১। ফোন: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অঙ্গীভূত)–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার **১. স্নেহাশিস দাস ২. কৃষ্ণা দাস–এর প্রতি ২৭.০১.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ২৩.০১.২০২৬ অনুযায়ী ₹৭৬,৭৮,৩৪৯.১০/– (ছিয়াত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশো ঊনপঞ্চাশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।**
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এই অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৮ জুলাই, ২০২৬** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন ₹৭৬,৭৮,৩৪৯.১০/– **(ছিয়াত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশো ঊনপঞ্চাশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) এবং পরবর্তীতে উদ্ভূত ও বকেয়া সুদ সমেত আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অঙ্গীভূত)**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
ডাঙ্গা বর্তমানে বাস্তু জমির সম্পত্তির সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১১ ছটাক ১০ বর্গফুট, যা ১৯৪৫ বর্গফুটের সমতুল্য, সাথে এর উপর নির্মিত ১৯৮৪ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৯৯২ বর্গফুট এবং প্রথম তলে ৯৯২ বর্গফুট) পরিমাপের মার্বেল মেঝে যুক্ত দোতলা আবাসিক বাড়ি, যা সি এস দাগ নং ৬০২ এবং ৬০৭–এর অন্তর্গত, এল আর দাগ নং ১০১৫/১৭০২–এর সাথে সম্পর্কিত, সি এস খতিয়ান নং ৫০৯ এবং ১৮২/৩–এর অধীনে, এল আর খতিয়ান নং ৪–এর সাথে সম্পর্কিত, যা মৌজা– সাহারা, জে এল নং ৪৬, রে. সু. নং ৩, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা– আনোয়ারপুর, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ২৮–এর অধীনে, হোল্ডিং নং ২২০, প্লট নং ৩১০, মাইকেল নগর রোড, থানা– এয়ারপোর্ট, কলকাতা, এডিএসআরও– বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, মাইকেল সমবায় উপনিবেশ সমিতি (সসীম), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১৩৩–এর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব– ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পশ্চিম– ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; উত্তর– পরিতোষ মণ্ডলের জমি; দক্ষিণ– ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা।

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
লোন অ্যাকাউন্ট নং: ৭০২৩৮২৬২
অনুমোদিত আধিকারিক
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অঙ্গীভূত)

সিকিমে সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনা, ১২ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

● ১ পাতার পর

এই কঠিন সময়ে সিকিম সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। দুর্গত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং আটকে–থাকা শ্রমিকদের নিরাপদ উদ্ধারের প্রার্থনা করছি।'

জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২১ জন এবং এনএইচপিসির ৬ জন কর্মী সুড়ঙ্গের ভেতরে ছিলেন। প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২১ জনের মধ্যে ১৯ জন নির্মাণকর্মী ও দু’জন ইঞ্জিনিয়ার। তবে এই সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। বাংলার শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর পেতেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এদিন কলকাতা থেকে নামচির উদ্দেশে রওনা হন রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বিশাল লামা। ইতিমধ্যে তিনি নামচি পৌঁছে গোটা পরিস্থিতির খবরাখবর নিয়েছেন। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সব রকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, 'এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ, দমকল–সহ প্রশাসনের সমস্ত শাখা উদ্ধারের জন্য দিনরাত কাজ করেছে।'

জানা গেছে, সিকিমের নামচি জেলার ভোলুঙের এলাকায় নির্মীয়মাণ এনএইচপিসির ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিস্তা স্টেজ–৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সামারডুং হেডরেস টানেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পাওয়ার হাউসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জল নদী থেকে টারবাইন পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে চ্যানেল ব্যবহার করা হয়, সেটিকেই হেডরেস টানেল বলে। সেই টানেল নির্মাণেরই কাজ চলছিল। এনএইচপিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ জুলাই সোমবার দুপুর ১টা ৪ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ সিকিমের সামারডুঙের ওই টানেলের শিলাস্তর থেকে নির্গত হয়ে টানেলের ভেতর জমে–থাকা মিথেন গ্যাসে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর টানেলের ভেতরে ঘন ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় ২৫ থেকে ২৭ জন নির্মাণকর্মী ও ইঞ্জিনিয়ার সেখানে আটকে পড়েন। ঘটনার পরই নামচি জেলা প্রশাসন, এনএইচপিসি, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), সিকিম পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্য দপ্তর, কোল ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। দুর্গম পরিস্থিতির মধ্যেও রাতভর উদ্ধারকাজ চলে।

প্রশাসন জানিয়েছে, মৃতদের দেহ উদ্ধার করে সিংতাম জেলা হাসপাতাল, এসটিএনএম হাসপাতাল (গ্যাংটক) এবং নামচি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আটকে–পড়া প্রত্যেক শ্রমিকের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে সিকিম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং মৃত প্রত্যেক শ্রমিকের নিকট–আত্মীয়দের জন্য ৪ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা এবং আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছেন। তিনি স্বজনহারা পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য প্রশাসনকে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ডুয়ার্সে। নিহতদের মধ্যে মেটেলির দুই শ্রমিক এবং নাগরাকাটার এক শ্রমিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া মেটেলির পাঁচজন, নাগরাকাটার তিনজন, বানারহাটের একজন, মাদারিহাটের একজন এবং ফালাকাটার একজন ওই টানেলে আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এঁরা হলেন, মেটেলি ব্লকের নাগেশ্বরী চা–বাগানের অভিতলাল গোরে, কিলকোট চা–বাগানের বিকেশ্বর ওরাওঁ, গ্যারিয়েল টিগ্গা, শিবা ওরাওঁ, ইন্ডং চা–বাগানের শ্যাম ওরাওঁ, নাগরাকাটা ব্লকের সুখানিবস্তির অর্জুন সাঁওতাল, সুলকাপাড়ার বলো ওরাওঁ, গ্রামসোর চা–বাগানের আনন্দ টোপ্পো, বানারহাট ব্লকের তেলিপাড়া চা–বাগানের অজেশ ওরাওঁ, ফালাকাটা বাগানবাড়ির তুফান দাস এবং মাদারিহাটের মধ্য খয়েরবাড়ির গোরা ওরাওঁ।

মেয়ো হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি। রয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

দুই হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

এবার আচমকা পরিদর্শনে বড়বাজারের মেয়ো হাসপাতালে গেলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি। মঙ্গলবার মেয়ো হাসপাতাল পরিদর্শন করে হাসপাতালের পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা এবং রোগী পরিষেবার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা এই হাসপাতালে সংস্কার ও নজরদারির অভাবে পাশাপাশি দুর্নীতিও ছিল বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এদিন ১০৪ নম্বর রুমে তালা লাগানো ছিল। ওই রুমে কে বা কারা থাকতেন, সে বিষয়ে হাসপাতালের কর্মীদের কাছে কোনও সদুত্তর না পেয়ে তালা ভেঙে ঢোকেন। অপরিষ্কার ঘরে অব্যবহৃত নতুন বেড পড়েছিল। অভিযোগ ওঠে, এসি রুমে কর্তৃপক্ষের মদতে দু’জন পড়ুয়া থাকতেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করলে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল প্রশাসন, চিকিৎসক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পর পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা এবং রোগী পরিষেবার মান উন্নয়নে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার বিষয়ে সতর্ক করেন। দুর্নীতি, অবহেলা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। এদিন পরে বিধাননগরে অবস্থিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতালের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, পরিকাঠামো পর্যালোচনা করেন। ওয়ার্ডে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের কর্মী, আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

রিফর্ম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(পূর্বে রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য

রেজিস্টার্ড অফিস: ২ নং ফ্লোর, আইসিসি চেম্বার- ২, সাকি বিহার রোড, এমটিএনএল অফিসের কাছে, পাওয়াই, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র- ৪০০০৭২

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **রিফর্ম এআরসি লিমিটেড**-এর (পূর্বে রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত) অনুমোদিত আধিকারিক সারণীতে নিচে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টরদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২৯.১২.২০১৭ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুযায়ী, নিচের ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক সম্পদ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থসহ সমস্ত অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট **আরএআরসি ০৪০ (আইবি এসএমই) ট্রাস্ট**-এর ট্রাস্টি **রিফর্ম এআরসি লিমিটেড-এর (পূর্বে রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত)** অনুকূলে অর্পণ করেছে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাররা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে রিফর্ম **এআরসি লিমিটেড**-এর (পূর্বে রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত) নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সারণীতে নিচে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যেকোনো লেনদেন **রিফর্ম এআরসি লিমিটেডের** (পূর্বে রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত) উল্লিখিত অর্থ এবং তার উপরের সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, এই আইনের ১৩ নম্বর ধারার ৮ নম্বর উপ-ধারার বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ–এর নাম
১. মেসার্স সাহা এন্টারপ্রাইজেস ২. সুব্রত সাহা ৩. আইভি সাহা

বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / দখলের তারিখ	যার ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে / চুক্তির তারিখ	বকেয়া অর্থের পরিমাণ
জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ জে.এল নং-৩, আর.এস নং ১৭, খতিয়ান নং ৫০৮, তৌজি নং-১৭২, দাগ নং-১২১, মৌজা- বেলঘড়িয়া, থানা- বেলঘড়িয়া, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস (এসআরও) কাশীপুর, দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কামারহাটি পৌরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে অবস্থিত সম্পূর্ণ অংশ। জমিটির পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক এবং এর উপরে ৩৯ বর্গফুটের একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে, যার মালিক সুব্রত সাহা। **সম্পত্তিটির সীমানা** - উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, দক্ষিণে- দাগ নং ১২১, পূর্বে- প্লট নং- ৫, পশ্চিমে- দাগ নং ১২২।	২৯.০১.২০২৬ / ২০.০৭.২০২৬	আরএআরসি ০৪০ (আইবি এসএমই) ট্রাস্ট / ২৯.১২.২০১৭	₹৩,২১,৮৬,৪২৫.১২/- (তিন কোটি একুশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশো পঁচিশ টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র) ৩১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী। এর সাথে ৩১.১২.২০২৫ তারিখের পর লোন অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া সুদ এবং চার্জ সমেত।

স্থান:- উত্তর ২৪ পরগনা
তারিখ: ২০.০৭.২০২৬
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
রিফর্ম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (পূর্বে রিলায়েন্স অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে পরিচিত)

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ এবং ৫০৩, ৫ নং ফ্লোর, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র– ৪০০০৭২
ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ অফিস: ফ্ল্যাট নং ১-এ, হাউস নং ৩১(৭) ফার্স্ট ফ্লোর, পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বারাসাত রোড, ওয়ার্ড নং ৩, ২য় লেন, বিধানপল্লী, প্যানাসিয়া নার্সিং হোমের নিকটে, ব্যারাকপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২২
বর্ধমান ব্রাঞ্চ অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, গোপাল ভবন, হোল্ডিং নং ৩৯, মৌজা ইছলাবাদ, ওয়ার্ড নং ১০, বর্ধমান- ৭১৩১০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।
হাওড়া ব্রাঞ্চ অফিস: ৩নং ফ্লোর, কৃষ্ণা এনক্লেভ, ২০১, ভজনলাল লোহিয়া লেন, এসি মার্কেটের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)।
কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস: অফিস নং ১ ই, ফার্স্ট ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ২-এ অবস্থিত, গোবিন্দ ভবন, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি ব্র্যাবোর্ন রোড), কলকাতা- ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ অফিস: গ্রাউন্ড ফ্লোর, চৈতন্য কমপ্লেক্স, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর- ৭১৩২১৬ (পশ্চিমবঙ্গ)।
আসানসোল ব্রাঞ্চ অফিস: ইউনিট নং ২০৩, ২ নং ফ্লোর, চ্যাটার্জী প্লাজা, জিটি রোড, রামবন্ধু তলা, ওয়ার্ড নং ৪৩, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট–IV] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	শাখার নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	(লোন কোড: ০৬২০০০০০৩৩৬; ব্যারাকপুর শাখা) নিশিকান্ত কর্মকার (ঋণগ্রহীতা) অর্পিতা কর্মকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) দিলীপ কুমার ঘোষ (জামিনদার)	**সম্পত্তি-১:-** সামান্য কমবেশি ৪.৩৯ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - ইলিপুর, জে এল নং ১৩১, এল আর খতিয়ান নং ৮৪৬, এল আর দাগ নং ১২৮, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, ২০০৭ সালের দলিল নং ২০১১ অনুযায়ী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- উত্তর - সাধারণ রাস্তা, দক্ষিণ- বিক্রেতার নিজস্ব জমি, পূর্ব- বিক্রেতার নিজস্ব জমি, পশ্চিম- একই প্লটের জমি। **সম্পত্তি-২:-** সামান্য কমবেশি ১.৬১ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - ইলিপুর, জে এল নং ১৩১, এল আর খতিয়ান নং ৮৪৬, এল আর দাগ নং ১২৩/১৬৭২, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, ২০০৭ সালের দলিল নং ২০১১ অনুযায়ী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- উত্তর- ক্রেতার জমি, দক্ষিণ- ভরত ভাদুড়ীর জমি, পূর্ব- বিক্রেতার নিজস্ব জমি, পশ্চিম- একই প্লটের জমি। **সম্পত্তি-৩:-** সামান্য কমবেশি ৬ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ইলিপুর, জে এল নং ১৩১, এল আর খতিয়ান নং ৩/৩, এল আর দাগ নং ১২৮, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলি, ২০০৬ সালের দলিল নং ৩৪৪৫ অনুযায়ী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- উত্তর- সাধারণ রাস্তা, দক্ষিণ- বিক্রেতার নিজস্ব জমি, পূর্ব- বিক্রেতার নিজস্ব জমি, পশ্চিম- একই প্লটের জমি।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৯,৭৭,৮০৮.০০	১৬.০৭.২০২৬
২.	(লোন কোড: ০৬৪০০০০২০২৪; বর্ধমান শাখা) বিপুল চন্দ্র ব্যাপারী (ঋণগ্রহীতা) ছবি ব্যাপারী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ১.৫০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা দাগ (প্লট) নং ১২৫৩ এর অংশ, হাল খতিয়ান নং ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২ এ পশ্চিমাংশে রেকর্ডকৃত এবং দাগ নং ১২১৯/১২২৪ এর অংশ ১.৫০ শতক, মোট ৩ শতক জমি, সাথে একটি দোতলা স্থায়ী (পাকা) বাড়ি যেখানে একতলায় ২ টি ঘর এবং দোতলায় বাথরুম ও শৌচালয় সহ ৩ টি ঘর রয়েছে, যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট, সাথে সামনের একতলার ঘরে একটি গ্যারেজ আছে, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- শিমলাগড়, জে এল নং- ৫১, থানা- পান্ডুয়া, এ ডি এস আর- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: জাহেদা খাতুনের সম্পত্তি, পশ্চিম: মাঠের দিকে যাওয়া ৫ ফুট চওড়া রাস্তা, উত্তর: রাস্তা, দক্ষিণ: শেখ শামসুলের জমি।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৬,২৬,৫৮৩.০০	১৬.০৭.২০২৬
৩.	(লোন কোড: ০১৯০০০০১২৮২; হাওড়া শাখা) মহঃ মসিউর রহমান (ঋণগ্রহীতা) খাদিজা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) আমিনুল ইসলাম (জামিনদার)	**সম্পত্তি ১:-** সামান্য কমবেশি ২ ডেসিমেল এবং ৫.৫০ ডেসিমেল (মোট ৭.৫০ ডেসিমেল) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা যথাক্রমে আর এস এবং এল আর প্লট নং ৫৮৭ এবং ৫৮৮ তে অবস্থিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - আঁতুলিয়া, জে এল নং ৮৭, তৌজি নং- ২০০৭, থানা ও রেজিস্ট্রি অফিস- হাবড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (২ ডেসিমেল):- উত্তর: ক্রেতার নিজস্ব কৃষিজমি, দক্ষিণ: আবদুল হাইয়ের কৃষিজমি, পূর্ব: সাইদুল ইসলামের কৃষিজমি, পশ্চিম: ক্রেতার নিজস্ব কৃষিজমি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (৫.৫০ ডেসিমেল):- উত্তর: ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, দক্ষিণ:-এর জমি, পূর্ব: ক্রেতার নিজস্ব বাড়ি, পশ্চিম: জুলফিকার আলি মন্ডল এবং অন্যান্যদের ফাঁকা জমি। **সম্পত্তি ২:-** সামান্য কমবেশি ৩.৯৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা যথাক্রমে আর এস এবং এল আর প্লট নং ৫৯০ তে অবস্থিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - আঁতুলিয়া, জে এল নং ৮৭, তৌজি নং- ২০০৭, থানা ও রেজিস্ট্রি অফিস - হাবড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (৩.৯৫ ডেসিমেল):- উত্তর: মহিবুল ইসলামের জমি, দক্ষিণ: জুলফিকার মন্ডলের জমি, পূর্ব: ৮ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিম: বজলুর রহমান মল্লিকের জমি। মোট জমি- (সম্পত্তি ১ + সম্পত্তি ২)- ১১.৪৫ ডেসিমেল।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৭,২৬,৭১৩.০০	১৭.০৭.২০২৬
৪.	(লোন কোড: ১২৭০০০০০৫০৫; কলকাতা শাখা) কুমরেশ মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) দশরথ মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) পবিত্র সরকার (জামিনদার)	সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- নির্মাণ, জে এল নং ৪৫, তৌজি নং- ১৮, আর এস দাগ নং ৭৪৯ এর অধীনে খতিয়ান নং ৫২৮ এর সাথে সম্পৃক্ত, থানা- স্বরূপনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।	১৫.০৪.২০২৬ ₹৮,৩৮,৯৭৮.০০	১৭.০৭.২০২৬
৫.	(লোন কোড: ১২৭০০০০১০২৫; কলকাতা শাখা) রবীন্দ্রনাথ হালদার (ঋণগ্রহীতা) তুলসী হালদার (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ এবং তার উপর অবস্থিত প্রায় ৭০০ বর্গফুট পরিমাপের সিমেন্ট মেঝের একতলা আবাসিক বাড়ি, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - হাবড়া, জে এল নং ৭২, আর এস নং - ৩১৩, তৌজি নং - ৪৪২, সি এস দাগ নং ৩২৯/৩৩০, আর এস দাগ নং- ২৩৯, এল আর দাগ নং - ৬৫৯ এর অধীনে আর এস খতিয়ান নং ৮৮৬, এল আর খতিয়ান নং ৪০০৩ এর সাথে সম্পৃক্ত, যা হোল্ডিং নং ২২১/১০৯, পোঃঅঃ রোড - ৪, থানা- হাবড়া, ৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে, হাবড়া পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: ৬ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পশ্চিম: উর্মিলা পাল এবং শান্তি সাহা ও অন্যান্যদের জমি, উত্তর: পরিমল মজুমদারের বাড়ি, দক্ষিণ: হ্যাপি নাথ এবং মানব নাথের বাড়ি।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৯,০৩,১৩২.০০	১৭.০৭.২০২৬
৬.	(লোন কোড: ০৮৮১০০০০০৪৭ / ০৮৮১০০০০২৯৩; দুর্গাপুর শাখা) গোলাব হক (ঋণগ্রহীতা) আইনুল হক (সহ-ঋণগ্রহীতা) কানিজ ফাতেমা (জামিনদার)	সামান্য কমবেশি ১৩১৩ বর্গফুট বা ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৮ বর্গফুট বা ০.০৩০১ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- নুরাই, জে এল নং - ৯, এল আর খতিয়ান নং- ৩০২৯, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১৩৫২, সাথে তার উপর অবস্থিত একটি অসমাপ্ত দোতলা পাকা (ইটের তৈরি) বাড়ি, যা প্রকৃতির দিক থেকে আবাসিক এবং যার একতলা ১১০০ বর্গফুটের এবং উপরের তলা ১১০০ বর্গফুটের, দরজা, জানালা বা মেঝে বিহীন, যা ৬ ফুট রাস্তার সংলগ্ন, থানা, আদালত এবং সাব-রেজিস্ট্রি সিউড়ির সীমানার মধ্যে অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: ফাঁকা জমি, পশ্চিম: ফাঁকা জমি, উত্তর: ফাঁকা জমি, দক্ষিণ: ফাঁকা জমি।	০৬.০৪.২০২৬ ₹২৩,০২,৫৮০.০০	১৬.০৭.২০২৬
৭.	(লোন কোড: ০১৮০০০০০৮১৪; আসানসোল শাখা) অরূপ দত্ত (ঋণগ্রহীতা) চণ্ডীচরণ দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পানখায়া, জে এল নং ৫৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩৫, এল আর খতিয়ান নং ১১২৯, থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া-এর অধীনে।	২৭.১০.২০২৫ ₹৫,৩৪,৪৫৮.০০	১৭.০৭.২০২৬
৮.	(লোন কোড: ০৮৮১০০০০৪২০; দুর্গাপুর শাখা) শেখ ইমরান (ঋণগ্রহীতা) শেখ মুন্না (সহ-ঋণগ্রহীতা) ফরিদা খাউন (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ৫৭৭ বর্গফুট বা ১২ ছটাক ৩৭ বর্গফুট বা ০.০১৩২৪ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা বিক্রেতার ০.০৫৫৭ একর (০.৫৮৬৩ অংশ) অংশের অন্তর্গত, যা মোট ০.০৯৫০ একর জমির একটি অংশ, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- আড়াইপুর, জে এল নং ৬, এল আর খতিয়ান নং ২৪৪০, আর এস প্লট নং ৭৩৬, এল আর প্লট নং- ১১৩২, থানা চৌকি এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- সিউড়ি, জেলা- বীরভূম।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৫,৭১,৮৬০.০০	১৬.০৭.২০২৬
৯.	(লোন কোড: ০১৮০০০০০৮০২; আসানসোল শাখা) আশরাফুল তরফদার (ঋণগ্রহীতা) আসগর তরফদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) নুরনিশা তরফদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) নুরুল তরফদার (জামিনদার)	সামান্য কমবেশি ৬ ডেসিমেল আবাসিক/বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৪২৪, এল আর খতিয়ান নং- ২৯, জে এল নং ৮৬, মৌজা- গুরুরবাদ, থানা- বড়জোড়া, রেজিস্ট্রেশন অফিস- এ ডি এস আর গঙ্গাজলঘাটি, জেলা- বাঁকুড়া, হাতাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: গ্রামের কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম: একরাম মন্ডল সিং-এর আবাসিক জমি, উত্তর: গ্রামের কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণ: সাইফুদ্দিন তরফদারের আবাসিক জমি।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৬,৬২,৬৮৮.০০	১৭.০৭.২০২৬
১০.	(লোন কোড: ০১৮১০০০০২৩৪; আসানসোল শাখা) নুর আলম মোল্লা (ঋণগ্রহীতা) মাহাফুজা সুলতানা (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ২.৫০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা ৩৯ ডেসিমেলের মধ্যে ৩৩ ডেসিমেলের ১৬ (ষোল) আনা অংশের অন্তর্গত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - শ্রীপুর, শ্রেণী - বাইদ, জে এল নং- ৮৬, এল আর খতিয়ান নং- ২১৯, আর এস এবং এল আর প্লট নং ১৪৬৩, থানা - ইলামবাজার, মহকুমা এবং এ ডি এস আর- বোলপুর, জেলা- বীরভূম। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: শেখ হানিফের জমি, পশ্চিম: নালা/নর্দমা, উত্তর: বিক্রেতার ফাঁকা জমি, দক্ষিণ: ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৯,০২,৪২৬.০০	১৬.০৭.২০২৬
১১.	(লোন কোড: ০৬৪০০০০১৯৩৬ / ০৬৪১০০০০৩২৫; বর্ধমান শাখা) অমিত পন্ডিত (ঋণগ্রহীতা) শম্পা পন্ডিত (সহ-ঋণগ্রহীতা) কৈলাশ পন্ডিত (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ৮৪৯ বর্গফুট (১ কাঠা, ২ ছটাক, ৩৯ বর্গফুট-এর সমতুল্য) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা ৮ কাঠা জমির অন্তর্গত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা - গোদা, জে এল নং ৪১, খতিয়ান নং ৯১৫, হাল এল আর খতিয়ান নং- ৯৪৫ এবং ৬১৩, বর্তমান এল আর প্লট নং- ১৯৯০, আর এস প্লট নং- ২০২০, হাল এল আর দাগ নং- ১৯৯০, আর এস দাগ নং- ২০২০, থানা- বর্ধমান, সাব-রেজিস্ট্রি- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: ২০২০ (পি) প্লটের জমি, পশ্চিম: প্লট নং ২০২০/এ২, উত্তর: প্লট ২০২(পি) এবং একটি ৪'-০' চওড়া সাধারণ পথ, দক্ষিণ: প্লট নং ২০২০/এ২/সি।	১৪.০৪.২০২৬ ₹১০,২৭,১৯০.০০	১৮.০৭.২০২৬
১২.	(লোন কোড: ০৬৪১০০০০৩৮৯; বর্ধমান শাখা) শিবু মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) প্রতিমা মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	সামান্য কমবেশি ১৮০০ বর্গফুট (আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যা বিক্রেতার ৩৩ ডেসিমেল জমির অন্তর্গত এবং একটি ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তার সংলগ্ন, যার পরিমাপ (উত্তর: ৪০ ফুট, দক্ষিণ: ৪০ ফুট, পূর্ব: ৪৫ ফুট, পশ্চিম: ৪৫ ফুট), যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বাহিরসর্বমঙ্গলা, জে এল নং- ৪২, এল আর খতিয়ান নং- ১২৫৪, প্লট নম্বর (আর এস দাগ নং- ২৮২, এল আর দাগ নং ৫৩১), থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- বর্ধমান, গ্রাম পঞ্চায়েত- সরাইটিকর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:- পূর্ব: ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম: উত্তম দাসের সম্পত্তি, উত্তর: উত্তম দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ: ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	১৪.০৪.২০২৬ ₹৩,২৭,৫২৬.০০	১৮.০৭.২০২৬

স্থান: ব্যারাকপুর, বর্ধমান, হাওড়া, কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল
তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
অনুমোদিত আধিকারিক
আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Bandhan Bank

আঞ্চলিক কার্যালয়: নেতাজি মার্গ, মিঠাখালি সিক্স রোডসের নিকটে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ–6, ফোন: +91–26421671–75

প্রতীকী দখলের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর রুল 3–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002–এর 13(12) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং 8–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের 13(4) ধারাধীনে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থাঙ্ক, সুদ, খরচ ও চার্জ সমেত ব্যাঙ্কের প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের 13 নং ধারার (8৮) নং উপধারার সংস্থানের প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে অনাদায়ী বকেয়া
বাপ্পাদিত্য দাস মিসেস কাকলি দাস 90001222007730	আবাসিক ফ্ল্যাট, পরিমাপ প্রায় 1211.22 বর্গফুট, অবস্থান: ফাইনাল প্লট নং/ সার্ভে নং– জে এল 42, বিল্ডিং নং– দাগ 489, ফ্লোর নং 01, বিল্ডিংয়ের নাম– কে 2045, স্ট্রিটের নাম– আতাপুর, শহর– সন্দেশখালি– এলআই, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ– 743446। চৌহদ্দি: উত্তর– হিমাংশু দাস; পূর্ব– ইন্দ্র দাস; পশ্চিম– সনৎ মৃধা; দক্ষিণ– 5 ফুট চওড়া রাস্তা।	16 মে, 2025	18 জুলাই, 2026	₹19,39,357.96 (21 এপ্রিল, 2025 অনুযায়ী)
রাহুল গায়েন মিঃ লব গায়েন 90001228828056	আবাসিক ফ্ল্যাট, পরিমাপ প্রায় 2140.00 বর্গফুট, অবস্থান: ফাইনাল প্লট নং– 1, সার্ভে নং– জে এল 48, ব্লক/ বিল্ডিং নং– দাগ 160, ফ্লোর নং 2, বিল্ডিং/ সোসাইটির নাম– কে এইচ 2613, স্ট্রিট নং/ নাম– সাধুপুর, মৌজা– সাধুপুর, জে এল নং– 48, এল আর দাগ নং 160, এল আর খতিয়ান নং 2613, লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, শহর– গোসাবা, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ– 743370। চৌহদ্দি: উত্তর– শৈলেন গায়েন; পূর্ব– শৈলেন গায়েন; পশ্চিম– ইটের রাস্তা; দক্ষিণ– মনোহর বৈদ্য।	26 জুন, 2025	18 জুলাই, 2026	₹10,46,402.60 (21 জুন, 2025 অনুযায়ী)

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ / তারিখ: 22 জুলাই, 2026
অনুমোদিত আধিকারিক, বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৩(১)(এ) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১)
ফ্লোর নং ৯, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২-সি, জহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা– ৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/৭২৩/২০২৫

ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব-রুল (২এ)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন।

ইএক্সএইচ নং: ৭৩৯১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
– বনাম –
মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস

প্রতি:
(১) মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস, অফিস ঠিকানা: আরএ–২১৪ (ফার্স্ট ফ্লোর), মিলন নগর, চিংড়িঘাটা ক্রসিং–এর নিকটে, সল্ট লেক, সেক্টর–৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০৯৮।
এছাড়াও: ১১৯/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, সিটি গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১এল, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০৩২।
এছাড়াও: ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর – সি, পকেট– ৯, বসন্ত কুঞ্জ, নয়াদিল্লি, দিল্লি– ১১০০৭০।
(২) শ্রী অনিন্দ্য সেন, পিতা– প্রয়াত সুপ্রসাদ সেন, ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর– সি, পকেট–৯, বসন্ত কুঞ্জ, নয়াদিল্লি, দিল্লি– ১১০০৭০।
(৩) শ্রীমতি সুতপা সেন, স্বামী– শ্রী অনিন্দ্য সেন, ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর– সি, পকেট–৯, বসন্ত কুঞ্জ, নয়াদিল্লি, দিল্লি– ১১০০৭০।

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে **১০.০৬.২০২৬** তারিখে ওএ/৭২৩/২০২৫ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল ₹২,৭৫,৪৫,২১২.৯৪/– বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি–সহ আবেদনটি এই নোটিসে সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিষেবার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনাদের লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) **রেজিস্ট্রারের সামনে ২৩.০৭.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে** আপনারা হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।
১৯.০৬.২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

স্বা/–রেজিস্ট্রার–ইন–চার্জ
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–১, কলকাতা
মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স
ভারত সরকার

Chola — Enter a better life
চোলমণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: চোলা ক্রেস্ট, সি৫৪ ও ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ভি কা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুইন্ডি, চেন্নাই- ৬০০ ০৩২, টি. এন.

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিস (শুধুমাত্র ই-বিডিংয়ের মাধ্যমে বিক্রি)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে জারিকৃত স্থাবর সুরক্ষিত সম্পত্তির বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা **সাধারণ জনসাধারণকে** এবং বিশেষ করে **কলাম (এ)**-তে নির্দেশিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, হাউজিং **চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড** সুরক্ষিত পাওনাদারের **অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক কলাম (ডি)**-তে বর্ণিত **দখলকৃত** এবং **কলাম (সি)**-তে বর্ণিত সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকী/চার্জকৃত নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি), **“যেঅবস্থায় আছে যেখানে আছে”, “যেঅবস্থায় আছে যে অবস্থায় আছে” এবং “যা আছে তাতেই”** ভিত্তিতে নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী বিক্রি করা হবে :- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর **৮(৬)** ধারা অনুযায়ী **কলাম (এ)**-তে নির্দেশিত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধককতাকারী(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী, আইনি প্রতিনিধিগণ **(পরিচিত বা অজ্ঞাত যাই হোক না কেন),** এক্সিকিউটর(গণ), প্রশাসক(গণ), উত্তরসূরি(গণ) এবং অ্যাসাইন(গণ)-কে (যেহেতু মৃত) এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **চোলমণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড** সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.cholamandalam.com & www.auctionfocus.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কে যোগাযোগ করুন।

	[এ]	[বি]	[সি]	[ডি]	[ই এবং এফ]	[জি]
ক্রম নং	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং / ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধককতাকারী(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর নাম	আদায় করতে হবে বকেয়া পাওনা (সুরক্ষিত ঋণ)	স্থাবর সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ	দখলের প্রকৃতি	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	নিলামের তারিখ ও সময়
১	**ঋণ অ্যাকাউন্ট নং: LAP3ANL000172986** ১. মিঃ/মিসেস সেলিম শেখ ২. মিঃ/মিসেস অজেমা বিবি **ক্রমিক নং ১ ও ২ এর জন্য ঠিকানা:** সাহাপুকুর, বোড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ, বাস স্ট্যান্ড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪২১৪৭ **ক্রমিক নং ১ ও ২ এর জন্য ঠিকানা:** খতিয়ান নং-২৬২, ১৩০৩, ৩৩১৭১, জেএল নং-৬৫, প্লট নং- আর-এস ১০১৮ এবং এলআর-১৩৮৩, গ্রাম- বাদুয়া সাহাপুকুর, পো- বাদুরা, থানা- বরাবন, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন ৭৪২১৪৭	₹২৬,১০,৩৫৭/- (ছাব্বিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা মাত্র) ১৭-০২-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	প্লট নং- আর-এস-১০১৮ এবং এল.আর- ১৩৮৩, খ নং:- ২৬২, ১৩০৩, ৩৩১৭১; জে.এল.নং. ৬৫/ প্লট নং- আর-এস ১০১৮ এবং এল.আর- ১৩৮৩, গ্রাম- বাদুয়া সাহাপুকুর, পো- বাদুয়া, থানা- বরাবন, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৪৭ বাদুয়া সাহাপুকুর বরাবন মুর্শিদাবাদ- ৭৪২১৪৭ সীমানা: প্ল্যান/ডিড/লেআউট অনুযায়ী: **পূর্ব**- কদর শেখের জমি, **পশ্চিম**- জমির শেখের বাড়ি, **দক্ষিণ**- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, **উত্তর**- জাহিদা বিবি ও অন্যদের বাড়ি। আসল সাইট অনুযায়ী: পূর্ব- কদর শেখের জমি, পশ্চিম- জমির শেখের বাড়ি, দক্ষিণ- কাঁচা রাস্তা, উত্তর- খাল।	প্রতীকী দখল	৫০,০৩,৯০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ তিন হাজার নশো টাকা মাত্র) / ₹৫,০০,৩৯০/- (পাঁচ লক্ষ তিনশো নব্বই টাকা মাত্র)	২৮-০৮-২০২৬ দুপুর ০২.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত (টেন্ডার ডকুমেন্টের শর্তানুযায়ী প্রতি ৫ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন সহ)
	পরিদর্শন তারিখ ও সময়: ২৬.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত			ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ₹১০,০০০/-		
	বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ/ইএমডি/অংশগ্রহণের অনুরোধ পত্র: ২৭.০৮.২০২৬ বিকাল ০৫.০০ টার আগে					

***ঋণ চুক্তি অনুযায়ী প্রযোজ্য আরও সুদ সহ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি অর্থপ্রদান এবং / অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে।** সম্পত্তি পরিদর্শনের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো সহায়তার জন্য, অথবা বিড নথি প্রাপ্তির জন্য এবং অন্য যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **১. সুজিত কুমার সিং, মোবাইল নং ৯৯০৩১১৪৩৪৪০ এবং ই-মেল: sujitkumarss@chola.murugappa.com, ২. ইন্দ্রনীল মুখার্জি, মোবাইল নং ৯০৫১২৭২৭০০ এবং ইমেল: indranilm@chola.murugappa.com, চোলমাণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর কর্মকর্তা। **চোলমাণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিকের জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে কোনো এনকামব্রেন্স বা বোঝা নেই।

তারিখ: ২১.০৭.২০২৬
স্থান: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক,
চোলমণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের জন্য

যূকো বৈংক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

সল্ট লেক জোনাল অফিস
বিদ্যুৎ ভবন, ডিজে ব্লক, সেক্টর ২, বিধাননগর, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১
ই–মেল: zosaltlake.rec@uco.bank.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে নোটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর ১৩(২) ধারাধীনে এই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের তরফে প্রদত্ত গ্যারান্টির প্রেক্ষিতে মঞ্জুরকৃত ঋণের সুবিধাবলি বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।
যদি আপনারা, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারা মোতাবেক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত নিম্নোক্ত অর্থাঙ্ক পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি সমেত এই ব্যাঙ্ককে প্রদানে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত অ্যাক্টের ধারা নং ১৩–এর উপধারা নং (৪) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান মোতাবেক এই ব্যাঙ্ক তার প্রতি উপলব্ধ যাবতীয় বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনারা, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার–এর জ্ঞাতার্থে আরও জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ধারা নং ১৩–এর উপধারা নং (১৩) মোতাবেক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি এই ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া আপনারা বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি–সহ বকেয়া অর্থাঙ্ক, আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এর ওপর পরবর্তী সুদ, অন্যান্য মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের তরফে এই ব্যাঙ্ক–কে প্রদেয় বকেয়া অর্থাঙ্কের বিবরণ এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	(১) ঋণের প্রকৃতি (২) বকেয়া অর্থাঙ্ক (৩) স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত ১৩(২) নোটিসের তারিখ (৪) এনপিএর তারিখ	ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
১	**ঋণগ্রহীতা : মিঃ বাপি পাল,** সহ–ঋণগ্রহীতা : মিসেস সাথী পাল, ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ২০৪, সেকেন্ড ফ্লোর, বিল্ডিং নং সি৬, লারিকা টাউনশিপ, বারাসত ৭০০১২৬ **ঠিকানা :** প্লট নং ৬৪৩, কে ৭ কলিঙ্গনগর ভুবনেশ্বর এম সি ওড়িশা, ভুবনেশ্বর ৭৫১০০৩ **শাখা: সল্ট লেক সেক্টর ২**	(১) হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং: ১৭১৩০৬১০০১৩৭০০, অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৮২৬৫১৫৮ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি: ৪০০০৭৬৬৮১৭৬৭ (২) অনাদায়ী বকেয়া: ₹৮,৪২,২৩২.০০ ০৮.০৭.২০২৬ অনুযায়ী (সুদ ধরা আছে ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত) তৎসহ উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ এবং মাশুল (৩) ০৮.০৭.২০২৬ (স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরণের তারিখ ০৮.০৭.২০২৬) (৪) ২৮.০২.২০২৬	**২৯৫/এ উত্তর বালুরিয়া/ব্যারাকপুর রোড, থানা বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭০০১২৬ ঠিকানায় অবস্থিত লারিকা গার্ডেন রেসিডেন্সি সাধারণভাবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হাউজিং প্রোজেক্টের বিল্ডিং নং সি৬ এর সেকেন্ড ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০৪, মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫০২ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৩৭৭ বর্গফুট। দলিলের বিশদ:** ১. বুক নং I, ভলিউম নং ১৯০৩–২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৪৪৭১৬ থেকে ৩৪৪৭৪৬, এআরএ ৩ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত ১৭.১০.২০২৪ তারিখের মূল দলিল নং ১৯০৩০৯৩২৪ অনুসারে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর: ফাঁকা জমি; দক্ষিণ: ১৬ ফুট টাউনশিপ রোড; পূর্ব: ১৬ ফুট টাউনশিপ রোড; পশ্চিম: বিল্ডিং নং সি৫।

প্রকাশের তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
স্থান: সল্ট লেক
অনুমোদিত আধিকারিক
ইউকো ব্যাঙ্ক

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল সারিকা বিবি, মৌজা- কাশীনাথপুর, জে.এল. ৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৩০, এল.আর. দাগ নং ২১৬ তে ৩.৩০ শতক জমি রাজারহাট রেজিস্ট্রিকৃত ৭৫১৩/২৬ নং বিক্রয় দলিলে ক্রয় করেছেন। উক্ত জমির মধ্যে ১.৬৫ শতক জমি রাজারহাট রেজিষ্ট্রিকৃত ০০২০৫/১৮ নং আমমোক্তার দলিল (দাতা- রহমত আলি মোল্যা এবং গ্রহীতা সুবল মন্ডল) অর্ন্তভুক্ত। বর্তমানে নিজ নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট, B.L & L.R.O-য় আবেদন করেছেন, কারোও আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Sd/- A. Sazzad Mondal (Adv.)

● আমার মক্কেল সরস্বতী বর্মণ, মৌজা- শুলংগড়ী, জে.এল ২২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৮/১, ১৫৩/১, ২৫৬/১, ৩৫৫/১, এল.আর. দাগ নং ১১৮ তে ৪ শতক জমি ১৮৭৫/২৩ নং বিক্রয় দলিলে রাজারহাট রেজিস্ট্রিকৃত ০০১২৯/১৬ নং আমমোক্তারনামায় (দাতা- জয়দেব ঘোষ, শান্তি ঘোষ এবং গ্রহীতা- অরবিন্দ কুমার বর্মণ) ক্রয় করে নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট, B.L & L.R.O- তে আবেদন করেছেন, কারোও আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Sd/- A. Sazzad Mondal (Adv.)

● জেলা দঃ ২৪ পরগনা। মোকাম আলিপুর ১ম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত ম্যাট সুট নং ৩১৭৭/২০২৫ চঞ্চল মণ্ডল, পিতা চিত্তরঞ্জন মন্ডল, সাং ব্রীজি পশ্চিম পাড়া, শ্রীরামপুর, থানা পাটুলী, কোলকাতা- ৭০০ ০৮৪, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। মোঃ নং ৭২৭৮২২৫৫২৩

... পিটিশনার

বনাম

অর্পণা মন্ডল, স্বামী চঞ্চল মন্ডল, পিতা বিশ্বনাথ হালদার, সাং ব্রীজি পশ্চিম পাড়া, গড়িয়া, থানা পাটুলী, কোলকাতা- ৭০০ ০৮৪, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান সাং দারা, ঘোষালের চক্, মায়াহাউরী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন নং ৭৪৩৩৩৭।

...রেসপনডেন্ট

এতদ্বারা অর্পণা মন্ডল, স্বামী চঞ্চল মন্ডল, পিতা বিশ্বনাথ হালদার, সাং ব্রীজি পশ্চিম পাড়া, শ্রীরামপুর, থানা পাটুলী, কোলকাতা ৭০০ ০৮৪, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান সাং দারা, ঘোষালের চক্, মায়াহাউরী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন নং ৭৪৩৩৩৭, আপনার বিরুদ্ধে আপনার স্বামী চঞ্চল মন্ডল উক্ত আদালতে হিন্দু আইন মোতাবেক একটি ডিভোর্সের মামলা রুজু করিয়াছে এবং বর্তমানে উক্ত আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় রহিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে উক্ত আদালত আদেশ দিতেছেন আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আপনি নিজ অথবা উকিলবাবু দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ দিয়াছেন। অন্যথায় উক্ত মামলা আপনার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ দিতে উক্ত আদালত বাধ্য থাকিবেন।

অনুমত্যানুসারে
Sd/- Pallavi Mondal
সেরেস্তাদার, BY ORDER
Bench Clerk-II, Addl. Dist. Judge, Alipore, 24Pgs(S)

● আমার মক্কেল যথাক্রমে- ১) মিনতি সিং, স্বামী- শ্রী প্রতাপ সিং ২) রাজেশ
সিং, পিতা শ্রী প্রতাপ সিং, আলিপুর DSR II অফিসে ১৪৫২৭/২০২৫ নং দলিল মূলে, সুজন মন্ডলের হইতে জমি খরিদ করেন। বিক্রিত জমি সুজন মন্ডল
আলিপুর DSR II অফিসে ১৪৫২৬/২০২৫ নং দলিল মূলে শ্রী শুভাশিস মল্লিকের আমোক্তারনামা নিযুক্ত শ্রী রঞ্জিত মন্ডলের নিকট হইতে আলিপুর DSR-II, বুক নং -৪, ০০১৬৪/২০১২ নম্বর আমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা- জগন্নাথনগর, জেল নং ০৭, এল আর দাগ নম্বর-২২২৯/২৬১৪, এল আর খতিয়ান নম্বর- ৬৫৭২ ভুক্ত কমবেশি ৩.৩৮২৫ শতক জমি খরিদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর মহেশতলা বি এল এন্ড এল আরও অফিসে আবেদন করিয়াছে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন। **TUSHAR MONDAL Advocate CMM, Bankshall Court F-893/1999**

● তরুণ কুমার রায়, মাহিনগর মৌজায় ৭৬২ নং দাগে ৫৬৩/২০১৩ নং পাওয়ার দলিলে খরিদ করেন, মিউটেশানে আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

সেলিম আহমেদ লস্কর
আইনজীবী

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল রনজিত বিশ্বাস, জয়দেব বিশ্বাস, মৌমিতা বিশ্বাস, 2198/2026, 2199/2026 দলিলে ১ কাঠা ৫ ছটাক ও ১ কাঠা ৫ ছটাক জমি ক্রয় করেছেন, মৌজা-জয়কৃষ্ণপুর চিয়াড়ী, দাগ-119, খতিয়ান-384, POWER-1353/2023, A.D.S.R-Garia, নাম- প্রদ্যুৎ রায়, মিউটেশানের আপত্তি থাকলে Sonarpur B.L.R. অফিসে যোগাযোগ করুন।

HEMANTA KUMAR MANNA, Advocate
Alipore Judges Court

● আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৯১/২৬ (সাকসেশন)
১) অরুনাভ ভট্টশালী, পিতা- স্বর্গীয় তেজেন্দ্রনাথ ভট্টশালী ও স্ত্রী স্বর্গীয় শিখা ভট্টশালী ২) অর্ণব ভট্টশালী, ৩) সোহিনী ভট্টশালী, ২ ও ৩ উভয়ের পিতা-অরুনাভ ভট্টশালী ও মাতা স্বর্গীয় শিখা ভট্টশালী, সকলের সাং-ব্লক-এ, ১ নং, থানা- নিউ আলিপুর, কলি-৫৩

...আবেদনকারী ও আবেদনকারিণীদ্বয়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত আবেদনকারী ও আবেদনকারিনীদ্বয় তাঁদের উক্ত স্ত্রী ও মাতার শেয়ার, বন্ড, সেভিংস ও পি.পি. এফ অ্যাকাউন্টে ত্যক্ত মোট ৪১,০১,০৪০/- টাকার সাকসেশন লইবার জন্য উক্ত আদালতে উক্ত মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাইবেন। নচেৎ মোকদ্দমাটির একতরফা শুনানী হইবে।

আদেশানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার,
09.07.2026

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার একজন মক্কেল মৃগালা মৌজার (থানা: ডানকুনি, জে.এল. নং: ১০২, এল. আর. খতিয়ান নং: ৬৮৩) অন্তর্গত এল. আর. দাগ নং ৮৯২, ৮৯৫, ৮৯৪, ৮৯৩, ৯০১ ও ৯০৪-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৫ বিঘা জমি বর্তমান মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে তা জানাতে হবে। অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে যে, সম্পত্তিটি যাবতীয় দায়-দেনা, লিয়েন (Lien) ও বিচারাধীন মামলা (lis pendens) থেকে মুক্ত।

Triptimoy Talukdar
Advocate, 9831502616
12, Old Post Office Street Ground Floor, Kolkata- 700001.

পাবলিক নোটিশ

আমার মক্কেল, রাজকুমারি সাউ, স্বামী মৃত ওমপ্রকাশ লাল সাউ, ও তার স্বামী স্বর্গীয় ওমপ্রকাশ লাল সাউ, পিতা-স্বর্গীয় রামকৃষুন সাউ, জীবিত থাকাকালীন, ২০১৭সালে, আলিপুর DSR-II অফিসে ০৭১৯২/২০১৭ এবং ০৭১৯৩/২০১৭ নং দলিল মূলে, কৃত্তিবাস লস্কর ওরফে নস্কর-এর পুত্র ওয়ারিশন সূত্রে দাতা- কাশীনাথ লস্কর ওরফে নস্কর কর্তৃক আমোক্তারনামা নিযুক্ত শুভঙ্কর মন্ডল, পিতা-হরিশচন্দ্র মণ্ডল, এর নিকট হইতে ADSR বেহলা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, বুক নং-৪, ভলিউম নং-১৬০৭-২০১৬, ১৫৮৬৫-১৫৮৮২ নং পাতায় লিখিত ০০৬৩৯/২০১৬-নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা-দড়িবাগপোতা, জেল নং-৩৭, এল আর ও আর এস দাগ নং-৮১, এল আর খতিয়ান নং-৩৩ ভূক্ত- ''ঠাকুরপুকুরমেট্রোসিটি প্রজেক্টের'' T-সেক্টরে যথাক্রমে প্লট নং ৪০০, জমির পরিমান কমবেশি ৩ (তিন) কাঠা এবং প্লট নং ৪০১, জমির পরিমান কমবেশি ৩ (তিন) কাঠা খরিদ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মক্কেল ও তার মৃত স্বামীর ওয়ারিশন সূত্রে, আমার মক্কেল ও তার দুইপুত্র ও একমাত্র কন্যার নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর মহেশতলা 'বিএলএন্ডএলআরও' অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত-অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শঙ্করী প্রসাদ মুখার্জী
অ্যাডভোকেট, আসানসোল কোর্ট
E.No.F/234/97/2016

বারাসাত জেলা জজ কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা মিস কেস নং- ৩৩৫/২০২৫ (প্রবেট) দরখাস্তকারি:- **শ্রীমতী মৌসুমি খাঁড়া ওরফে মৌসুমি খাঁড়া সাহা,** স্বামী - শ্রী জয়ন্ত কুমার সাহা, সাং- ফ্ল্যাট নং ১, থার্ড ফ্লোর, ব্লক এ, ৬ সানি পার্ক, বিড়লা মন্দিরের নিকটে, থানা- বালিগঞ্জ, কোলকাতা ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ। এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, গায়ত্রী খাঁড়া, স্বামী মৃত ড. স্বদেশ রঞ্জন খাঁড়া, যাহার ত্যাক্ত সম্পত্তি যথা কমবেশী ৪.০৫৬২১১৬ কাঠা জমি সহ দ্বিতল গৃহাদী প্রেমিসেস নং ২২৬ ব্লক নং বি.এফ, সেক্টর ১, বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, কোলকাতা ৭০০০৬৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা বিধাননগর নর্থ। অত্র সম্পত্তির উপরে বিগত ইংরাজী ০৮/০৩/২০১৬ তারিখে গায়ত্রী খাঁড়া সম্পাদিত সর্বশেষ উইলে প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারি অত্র আদালতে মিস কেস দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় মোকদ্দমার একতরফা শুনানি হইবে। **অনুমত্যানুসারে, সব্যসাচী মিত্র, সেরেস্তাদার, বারাসাত জেলা জজ কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগনা।**

বিজ্ঞপ্তি

● জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা মোকাম আলিপুরের ৫ম সিনিয়ার সিভিল জজ আদালত টাইটেল স্যুট নং ১৫৭ অব ২০২২
১. শ্রীমতী কৃষ্ণা বিশ্বাস
পিতা ৺দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
২. শ্রীমতী নিরুপমা বিশ্বাস
স্বামী ৺দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
উভয়ের ঠিকানা ১৭৬, কানুনগো পার্ক, থানা-পাটুলি, পোষ্ট অফিস- গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

....বাদী

বনাম

১. শ্রী শ্যাম সুন্দর সিং, পিতা যদু নন্দন সিং, নিবাস - ১৭৩, সাউথ এন্ড গার্ডেন, থানা- পাটুলি, পোষ্ট অফিস- গড়িয়া, কোলকাতা- ৭০০ ০৮৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

...বিবাদী

২. শ্রীমতী মনিকা ঘোষ বিশ্বাস, স্বামী মৃত শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৩. কুমারী শ্রীমিতা বিশ্বাস
পিতা মৃত শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, উভয়ের ঠিকানা ১২৮ বিধান পল্লী, সোনালী পার্কের নিকট, পোষ্ট অফিস- গড়িয়া, থানা - বাঁশদ্রোণী, কোলকাতা- ৭০০ ০৮৪।

...মোকাবিলা বিবাদী

এতদ্বারা মোকাবিলা বিবাদীগণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরিউল্লিখিত বাদীগণ আপনাদের বিরুদ্ধে তপশীল ভুক্ত সম্পত্তির স্বত্ব ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রতিকার চেয়েছেন। এক্ষনে আপনাদের এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের এক মাস সময়ের মধ্যে উপরিউল্লিখিত আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনাদের লিখিত জবানবন্দি পেশ করিবেন। অন্যথায় মামলার একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল 'এ'
নালিশী জমির বিবরণ

২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৮ স্কোয়ার ফুট পরিমিত বাস্তু জমি তদুপরিস্থিত স্ট্রাকচার যাহা বৈষ্ণবঘাটা মৌজায়, ২৮ নং জে. এল. এবং যাহার আর. এস. খতিয়ান নং ৭১, আর. এস. দাগ নং ৫৭৭, পরগণা- খাসপুর, আর. এস. নম্বর- ৩৮, তৌজি নম্বর- ৫৬, যাহার প্রেমিসেস নম্বর ১৭৬, কানুনগো পার্ক এবং কে. এম. সি প্রেমিসেস নম্বর ১২২, কানুনগো পার্ক হইতেছে, পোষ্ট অফিস-গড়িয়া, যাহা বর্তমানে পাটুলি, পূর্বতন যাদবপুর থানার অন্তর্গত, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ১১০ নম্বর ওয়ার্ড হইতেছে, যাহা কলিকাতা- ৭০০ ০৮৪ এবং জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অবস্থিত।

যাহার চৌহদ্দি: উত্তরে- কানুনগো পার্ক রোড, দক্ষিণে-ডি এন বিশ্বাসের বাড়ি, পূর্বে-১২০, কানুনগো পার্ক/এ এন গাঙ্গুলীর বাড়ি, পশ্চিমে-১৭৬/১, কানুনগো পার্ক

তপশীল 'বি'
নালিশী সম্পত্তির বিবরণ

দুটি একইরকম ও আইডেনটিক্যাল ফ্ল্যাট, যাহাতে দুটি শোয়ার ঘর, একটি ডাইনিং কাম রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি, মার্বেলের মেঝে, সেইসঙ্গে সকল আধুনিক এ্যামিনিটিস এবং ফেসিলিটিস সহ যাহার মধ্যে একটি সেকেন্ড ফ্লোরের পূর্ব দিকে এবং অপরটি উত্তর দিকে অবস্থিত, তৎসহ একটি দোকানঘর যা জি+ ফোর স্টোরিড বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত যে বাড়ি ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৮ স্কোয়ার ফুট বাস্তু জমির উপর অবস্থিত, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ১১০ ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭৬ নং কানুনগো পার্ক প্রেমিসেস হইতেছে, যাহা বর্তমানে পাটুলি, পূর্বতন যাদবপুর থানার অন্তর্গত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলিকাতা - ৭০০ ০৮৪ হইতেছে। **আদেশ অনুসারে জয়ী মুস্থাফী, সেরেস্তাদার ৫ম সিনিয়র সিভিল জজ আদালত আলিপুর, জেলা জজ আদালত কোলকাতা-৭০০ ০২৭**

This notice is hereby given to all concern that, my Clients, 1) **Srimat Swami Brahmananda Puri** (President), s/o- Late Srimat Swami Adwaitananda Puri, and another have executed one Revocation of Trust Deed, **Being Deed no-03806 of 2026**, dated- **27.03.2026** registered in the office of D.S.R- I, Hooghly, relating to Revocation or cancellation of a Trust namely **"Sree Adwaita Mission Ashram"** having its Registered office at Vill + P.O- Prithiba, P.S-Habra, Dist.- North-24-Parnagas, Pin-783704 in the state of West Bengal. That my above named clients hereby declare that from the date of execution of the said Revocation of Trust Deed the afore said trust will be treated as inactive /inoperative in its original schedule. Hence my above named clients will not in any way saddled any responsibility in relation to the above named Trust at all and if any claim arises, same to be informed to me within seven days from the day of publication of this notice. if no claim found, then it will be deemed that the trust is free from all liability. **Sujit Kumar Seal, Advocate, Barasat Judges Court, Mobile- 9836469506**

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল কিশোর মল্লিক ও দেবাশিষ মল্লিক উভয়ের পিতা কিরন চন্দ্র মল্লিক, সাং -দক্ষিনহাবড়া, পোঃ+থানা- হাবড়া, উত্তর২৪পরগনা, ইং২৭/০৫/২০২৬ বারাসাত DSR-1 অফিসের ৫৭৮৪ দলিলমূলে মৌজা হাবড়া (৭২) L.R - ১০৩৫০ নং খতিয়ান ভুক্ত RS ১৪২৫নং দাগেরঅধীন LR ৩৩৯৫ নং দাগে ৩.৬৮৭শতক জমি মিতা হালদারের নিকটহইতে খরিদকরে। মিতা হালদার ইং ২১/১২/২০১৭ হাবড়া অফিসের ৭৩৩৮ নং দলিলমূলে সবিতা কর, অভিজিৎ কর ও মহুয়া কর (সাহা) গনের পক্ষে ইং২৮/০৩/২০১৬ হাবড়াঅফিসের IV -118নং আমমোক্তারমূলে ভারপ্রাপ্ত গৌতম কর পিতা ৺সন্তোষ কর সাং - দক্ষিনহাবড়া এর নিকটহইতে খরিদ করেন। উক্ত ৩.৬৮৭শতক জমি নামপত্তনের জন্য আবেদন করে। এবিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি ১মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট, BL & LRO Habra-1 নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়মঅনুসারে কার্য্য হইবে।

DEBRAJ DAS
Advocate

বিজ্ঞপ্তি
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা
প্রবেট স্যুট নং- ২৮/২০২৫

দরখাস্তকারী: শ্রী চন্দন দে, পিতা: স্বর্গীয় মালিন দে @ মালিন চন্দ্র দে, সাং: প্রেমীসেস নং- ৫৩, উত্তরায়ণ, ডাকঘর: সোদপুর, থানা: খড়দহ, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০, পশ্চিমবঙ্গ।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী, মৃত স্বর্গীয় মালিন দে @ মালিন চন্দ্র দে, পিতা: স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দে, সাং- উপরোক্ত, দ্বারা ত্যক্ত ও গচ্ছিত সর্বশেষ উইলের প্রবেট পাবার জন্য অত্রাদালতে উক্ত নং মামলা রুজু করেছেন। এতে কারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ অত্রাদালতে আপত্তি জানাবেন, নতুবা মামলাটি আইনামলে আসবে।
উইলকৃত সম্পত্তির তপশীল জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- খড়দহ, এ.ডি.এস.আর. অফিস সাবেক ব্যারাকপুর হাল সোদপুরের সামীল, স্থানীয় পানিহাটী পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন ২১ নং হোল্ডিং ভুক্ত উত্তরায়ণ, ষষ্ঠ লেন, মৌজা- 'রামভদ্রবাটী' গ্রামে, জে.এল. নং-৭, রে:সা: নং-৪৩, তৌজি নং-২২৬/১৮৩- এর অন্তর্গত এস্টেট একুইজিশান এ্যাক্ট অনুসারে হাল মালিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পক্ষে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমাহর্তা মহোদয়ের অধিকারে আর.এস.: ১৪৬নং খতিয়ানভুক্ত রায়ত দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট আর.এস.: ৮৯ (উননব্বই) ও ৯০ (নব্বই) নং দাগে ৩ (তিন) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকাপোক্ত একতলা গৃহাদি মায় সর্ববিধ ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি অত্র উইলকৃত সম্পত্তি হইতেছে।
চৌহদ্দি যথা:- উত্তরে: পি-৫৪। দক্ষিণে: পুকুর ও পুকুর পাড়। পূর্বে: ১৬'-০" ফুট প্রশস্ত পৌরসভার রাস্তা। পশ্চিমে: সে: মে: ৬৯।৭০ নং দাগ।

আদেশানুসারে
Quaji Md. Imtiaj Ali, সেরেস্তাদার
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা: উত্তর ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি
জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট আদালত প্রথম সহকারী জেলা জজ অ্যাক্ট ৩৯ কেস নাম্বার ৩৩১ অফ ২০২৫
পি-লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
শ্রীমতি সুস্মিতা ব্যানার্জি, স্বামী স্বর্গীয় রজত কুমার ব্যানার্জি ঠিকানা সিক্সটিন এ/২ রূপচাঁদ মুখার্জি লেন পিএস ভবানীপুর কলকাতা ৭০০০২৫... **দরখাস্তকারী**
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারীর স্বর্গীয় শাশুড়ি মা **শ্রীমতি মঞ্জু ব্যানার্জি** ও দরখাস্তকারীর স্বামী স্বর্গীয় **রজতকুমার ব্যানার্জি** সাং ১৬ এ /২ রূপচাঁদ মুখার্জী লেন থানা ভবানীপুর কলকাতা ৭০০০২৫ উপরিউক্ত দুই মৃত ব্যক্তির নামে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তে একটি লকার ছিল। উক্ত ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখার আইএফএসসি কোড BKID0004002 ঠিকানা ১০১ আশুতোষ মুখার্জি লেন কলকাতা ৭০০০২৫। উক্ত লকারের সাক্সেশন লইবার জন্য আদালতে উক্ত দরখাস্তটি আনায়ন করিয়াছেন এই বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বা আইনজীবী মারফত লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় মোকদ্দমাটি একতরফা ভাবে নিস্পত্তি হইবে।
বিনীত-সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, আলিপুর, দঃ ২৪ পরগনা, ১০/০৭/২৬

District:- South 24 Parganas
Before the Ld. District Delegate at Alipore
Act XXXIX Succession Case No. 66 of 2026

Harendra Upadhyay alias Harendra Kumar Upadhyay, son of late Bacha Upadhyay, of 49/5/2E/1A, Karl Marx Sarani, P.S.-South Port, Kolkata-700023
Birendra Kumar Upadhyay, son of late Bacha Upadhyay, of 49/5/1/D, Karl Marx Sarani, P.S.-South Port, Kolkata-700023
Manoj Kumar Upadhyay, son of late Bacha Upadhyay, of B/17, Vidyasagar Sarani, Purba Barisha, P.S.- Haridevpur, Kolkat-700063.....APPLICANTS

NOTICE

It is hereby notified that the abovenamed applicants have applied for grant of Succession Certificate for withdrawal of an amount of Rs.1,02,000/- (Rupees One Lakh Two Thousand) only deposited by their father Bacha Upadhaya alias Bacha Upadhya in respect of MIS A/c being no. 60700 with Kidderpore Post Office, Kolkata-700023, there are no legal heir of the deceased except the applicants, anybody having any objections in respect of grant of the said Succession Certificate, may appear before the Ld. Court within 30 days from the date of publication of this Notice, otherwise the matter will be heard ex-parte.

BY ORDER
SHERESTADAR
SUSANTA SAHA
District Delegate at Alipore
South 24 Parganas
Date: 11.06.2026

বিজ্ঞপ্তি

● মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস ১০/২০২৫ (প্রবেট)
শ্রী কালিকৃষ্ণ সিকদার
পিতা- স্বর্গীয় বিমল কৃষ্ণ সিকদার
সাং- ১৭, বিদ্যাসাগর রোড,
পোঃ- বেদিয়াপাড়া
থানা- নাগের বাজার
জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা
কোলকাতা- ৭০০০৭৭.

.....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী স্বর্গীয় পরিমল কুমার সিকদার, পিতা- স্বর্গীয় বামাচরণ সিকদার, সাং-২৭/৬, আটাপাড়া লেন, পোঃ- সিঁথি, থানা- বরানগর, কোলকাতা- ৭০০০৫০, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এর ত্যক্ত নিম্ন তফশীল ভুক্ত সম্পত্তিকৃত উইলের প্রবেট নেওয়ার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন। এতে যদি কারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে জানাবেন, নচেৎ আইনামলে আসবে,

তপশীল:

একটি ফ্ল্যাট যাহার নং ৩০২, যাহা সেকেন্ড ফ্লোরে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, যাহার পরিমাপ কমবেশী ৪৯০ বর্গফুট, যাহা ২৭/৬, আটাপাড়া লেন, থানা- বরানগর, কোলকাতা- ৭০০০৫০ অবস্থিত।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার
মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি, RUPA RAY, পিতা- SANTOSH RAY, মাতা- RAMA RAY। আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আমার নাম ভুলবশত RUPA MOLLA হইয়াছে ও আমার পিতার নাম ভুলবশত SANTOSH ROY ও SANTOSH KUMAR RAY হইয়াছে এবং আমার মাতার নাম ভুলবশত RAMA ROY হইয়াছে। গত ইংরাজী ০২.০৭.২০২৬ তারিখে ১১৩১৫ নং বারাসাত কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে আমি RUPA RAY ও RUPA MOLLA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি এবং আমার পিতা SANTOSH RAY, SANTOSH ROY ও SANTOSH KUMAR RAY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে এবং আমার মাতা RAMA RAY ও RAMA ROY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে।

● আমি KOUSHIK MAJI,পিতা- Late. LALMOHAN MAJI, সাং- গ্রাম এবং পোস্ট - কাপিষ্ঠা, থানা- বারাবনি, জেলা - পশ্চিমবর্ধমান, পিন - ৭১৩৩১৫(পশ্চিমবঙ্গ), গত ১৮/০৭/২০২৬ তারিখে আসানসোল 1StClass জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকোর্টের এফিডেভিটকরে KOUSHIK MAJI এবংKOURNIKOVA MAJI উভয় একইব্যক্তি হইলাম , এস.এল. নং- ১৮৫৬৪/২৬

নাম/পদবি পরিবর্তন
আমি শ্রী অয়ন ভাদুড়ী পিতা শ্রী শৈবাল ভাদুড়ী, ৩৬ নিয়োগী পাড়া রোড, থানা বরাহনগর, কলিকাতা ৭০০০৩৫-এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সম্পাদিত হলফনামার ভিত্তিতে আমার পুত্রের নাম 'অনঘা ভাদুড়ী'(Anagha Bhaduri) থেকে পরিবর্তন করে 'অনঘ ভাদুড়ী' (Anagh Bhaduri) রেখেছি এবং এখন থেকে সর্বত্র আমার পুত্র 'অনঘা ভাদুড়ী ' র পরিবর্তে 'অনঘ ভাদুড়ী ' নামেই পরিচিত ও অবিহিত হবে

Change Of Name
I, SRI SANTANU KUMAR SEN, son of Late Sitendra Kumar Sen, resident of P-37A(S) Unique Park, Behala, P.S. Pamasree, Kolkata–700037, District- South 24 Parganas, West Bengal, do hereby declare that I have declared my name by virtue of an Affidavit vide No.61732 dated 15.07.2026 duly issued by Ld. 5th Judicial Magistrate, 1st Class,Alipore that SANTANU KUMAR SEN, SANTANU SEN, DR SANTANU KR SEN and SANTANU KR SEN is same, one and identical person.

আজকাল
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
T. N. ADVERTISING & SONS
24/8, BANAMALIPUR ROAD (EAST), BARASAT, NORTH 24 PGS. Prop. ANTARA SARKAR- 98364 60700
টাইপ কর্নার
প্রোঃ নিরঞ্জন পাল (বাপী)
কালেক্টারি মোড়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া,
(M): 9474334978,
e-mail: typecorner10@gmail.com
সুপ্রিয়া মুখার্জি
১/এ, টাকি রোড, চাঁপাডালি, বারাসত
(বিজয়া সিনেমার বিপরীতে)
বারাসত, ২৪ পরঃ (উঃ)
M: 7605871512
9433651016

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি শীলা বিশ্বাস (হালদার) স্বামী ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস পিতা সুশীল হালদার গ্রাম বগুলা ষ্টেশনপাড়া পোষ্ট বগুলা থানা হাঁসখালী জেলা নদীয়া PIN 741502 । বিয়ের পূর্বে আমার গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট এ আমার নাম শীলা হালদার পিতা সুশীল হালদার আছে ।গত 07/07/2026 তারিখে রানাঘাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট করিয়া শীলা বিশ্বাস (হালদার) ও শীলা হালদার একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

● আমি Mamoni Das, W/O Ashis Das D/O - Swapan Hazra গ্রাম- মহেশপুর, P.O - Dihiboira থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলী, পিন - 712413. আমি বিবাহের পূর্বে আমার এলাকার Mamoni Hazra নামে পরিচিত। বিবাহের পর আমি Mamoni Das w/o - Ashis Das নামে পরিচিত। S.B.I Talit Branch (A/C NO - 33123517061) আমার নাম Mamoni Hazra নতিভুক্ত হইয়াছে। গত 18.07.2026 তারিখে নোটারী পাবলিক আরামবাগ হুগলী জেলা এফিডেভিট বলে Mamoni Das W/O Ashis Das এবং Mamani Hazra D/O - Swapan Hazra, Vill + P.O - Bghar, P.S - Deowandighi, জেলা বর্ধমান উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

● আমি অরূপ চট্টোপাধ্যায়, 15/7/26 তারিখে বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর এফিডেভিট নং 12125 বলে অরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং অরূপ চ্যাটার্জী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম.

● আমি কল্যান চন্দ্র দে, জন্ম তারিখ 12.01.1967. ঠিকানা- কল্যান গ্রাম পোস্ট অফিস-বেঙগল এনামেল, থানা- নোয়াপাড়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ডে আমার নাম কল্যান দে বয়স 28.01.76 নামে রেকর্ড আছে এবং আমার সঠিক নাম কল্যান চন্দ্র দে বয়স 12.01.1967. গত ১৬/০৭/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা পরিচিত হইলাম। কল্যান চন্দ্র দে এবং কল্যান দে উভয় একই ব্যক্তি।

● I, Rupa Das Biswas, D/O Manjusree Nandi Majumdar, R/O, D-19, Northern park, Brahmapur, P. O & P. S-Bansdroni, 24pgs(S), kol-70.Vide an affidavit No- 62566,before the 1st class judicial magistrate at Alipore on -16.7.26 my mother have been known as, MANJUSREE NANDI MAJUMDER & MANJUSREE NANDI MAJUMDAR, & MANJUSHRI MAJUMDER & MANJUSREE MAJUMDAR, & MANJUSREE MAJUMDER, & MANJUSREE NANDI & MANJUSRI NANDI is the same and one identical person.

● I, Tapas Kumar Maiti, S/o Late Basanta Kumar Maiti, residing at Green Valley Phase-2, M-103, Kaikhali, Kolkata – 700136, hereby declare that "Tapas Maiti" and "Tapas Kumar Maiti" are one and the same person.

● I, Saikat Maity S/o Late Sakti Kumar Maity R/o RR Plot No-134, Anandapur, Kasba Golapark, Kolkata, West Bengal - 700107, have changed my minor daughter's name from Aashna Maity aged 03 Years to Aishani Maity forever

● I Bharat Roy S/O, Kiran Roy R/o No. 8237, Par Krishnachandrapur, Po- Krishnachandrapur, Ps- Bagdah, N 24 Pgs, Pin 743251 have changed my name to Bharat Chandra Roy.

● I Namita Rani Roy W/O, Bharat Roy R/o No.8238, Par Krishnachandrapur, Po- Krishnachandrapur, Ps- bagdah, N 24 Pgs, 743251 have changed my name to Namita Roy.

● I, Bhim Chandra Dhar, S/o Late Gour Chandra Dhar, R/O Mahiyari Road Uttar Jagacha, Howrah-711112, West Bengal, do hereby declare that my name has been recorded as "Bhim Dhar" instead of "Bhim Chandra Dhar" in the Birth Certificate, Voter ID, Madhyamik and HS records of my son, Ankan Dhar. As per Affidavit No. 22562/26 sworn before the Notary Public at Howrah on 20.07.2026, "Bhim Chandra Dhar" and "Bhim Dhar" both are same and one identical person.

● I Shovan Hanuk Soreng S/O, Hanuk Soreng R/o Roypara Nabakantajut Geni Naxalbari Amarsing Darjeeling West Bengal 734429 have changed my name to Shovan Soreng .

নাম পদবি পরিবর্তন

● I, Arji Polamma, C/o. P. Narayana residing at 3-21A, Mondi Veedhi, Gajapathinagaram Mandalam, Kothabaggam, Pathabaggam, Vizianagaram, Andhra Pradesh-535270 declare vide affidavit sworn before the Notary Public, CMM's Court, Calcutta on 24.06.2026 that Arji Polamma & A Bharati is the one & same identical person.

● আমি, Bristi Rani Dhar, স্বামী- Samir Dhar, ঠিকানা- Katbeltola, P.O.- Patulia, P.S. Rahara, Dist. North 24 Parganas, West Bengal- 700119, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং আমি Bristi Dhar নামে পরিচিত হব। Ld. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 1st Class ব্যারাকপুর কোর্টের Affidavit No. 305, দ্বারা তারিখ- 21/01/2026 হইলাম। Bristi Rani Dhar এবং Bristi Dhar একই ও অভিন্ন ব্যক্তির নাম।

●I, Suhit Chakraborty, son of Late Sajani Kanta Chakraborty, residing at 29, Panchanantala Road, Kolkata - 700048, in my voter identity card my name is recorded as Chhattu Chakraborty. Vide Affidavit No. 37AA 218815 Dated 14.06.2010 before the First Class Judicial Magistrate, Sealdah Court I declared that Suhit Chakraborty and Chhattu Chakraborty both are same and identical person.

● আমি Pratim Mondal, S/o Pinaki Mondal, গ্রাম- রামপুর, পোস্ট- রামপুর ভাটপাড়া, থানা- গাইঘাটা, পিন-৭৪৩২৪৯, আমার পিতার নাম বার্থ সার্টিফিকেট ও মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে PINAKI RANJAN MONDAL হওয়ায় 08/11/25 ক্রম নং 8201 বনগ্রাম প্রথম শ্রেণীর এ. সি. জে. এম. কোর্টের এফিডেভিটে PINAKI MONDAL @ PINAKI RANJAN MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলেন।

● আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-(নং- WB 01 1985 0288905)-এ নাম আছে GOUTAM BAHADUR, গত 8/7/2026 চিফ্ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-16623) বলে GOUTAM BAHADUR DARJI হয়েছি।

● আমি PURNIMA MALLIK, D/O- GOBINDA MALLIK, আমার স্বামীর নাম আমার পুত্রের জন্মসার্টিফিকেটে (Regd. No.-B/2024/0323871, date of Regn.-28.02.2024, DOB- 05/04/2016) ভুলবশত BIJAY MALLIK এবং আমার পুত্রের নাম পুত্রের আধার কার্ডে (6527 3107 0593) ভুলবশত AYON MONDAL হওয়ার জন্য গত ইং 12.06.2026 তারিখে বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে (No.- 39) AYAN MALLIK এবং AYON MONDAL ও BIJAY MONDAL এবং BIJAY MALLIK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি, মানস কর্জনা, পিতা- পঞ্চানন কর্জনা, গ্রাম ও ডাকঘর- লক্ষ্মীসাগর, থানা- সিমলাপাল, জেলা-বাঁকুড়া, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বাঁকুড়া-এর নিকট সম্পাদিত হলফনামা, সিরিয়াল নং- ৮২৮/২৬, তারিখ-০৯.০৬.২০২৬ অনুযায়ী আমার নাম মুন্না কর্জনা হইতে মানস কর্জনা করিয়াছি।

● I, SK MOHIUDDIN, son of late Sk Ali Asgar, of 36/3, R.L. Ghosh Road, P.S. Budge Budge, Kolkata -700138, District South 24 Parganas, State of West Bengal, vide Affidavit No. 67136 dated 04. 11.2025, sworn before the Ld. 3rd Judicial Magistrate (1st class) at Alipore, South 24 Parganas, hereby declare that SK MOHIUDDIN and MOHINUDDIN SHAIKH is one and same identical person.

● আমি Samaresh Chandra Das, পিতা-Late Nityananda Das, ঠিকানা-নতুন গ্রাম, পোস্ট- ইস্ট বিদ্যাধরপুর, উত্তর 24 পরগনা, পিন- 743127, West Bengal। আমার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টে আমার নাম Samaresh Das আছে। তাই গত 10/06/2026 তারিখে ব্যারাকপুর 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে এফিডেভিট বলে আজ থেকে সর্বত্র Samaresh Chandra Das নামে পরিচিত হলাম। Samaresh Das এবং Samaresh Chandra Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি মোঃ মাসুম মোল্লা, পিতা-মোঃ ইয়াসিন মোল্লা, সাং-পানশিলা, পোঃ- নিমদাড়িয়া, থানা-দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, 743294, গত ইংরাজী 16.7.26 তারিখে বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার নাম মোঃ মাসুম বিল্লা থেকে মোঃ মাসুম মোল্লা ও বাবার নাম মোহম্মদ আতিকুল ইসলাম থেকে মোঃ ইয়াসিন মোল্লা নামে পরিচিত হইলাম।

● আমি SAMRAT SAHA, S/O- MIHIR SAHA, ঠিকানা: গ্রাম- নবপল্লী, বড়া বামুনিয়া, পোঃ-গুমা, থানা-অশোকনগর, জেলা-উঃ ২৪ পঃ, পিন-743704, পঃ বঃ। গত 12.1.2011 সালের নোটারী পাবলিক এফিডেভিট (নং-486) বারাসাত কোর্টে ঘোষণা বলে আমি SAMRAT SAHA হইতে SAIFUL ISLAM নামে পরিচিত হইয়াছি, পরবর্তীতে পুনরায় গত 8.7.2026 চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট (নং-16551) বারাসাত কোর্টের বলে আমি স্বইচ্ছায় হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি ও SAMRAT SAHA হইতে SAIFUL ISLAM নামে পরিচিত হইয়াছি। SAIFUL ISLAM ও SAMRAT SAHA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি Amjed Hossain, S/o LATE MAHASIN MANDAL, ঠিকানা-উত্তর কাঁচদহ, পোঃ-কাঁচদহ, থানা-স্বরূপনগর, জেলা-উত্তর 24 পরগনা, পঃ বঃ, পিন-743247। গত ইংরেজি 18/07/26 চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট নং 17366 বলে আমার সঠিক নাম AMJED HOSSAIN, S/O LATE MAHASIN MANDAL হয়েছে। আমি AMJED HOSSAIN ও AMJED HOSSAIN MANDAL, AMJED HOSSAIN MONDAL এবং আমার বাবা MAHASIN MANDAL, MAHASIN MONDAL, MAHASIN HOSSAIN ও MOHASIN MONDAL ও M. MANDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। \

● I, Anuradha Ganguly, wife of Swapan Kumar Ganguly, formerly residing at Village & P.O. Balitha, P.S. Kotulpur, District- Bankura, PIN - 722141, and presently residing at 43, Ashutosh Chatterjee Lane, P.O. Mahesh, P.S. Serampore, District- Hooghly, PIN- 712202, do hereby declare that the ancestral surname of my husband's forefathers, "Nandigrami," was previously used with my name. At present, my correct surname is "Ganguly". "Anuradha Nandigrami" and "Anuradha Ganguly" are one and the same identical person. From this day onwards, shall be known and use only the name "Anuradha Ganguly".

● I, Swapan Kumar Ganguly, son of Late Sankari Prasad Nandigrami, formerly residing at Village & P.O. Balitha, P.S. Kotulpur, District- Bankura, PIN -722141, and presently residing at 43, Ashutosh Chatterjee Lane, P.O. - Mahesh. P.S. -Serampore, District Hooghly, PIN - 712202, do hereby declare that the ancestral surname of my forefathers, "Nandigrami," was previously used with my name. At present, my correct surname is "Ganguly." "Swapan Kumar Nandigrami" and "Swapan Kumar Ganguly" are one and the same identical person. From this day onwards, I shall be known and use only the name "Swapan Kumar Ganguly."

● আমি Samir Momtaz Begam, স্বামী -Ahsan Ahmed, ঠিকানা -South Kazipara, Sithi Para Rd, পোঃ -Kazipara, থানা -Barasat, জেলা -24 Pgs. (N), কোল-125 আমার পুত্র (পাসপোর্ট নং -N9400822 তারিখ-26/05/2016) এ আমার নাম ভুলবশত লেখা আছে Mumtaz Ahmed, 17/07/2026 তারিখে Ld Judical Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit বলে আমি Samir Momtaz Begam ও Mumtaz Ahmed এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

● আমার কন্যা SONAI RAY ও আমার পুত্র SANDIP GHOSH এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে PRABIR GHOSH, গত 16.7.2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-12225) বলে আমার সঠিক নাম POBITRA GHOSH হয়েছে। POBITRA GHOSH ও PRABIR GHOSH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। - POBITRA GHOSH

মহুয়ার রক্ষাকবচ

আজকালের প্রতিবেদন

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতির নির্দেশ, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব অভিযোগের ক্ষেত্রে সাজা সাত বছরের মধ্যে। তাই এই মামলায় তিনি তদন্তে সহযোগিতা করলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করবে না পুলিশ। এদিন আদালতে জানানো হয়, বর্তমানে তিনি লোকসভায় অধিবেশনে ব্যস্ত। ১৪ আগস্ট বিকেল ৩টেয় তিনি হাজির হবেন। বিচারপতি এদিন স্পষ্ট করে দেন, ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রক্ষাকবচ বজায় থাকবে। তবে তিনি তদন্তে সহযোগিতা না করলে সেটা রাজ্য হাইকোর্টকে জানাবে। শুনানিতে মহুয়ার আইনজীবী আবেদন করেন, মহুয়া মৈত্রের ওপর ডিম হামলার পাল্টা অভিযোগে পুলিশ তাঁকে তলব করেছে। তাঁকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হোক। তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) বলেন, 'এর আগেও তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সেই নোটিস গ্রহণ করেও তিনি হাজির হননি। উল্টে জানিয়েছিলেন, যে ঠিকানায় নোটিস সেটা নির্মীয়মাণ ভবন। অথচ নোটিস গ্রহণ করেছেন।' এজি আদালতে জানান, মোট চারটি নোটিস দেওয়া হয়েছে। তিনি হাজির হননি। তিনি রক্ষাকবচ চাইতে পারেন। বিচারপতি এটাও স্পষ্ট করে দেন, মহুয়ার থানায় হাজিরার সময় যেন কোনও রকমের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না ঘটে, অর্থাৎ কোনও ডিমবর্ষণের ঘটনা যেন না ঘটে। সাংসদ যাতে কোনও ভাবে হেনস্থার শিকার না হন, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুলিশকে নিতে হবে।

বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুন, গ্রেপ্তার ২

আজকালের প্রতিবেদন

পারিবারিক জমিবিবাদের জেরে নিউ টাউনে বাবা–ছেলেকে কুপিয়ে খুন করা হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মোজাফ্‌ফর মিস্ত্রি ওরফে মনা (৫৫) এবং বাপি মিস্ত্রি (২৬)। এঁরা সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মোজাফ্‌ফরের স্ত্রীকে আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে বাগজোলা খালপাড় সংলগ্ন পাথরঘাটা ছাপনায় শোরগোল পড়ে যায়।

নৃশংস এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে টেকনো সিটি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম চন্টু মিস্ত্রি এবং মিন্টু মিস্ত্রি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা দুই ভাই। সম্পর্কে তারা মৃত মোজাফ্‌ফরের ভাইপো। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিধাননগরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (নিউ টাউন) জ্যোতির্ময় রায়। তিনি জানিয়েছেন, দেহ দু'টি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাগজোলা খালপাড় এলাকায় পৈতৃক কিছু জমি আছে মিস্ত্রি পরিবারের। অভিযোগ, কয়েক বছর আগে মোজাফ্‌ফর মিস্ত্রি টাকার বিনিময়ে বোনেদের অংশ নিয়ে নেন। সেই জমিতে তিনি বাড়ি করছিলেন। তাঁর এক ভাই মাতব্বর মিস্ত্রির অভিযোগ, সামনের বেশি অংশ দখল করে মোজাফ্‌ফর বাড়ি নির্মাণ করছেন। স্থানীয় বাসিন্দা জহিরুল হাজরা জানান, দুই পরিবারের জমিবিবাদ নিয়ে আগে কয়েকবার আলোচনায় বসা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল থেকে নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ তৈরির প্রাথমিক কাজ চলছিল। অভিযোগ, মাতব্বর ও তার দুই ছেলে মিন্টু এবং চন্টু ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

প্যানেলে নাম থাকার অর্থ নিয়োগের অধিকার নয়: হাইকোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন

প্যানেলে নাম থাকার অর্থ নিয়োগের অধিকার নয়। জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মেধা তালিকায় স্থান পেলেই কাউকে বাধ্যতামূলক ভাবে নিযুক্ত করতে হবে এমন কোনও আইনি অধিকার নেই, জানিয়ে দিল বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি মিতা দাস দে–র ডিভিশন বেঞ্চ। জয়নগর–২ আইসিডিএস প্রকল্পের অন্তর্গত মাইদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন আবেদনকারীরা। তাঁদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। ইন্টারভিউ শেষে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদের জন্য ১৩ জনের একটি প্যানেল প্রকাশ করেন। পরে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের নিযুক্তির কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় তাঁরা মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল, প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি রয়েছে। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়নি এবং আবেদনকারীদের অযোগ্য হিসেবে গণ্য করা যাবে না বলে আদালতের কাছে আর্জি জানানো হয়। তবে সিঙ্গল বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপর আবেদনকারীরা ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন। আবেদনকারীদের যুক্তি, একবার প্যানেলে নাম উঠলে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা হিসেবে নিযুক্তির অধিকার তাঁদের রয়েছে। ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তাঁদের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন না। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা। তাই সিঙ্গল বেঞ্চ রিট খারিজের সময় এই বিষয়গুলি বিবেচনা করেনি বলে দাবি করা হয়। অন্যদিকে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, প্রজেক্ট লেভেল সিলেকশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় ওই প্যানেল নিয়ে কোনও বৈঠক হয়নি। ফলে প্যানেলের বৈধতা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের প্রার্থিপদ বিবেচনা করা সম্ভব নয়। রাজ্যের আরও বক্তব্য, রিট পিটিশনের সঙ্গে সংযুক্ত প্যানেলের কপিটি জাল। ওই প্যানেলে নির্বাচন কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরও নেই। মহিলা ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা বা জেলা শাসকের অনুমোদন ছাড়া তৈরি করা এই প্যানেলের কোনও আইনি বৈধতা নেই।

১৭তলার বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু

আজকালের প্রতিবেদন

অভিজাত আবাসনের ১৭ তলার বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ট্যাংরা থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বয়স ১৫ বছর। ডিসি দে রোডের একটি আবাসনের বাসিন্দা ওই নাবালিকা একটি নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। ওইদিন রাতে কোনও ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ১৭ তলায় ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায় নাবালিকা। ওপর থেকে কিছু পড়ার শব্দ পেয়ে অন্য আবাসিকরা ছুটে আসেন। গুরুতর আহত অবস্থায় নাবালিকাকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে।

পিডব্লিউডি ঠিকাদার সংগঠনের দাবি

পিডব্লিউডি–র নির্ধারিত দাম বাজারমূল্য অনুযায়ী বাড়ানো এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনা দ্রুত মেটানো–সহ একাধিক দাবির কথা উঠে এল গ্রেটার কলকাতা পিডব্লিউডি কন্ট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভায়। সম্প্রতি কলকাতার ভারত সভা হলে এই সভার আয়োজন করা হয়। ছিলেন সংগঠনের সদস্য ও বিভিন্ন পদাধিকারীরা। তাঁরা 'ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড' কমানো–সহ একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবি তোলেন। সংগঠনের সভাপতি রাজা মুখার্জি ও সম্পাদক দেবাশিস সরকার দু'জনেই জানান, কিছুটা সময় লাগলেও নতুন সরকার তাঁদের সব সমস্যার সমাধান করবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

মারধর, গ্রেপ্তার ১

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধর ও মাথায় আঘাত করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অজিত মল্লিক। সূত্রের খবর, অভিযোগকারী ব্যক্তির সঙ্গে নিজের স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে—এই সন্দেহের বশেই অজিত তাঁর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে। নিউ মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ধৃতর ২৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত হয়েছে।

উইমেন্স কলেজে 'বন্দে মাতরম্' বক্তৃতা

কলকাতার উইমেন্স কলেজের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা।

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতার উইমেন্স কলেজের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী স্মারক বক্তৃতামালার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার কলেজের সেমিনার হলে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়ে গেল। এদিন কলেজের অধ্যক্ষা ড. অনুপমা চৌধুরির স্বাগত ভাষণের পর 'বন্দে মাতরম্' বিষয়ক একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। 'বন্দে মাতরম্: স্বাধীনতার বীজমন্ত্র' শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা দেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরি কলেজের অধ্যক্ষ ড. পঙ্কজকুমার রায়। বক্তৃতায় 'বন্দে মাতরম্'–এর সাহিত্যিক উৎস, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাবাদর্শগত তাৎপর্য বিশদে তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি এই মন্ত্র কীভাবে দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল তার ব্যাখ্যাও করেন ড. রায়।

সম্প্রতি গণ উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে পালিত হয়ে গেল অরণ্য সপ্তাহ। বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটির প্রায় ৪০০ শিশু নিয়ে এই কর্মসূচি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে ৬০০টি গাছ বিতরণ করা হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক আলোচনা, কুইজ, মোবাইল রিল এবং ডিজিটাল পোস্টার মেকিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ছবি:আজকাল

জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশনের সহযোগিতায় হাসনাবাদে সম্প্রতি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিক্ষা, কৃষি, নারী স্বনির্ভরতা, প্রতিবন্ধী কল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কয়েকশো মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশনের প্রতিনিধি জয় গাঙ্গুলি এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA
TENDER NOTICE
e-Tender Ref. No. : AICRP-Seed/12/26-27 dt. 13.07.2026, **e-Tender ID No. :** 2026_BCKV_1033510_1 is invited from eligible parties for **Combined Chain Harvester with Carry paddy seed into threshing floor at all Farms under BCKV. Last date & time of submission:** 31.07.2026 upto 3.00 p.m. For details, visit : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Nodal Officer

CORRIGENDUM: RNTCHDS
Revised specifications and extension of last date of submission for Purchase of Audio-Visual Solutions for all four rooms. For details visit our website : **www.idsk.edu.in.**

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER NO.: WBNKDA/03/EE-E/ IT- SEC/NKDA OF 2026-27
e-Tender has been invited for the following Name of Work: Supply Installation Configuration and Three-Years Subscription of Autodesk single user AutoCAD Licensed Software for New Town Kolkata Development Authority (NKDA).Estimated Amount: to be quoted. Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): 29/07/2026 upto 11.00 P.M. Details available on Website: https://wbtenders.gov.in & www.nkdamar.org and the office notice board of NKDA.
Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Authority

Sealed Tenders are invited from Qualified and Reputed Contractors who have executed Civil Construction.
NIT No. 267/DS-IIG.P./2026 & 268/DS-II G.P./2026, Date: 21.07.2026
Bid documents can be downloaded from 21/07/2026 AT 5:30 PM and did shall be submitted (Online) upto 2 PM on 31/07/2026.
Visit the following Website: https://www.wbtenders.gov.in for more details.
Sd/-
Dhasparasumatinagar-II Gram Panchayat

Memo No:24/VB G RAMG/MGT-11 Dated: 21/07/2026
NIT No.: 22/VB G RAMG/MGT-II, Dt: 21/07/2026
Tender ID: 2026 _ZPHD_1033399_1 to 14
Under MAGRAHAT II DEVELOPMENT BLOCK.
Lest date of online bid submission is 29-07-2026.
Details on www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Executive Officer
Magrahat-II Panchayat Samity
South 24 Parganas

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following work:
NIT No.: KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-08/2026-27
Name of the Work: **Repairing and replacement of defective spare parts with testing and commissioning of main L.T. Power distribution panel at Water Treatment Plant PH-I under GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 4,89,567.00**; Earnest Money: **Rs. 9,800.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date and time of receipt of tender (online) : **01.08.2026** at **11 a.m.** Last date and time of opening of tender (online) : **03.08.2026** at **11 a.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**
The Executive Engineer (Water Supply), South, Br-X, KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/10A/1st Call
Name of the Work: **Replacement of 4 Nos. Air release valve on N. S. C. Bose Road and allied works in BR-X**; Estimated Amount: **Rs. 2,34,309.72**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion : **10 days**.
(2) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/15/1st Call
Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipe line 600 mm dia. PSC Main at 148/13, 131/42, 148/17 and 148/2 N. S. C. Bose Road and other location in BR-X**; Estimated Amount: **Rs. 2,51,853.60**; Earnest Money: **Rs. 5,100.00**; Period of Completion : **15 days**.
(3) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/16/1st Call
Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipe line 600 mm dia. PSC Jacketing Work at 57/1M N. S. C. Bose Road and other locations in BR-X**; Estimated Amount: **Rs. 2,18,329.56**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion : **7 days**.
(4) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/17/1st Call
Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipe line 600 mm dia. PSC Jacketing Work at 148/56 N. S. C. Bose Road and other locations in BR-X**; Estimated Amount: **Rs. 2,38,010.70**; Earnest Money: **Rs. 4,800.00**; Period of Completion : **10 days**.
(5) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/18/1st Call
Name of the Work: **Leak repairing work on existing water pipe line 600 mm dia. PSC Jacketing Work at 148/12 N. S. C. Bose Road and other locations in BR-X**; Estimated Amount: **Rs. 2,30,039.89**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion : **7 days**.
(6) NIT No.: KMC/WS/EE/S/M/26-27/19/1st Call
Name of the Work: **For Leak repairing work on existing water pipe line 600 mm dia. PSC Jacketing Work at 148/17 N. S. C. Bose Road and other locations in BR-X**; Estimated Amount: **Rs. 2,31,080.43**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion : **10 days**; Date and time of publication/ submission start: **30.07.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 6]**; Last date and time of submission: **08.08.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 6]**; Tender opening date and time: **11.08.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 6]**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 6].**
The Executive Engineer (Water Supply)/TPS, KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/TPS/14/2026-2027
Name of the Work: **Construction of Walkway from 24" feeding valve of 8 MG Reservoir to Gate Number 5A at Tallah Pumping Station**; Estimated Amount : **Rs. 2,14,997.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **30 days**.
(2) NIT No.: KMC/WS/TPS/15/2026-2027
Name of the Work: **Loading unloading of condemned materials from Tallah Pumping Station to condemned store**; Estimated Amount : **Rs. 1,90,705.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 days**; Last date and time of submission of bid : **03.08.2026** up to **2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**
CORRIGENDUM
NIT No. KMC/SWM-II/E//26-27/03-R (2nd Call) published in this newspaper on 11.07.2026 (Key No. 214/26-27) of SWM-II Department. Last date and time of submission of bid will be read as **28.07.2026** at **5 p.m.** instead of 20.07.2026 up to 5 p.m.
252/26-27

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** এক বছরের জন্য ১৩টি এমআর ৩০০ সিরিজের রেক-এ (এমআর-৩০১, এমআর-৩০২, এমআর-৩০৩, এমআর-৩০৪, এমআর-৩০৫, এমআর-৩০৬, এমআর-৩০৭, এমআর-৩০৮, এমআর-৩০৯, এমআর-৩১০, এমআর-৩১১, এমআর-৩১২ এবং এমআর-৩১৩ প্রভৃতি রেকসমূহ) এএএল নির্মিত ও ফিট করা পাবলিক অ্যাড্রেস অ্যান্ড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএপিআইএস)-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৫,৫২,৭৬০.৬৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১১,১০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০ ০৯০-এর কার্যালয়। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
ই-টেন্ডার নং. ঃ এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৫-২৬-০৬
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

R S SOFTWARE (INDIA) LIMITED
(CIN: L72200WB1987PLC043375)
Registered Office : "FMC FORTUNA", 1st Floor, A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020
Phone Nos. : 033 22810106/07, 22875746, Fax No. : 033 22876256, Website: www.rssoftware.com
CORRIGENDUM
We regret for the following printing errors in the Annual Report of the Company for the Year 2025–26 :
Please read the followings as stated below :
- Page no.192; point no. 35 (at the bottom), the line should be read as: 'There is no Impairment of assets during the period ended 31st March 2026 under Ind AS 36'.
- Page no. 193; point no.38, inside the table under 'Financial instruments by category' the date '30 Sep 2025' should be read as '31st March 2026'.
- Page no.193; Inside the other table the line should read as 'Financial assets and liabilities measured at amortised cost for which fair values are disclosed on 31st March 2026'.
- Page no. 194; Inside the table under '(iii) Fair value of financial assets and liabilities measured at amortised cost' the date '30 Sep 2025' should be read as '31st March 2026'.
- Page no.195; Inside the table under '(i) Maturities of financial liabilities' the date '30 Sep 2025' should be read as '31st March 2026'.

For R S Software (India) Limited
Sd/-
Place : Kolkata — Vijendra Kumar Surana
Date : July 21, 2026 — CFO & Company Secretary

कैनरा बैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
কলকাতা ধর্মতলা ব্রাঞ্চ (১৯৫৯২)
৭এ, হসপিটাল স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০৭২।
তারিখ: ২১.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — কানাড়া ব্যাঙ্ক

District 24 Parganas (South), IN THE COURT OF LEARNED 6th ADDITIONAL DISTRICT JUDGE AT ALIPORE
Original Suit No. 04 of 2018
Arising out of Act XXXIX (Probate) Case No. 1026 of 2016
Dr. Satyendra Nath Mukherjee, son of Late Dr. Phanindra Nath Mukherjee, residing at 237, Granite Springs Road, York Town Heights, New York, U.S.A. 10598 and also residing at 10, Biren Roy Road (West), P. S. Behala, Kolkata- 700 034.
...Plaintiff
Vs
1. Dr. Samindranath Mukherjee, Son of Late Dr. Phanindra Nath Mukherjee, Residing at Flat No. 401, Siddhant Sunrise Survey No. 33/2/38, Baner, Pune-411045.
2. Sri. Indranath Mukherjee, son of Late Phanindra Nath Mukherjee, residing at Palash Appartment, Flat "C", 328, B. B. Sengupta Road, Kolkata- 700 034.
3. Dr. Anuradha Mukherjee, daughter of Late Phanindra Nath Mukherjee, 10, Biren Roy Road (West), P.S. Behala, Kolkata -700 034.
4. Dr. Sarbani Putatunda, Wife of Sri Satya Jyoti Putatunda, residing at BC 30/2, Sector- I, Salt Lake, Kolkata - 700 064;
...Defendants
LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that the abovenamed plaintiff has filed the abovementioned Suit for grant of Probate in respect of the last will and testament dated 02.05.2012 of Late Sagarika Mukherjee, deceased and Mr. Nirmalendu Nath and his wife Mrs. Dipti Nath, both of 118/3, Biren Roy Road (West), Kolkata-700 061, were the attesting witnesses of the said last will and testament and despite service of notice at their recorded address for giving evidence in the above matter, they did not appear. It is hereby informed that both the attesting witnesses namely (1) Nirmalendu Nath and his wife Dipti Nath, shall be present on 01.08.2026 for giving evidence as attesting witnesses in the above matter, otherwise the law will take its own recourse.
BY ORDER
Mrityunjoy Biswas
Bench Clerk

SBI এসবিআই এসএমই হাওড়া ব্রাঞ্চ
২৩৯, পঞ্চাননতলা রোড, এস.কে.রায় বিল্ডিং, ৩ নং ফ্লোর, হাওড়া– ৭১১১০১
প্রেমিসেস আবশ্যক
এসবিআই এসএমই হাওড়া ব্রাঞ্চের জন্য উপযুক্ত প্রেমিসেসের প্রয়োজনীয়তা
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রস্তুত প্রেমিসেসের বাড়িওয়ালা/ মালিকদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক অফিস স্পেস অধিগ্রহণের জন্য সিলমোহরযুক্ত প্রস্তাব আহ্বান করছে। প্রেমিসেসটি উপরে উল্লিখিত ব্রাঞ্চের অবস্থানগুলির কাছাকাছি কৌশলগতভাবে অবস্থিত হতে হবে, যার ব্যবহারযোগ্য আচ্ছাদিত/ ফ্লোর এরিয়া নির্দিষ্ট করা অনুযায়ী হতে হবে। প্রেমিসেসটি বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোর বা ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত হওয়া উচিত যেখানে ভাল ফ্রন্টেজ, পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা, পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা (৫টি টু হুইলার এবং ৪টি ফোর হুইলার) এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। (দ্রষ্টব্য: দরদাতাকে কম্পাউন্ডের মধ্যে জেনারেটর স্থাপন এবং চালানোর জন্য ব্যাঙ্কের কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই **৮০ বর্গফুট থেকে ১০০ বর্গফুট** স্পেস প্রদান করতে হবে এবং এই সুবিধাগুলির জন্য কোনও পৃথক পেমেন্ট প্রদান করা হবে না)। **বিশেষত সম্পূর্ণ স্পেস গ্রাউন্ড ফ্লোর বা ফার্স্ট ফ্লোরে হওয়া উচিত (সম্পূর্ণ প্রেমিসেস ফার্স্ট ফ্লোরে হলে লিফট থাকা আবশ্যক)**। দখল/ ব্যবহারের জন্য প্রেমিসেসটি প্রস্তুত/খোলা জায়গা হওয়া উচিত। **সরকারি বিভাগ/ পাবলিক সেক্টর ইউনিট মালিকানাধীন প্রেমিসেসকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।** পরিষ্কার স্বত্ব সহ উপযুক্ত প্রেমিসেসের মালিক আগ্রহী পক্ষগুলি সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ এবং অনুমোদিত প্ল্যানের একটি কপি প্রদান করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে আবেদন করতে পারেন এবং **"Application For Alternate Premises for SBI SME Howrah Branch"** ("এসবিআই এসএমই হাওড়া ব্রাঞ্চের বিকল্প প্রেমিসেসের জন্য আবেদন") হিসাবে যথাযথভাবে চিহ্নিত পৃথক সিলমোহরযুক্ত খামে **"টেকনিক্যাল বিড এবং প্রাইস বিড"** জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্কের দ্বারা কোনও ব্রোকারেজ প্রদান করা হবে না। আগ্রহী জমির মালিকদের অবশ্যই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: **https://sbi.co.in**–এর **"Procurement news"**–এর অধীনে এই লিঙ্ক থেকে দেখতে হবে: **https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news**।
যথাযথভাবে পূরণ করা নোটিস ইনভাইটিং অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাপ্লিকেশন লেটারের সংবাদের সাথে প্রাইস বিড ডাউনলোড করুন এবং জমা দিন। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আবেদন প্রাপ্তির শেষ তারিখ **০৫.০৮.২০২৬ তারিখের আগে বিকেল ৩:০০–এর মধ্যে।**

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত এরিয়া/ সেন্টারের নাম	জেলা	পপুলেশন গ্রুপ	প্রয়োজনীয় এরিয়া (বর্গফুটে)
১.	এসএমই হাওড়া	হাওড়া	মেট্রো	৩৪০০–৩৬০০

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ: ২২.০৭.২০২৬ — এসবিআই এসএমই হাওড়া ব্রাঞ্চ

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬–এর অধীনে ই–অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)
(CIN: U51109WB1991PLC053442)
(মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক পাস হওয়া ২৭.০২.২০২৬ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন)
মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২৭.০২.২০২৬ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী নিযুক্ত **বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড** (লিকুইডেশনের অধীনে থাকা কর্পোরেট ডেটর)–এর নিম্নস্বাক্ষরকারী লিকুইডেটর, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬–এর অধীনে কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ এমন নিম্নলিখিত চলনযোগ্য সম্পত্তিগুলি ই–অকশনের মাধ্যমে "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে", "যা কিছু যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "রিকোর্স ছাড়া ভিত্তিতে" বিক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। ব্যাঙ্কনেট (BAANKNET)–এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে। নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) বিক্রির জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির ই-অকশন পোর্টাল।

অকশন বিবরণ

ক্রম নং	বিবরণ	অ্যাসেট লট ১–একুশটি যানবাহনের বিক্রয়	অ্যাসেট লট ২–প্ল্যান্ট ও মেশিনারি বিক্রয়
১	সংরক্ষণ মূল্য	₹২৭,৫০,৫৬৬/–	₹৮,৪৯,৮৪৫/–
২	ইএমডি	₹২,৭০,০০০/–	₹৮০,০০০/–
৩	বৃদ্ধি মূল্য	₹৫০,০০০/–	₹২০,০০০/–
৪	যোগ্যতার নথিপত্র জমা দেওয়া	২২.০৭.২০২৬ থেকে ০৬.০৮.২০২৬	
৫	নথিপত্র পরিদর্শনের তারিখ	০৪.০৮.২০২৬ থেকে ১০.০৮.২০২৬	
৬	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২.০৮.২০২৬	
৭	ই–নিলামের তারিখ	১৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	

নোট ১: কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে", "যা কিছু যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রিকোর্স ছাড়া ভিত্তিতে" অনুষ্ঠিত হবে এবং "অনলাইন"-এ পরিচালিত হবে।
নোট ২: প্রসেস মেমোরেন্ডামে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি লট অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। বিডার নির্দিষ্ট লটগুলির বিপরীতে উল্লিখিত বায়না জমা জমা দিয়ে লটের সমন্বয়ের জন্য বিড করতে পারেন।
নোট ৩: এই বিজ্ঞপ্তিটি সেল প্রসেস মেমোরেন্ডামের সাথে পড়তে হবে যাতে সম্পত্তির বিবরণ, অনলাইন ই-অকশন বিড ফর্ম, ডিক্লারেশন এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, ই-অকশনের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী রয়েছে যা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) বিক্রির জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির ই-অকশন পোর্টাল BAANKNET-এ উপলব্ধ। আরও বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে cirp.bcfl@gmail.com–এ একটি ই–মেল পাঠান।
নোট ৪: আগ্রহী বিডারদের "https://ibbi.baanknet.com/" পোর্টালে তাদের নিজস্ব ই-ওয়ালেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বায়না জমা জমা দিতে হবে।
নোট ৫: নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহী বিডারদের ই-অকশন পোর্টালটিতেই সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র আপলোড করতে হবে। বিডারদের সাথে সমস্ত যোগাযোগ শুধুমাত্র নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
নোট ৬: সম্ভাব্য বিডারদের একটি আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে যাতে নিশ্চিত করা হয় যে তারা প্রযোজ্য অনুযায়ী IBC ২০১৬–এর সেকশন ২৯এ–এর অধীনে কোনও অযোগ্যতায় ভুগছেন না। যদি কোনও বিডারকে যে কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে পাওয়া যায়, তবে ইএমডি (EMD) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ঘোষণা : এই বিজ্ঞাপনটি বিডারদের আগ্রহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং লিকুইডারের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডারের যেকোনো সময় এবং যেকোনো ক্ষেত্রে, কোনো কারণ না দেখিয়ে, এই আমন্ত্রণ সহ যেকোনো সময়সীমা বা এর সাথে জড়িত প্রক্রিয়া সংশোধন এবং/অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। পূর্বোক্ত সময়সীমা সহ আমন্ত্রণে এই ধরনের যেকোনও সংশোধনী জানানো হবে।
রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P-01802/2019-2020/12759
তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
ই-মেল: cirp.bcfl@gmail.com

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India
[নিয়ম ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
ক্যানিং স্ট্রিট শাখা
৬ডি, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০০১
তারিখ: ২০.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নাট্য কর্মশালা ও দায়বদ্ধতা

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাট কলকাতা–র উদ্যোগে এ বছরও অনুষ্ঠিত হল নাট্য কর্মশালা। অভিনয়চর্চার পাশাপাশি নতুন শিল্পীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
সংস্থার অন্যতম কর্ণধার সোমা সাহা বলেন, আমাদের এই নাট্য কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য শুধু অভিনয় শেখানো নয়, বরং বিভিন্ন প্রতিভাবান মানুষকে এক ছাদের নীচে এনে তাঁদের ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ করে দেওয়া। আমাদের নিজস্ব সংস্থার বিজ্ঞাপন, শর্ট ফিল্ম ও অন্যান্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
তাঁর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, এই নাট্য কর্মশালা কেবল সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়বদ্ধতা।
এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কমল চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেন, নীল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌতম হালদারের মতো গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান।
কর্মশালার ব্যবস্থাপক ঊর্মি মুখোপাধ্যায় বলেন, এই কর্মশালার মাধ্যমে আমরা একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই। এবারের কর্মশালায় – প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন পৌলমী বসু এবং বিদীপ্তা চক্রবর্তী। বিজয়গড়ের নিরঞ্জন সদনে দুদিনের এই কর্মশালায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের আগ্রহী মানুষকে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাঁদের ভবিষ্যতে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে যুক্ত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ‘বন্দে মাতরম্’–এর ১৫০ বছর পূর্তিবর্ষে জাতীয় মঞ্চে ভাটপাড়া আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপের ‘অখণ্ড ভারতের অতন্দ্র প্রহরী’ নাটকটি নির্বাচিত হয় এবং শ্যামনগর রবীন্দ্র ভবনে সফল ভাবে মঞ্চস্থ হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন–আধারিত প্রযোজনাটি অভিনয়, নির্দেশনা ও শিল্পমানের জন্য দর্শকদের বহুল প্রশংসাও অর্জন করে।

তোমায় প্রণাম শতবার

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: ‘কৃষ্ণকলি’ সাংস্কৃতিক সংস্থা রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে আয়োজন করেছিল কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান ‘তোমায় প্রণাম শতবার’। উদ্বোধন করেন সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সদস্যরা দু’টি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সেদিন দু’টি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। ‘পঁচিশে বৈশাখ’ কবিতাটিআবৃত্তি করেন কৃষ্ণকলি বসু নিয়োগী এবং গানে ছিলেন সুছন্দা ঘোষ। তাঁদের যৌথ উপস্থাপনা বেশ ভাল লাগে। অপর আলেখ্যটি ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতাটির সঙ্গে গানের সমন্বয়ে নিবেদিত হয়। আবৃত্তিতে কৃষ্ণকলি বসু নিয়োগী। সঙ্গীতে ছিলেন সায়ন্তনী গুপ্ত ও শুভাশিস মিত্র। একক সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন অলক রায়চৌধুরি, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশ্রী ভট্টাচার্য, মাধবী দত্ত, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, পারমিতা ঘোষ, কিংশুক রায় ও আরও অনেকে। আবৃত্তি পরিবেশনায় ঈশিতা দাস অধিকারীর নিবেদন মনে রাখার মতো। এছাড়া আবৃত্তিতে ছিলেন স্বাগতা পাল, তৃপ্তি কুন্ডু রায়, দেবযানী বসু কুমার, সোমা ঘোষ, সুস্মেলী দত্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌ গুহ। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায় ছিলেন জয়ন্ত নিয়োগী।

অস্তিত্বের সঙ্কট ও ইতিহাস

বাকি ইতিহাস। বাদল সরকারের এই নাটক নতুন করে মঞ্চে নিয়ে এল ‘নির্বাক অভিনয় অ্যাকাডেমি’। পরিচালনায় সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আপনি কেন আত্মহত্যা করলেন? এই প্রশ্নের জবাবে, আত্মহননকারী পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনি কেন আত্মহত্যা করেননি?
এই প্রশ্ন এবং পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কটে পৌঁছে যায় যে নাটক, তার নাম ‘বাকি ইতিহাস’। শতবর্ষ উত্তীর্ণ নাটককার বাদল সরকার এই নাটকটি লেখেন ১৯৬৫ সালে। তখন তিনি নাইজেরিয়ায়। নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বহুরূপী’ নাট্য পত্রিকায়। এবং এই নাটক কৃতিত্বের সঙ্গে প্রযোজনাও করেছিল ‘বহুরূপী’। পরে, বাদল সরকার তাঁর নিজের দল ‘শতাব্দী’ থেকেও এ নাটক প্রযোজনা করেন। এবং তাঁর নিজস্ব থার্ড থিয়েটারের আঙ্গিকেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন এই নাটক।
এই নাটক আবার পুনর্নির্মাণ করল ‘নির্বাক অভিনয় অ্যাকাডেমি’। বাংলা ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নাটক আবার মঞ্চে ফিরিয়ে এনে অবশ্যই জরুরি কাজ করল এই নাট্যদল। এ নাটকের সামগ্রিক ভাবনা ও নির্দেশনায় সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। তিনি এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে (বাসন্তী) অভিনয়ও করেছেন। এই নাটকের সম্পাদনায় আছেন অশোক মুখোপাধ্যায়।
ব্যক্তিমানুষ শুধুমাত্র নিজের ছোট্ট ঘেরাটোপে থেকে জগৎ, জীবন থেকে যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তা হলে বাকি ইতিহাস তার কাছে অধরা থেকে যায়।
একজন মানুষকে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে চেয়েছেন বাদল সরকার। তাই, এ নাটক শেষ পর্যন্ত ছোট্ট ঘেরাটোপ ভেঙে ফেলার দিকে এগিয়ে যায়।
নাটকের শুরুতে, মঞ্চের পেছনের পর্দায়, প্রোজেকশনে বাদল সরকারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নেপথ্যে শোনা যায়, বাদল সরকারকে নিয়ে অঞ্জন দত্তের গান। সন্দেহ নেই, সূচনাতেই সুরঞ্জনা এই নাটকের গভীর যাত্রাপথ সম্পর্কে সচেতন করেছেন দর্শকদের। সূচনার ভাবনাটি চমৎকার।

একটি দৃশ্যে পদ্মনাভ ও সুরঞ্জনা।

খুবই সাদামাঠা ভাবে শুরু এই নাটক। এক মধ্যবিত্ত দম্পতি শরদিন্দু ও বাসন্তী। শরদিন্দু কলেজে পড়ায়। বাসন্তী স্কুলশিক্ষিকা। সকালের খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবরে চোখ আটকে যায় শরদিন্দুর। তাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক সীতানাথের আত্মহত্যার খবর ছাপা হয়েছে কাগজে।
এই আত্মহত্যা নিয়েই তো একটা গল্প লিখতে পারে বাসন্তী। তার কাছে সম্পাদকের চাপ আছে। শরদিন্দু জোর করায় বাসন্তী গল্প লিখতে শুরু করে। সে গল্প তেমন পছন্দ হয় না শরদিন্দুর। তখন বাসন্তী জোর করায় শরদিন্দু নিজের লেখা গল্পের ভেতরে খুঁজতে থাকে সীতানাথের আত্মহননের রহস্য। শরদিন্দুর চরিত্রে পদ্মনাভ দাশগুপ্ত এবং বাসন্তীর চরিত্রে সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত এতটাই স্বাভাবিক অভিনয় করেন যে, মনে হয় তাঁরাই আসলে শরদিন্দু আর বাসন্তী।
আসল চরিত্র কোনটা? সীতানাথ আসলে কেমন? শরদিন্দু আর বাসন্তীর লেখা গল্পের সূত্রে, নির্মিত হতে থাকে ওই সীতানাথ এবং তার স্ত্রী কণার মধ্যবিত্ত জীবনযাপন। দু’জনের গল্পে ক্রমান্বয়ে দু’জন সীতানাথ ও দু’জন কণা জীবন্ত হয়ে ওঠে মঞ্চে।
এবং আত্মহননকারী সীতানাথ মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় শরদিন্দুর। শুরু হয় দু’জনের যুক্তির লড়াই। কোনও যুক্তি সমর্থন করে নিজের ছোট্ট ঘেরাটোপকে, কোনও যুক্তি ঘেরাটোপ ভাঙার কথা বলে।
কণার চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন মৌলি রায়। দুই গল্পের দু’রকম চরিত্রেই তাঁর ‘কণা’ আমাদের স্পর্শ করে। আর, সীতানাথের চরিত্রে অনির্বাণ দাস অনবদ্য। চরিত্রটি কঠিন। কারণ, অনির্বাণের ব্যক্তিগত সঙ্কট, তার আদর্শ, তার লোভ, তার বেঁচে থাকার পথ, তার ঠিক, তার বিভ্রম— সব ক’টা অনুভূতিকে স্পষ্ট করা খুব সহজ কাজ নয়। অনির্বাণ সেই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। তাই স্মরণযোগ্য হয়ে থাকে তাঁর অভিনয়।
অন্যান্য চরিত্রে বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন অনিকেত ঘোষ, হারাধন বিশ্বাস, অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর চন্দ, তন্ময় মজুমদার প্রমুখ।
সুরঞ্জনা দাশগুপ্তের ভাবনায় সন্দীপ বিশ্বাসের মঞ্চ, রাজু ধর ও সাধন পাড়ুইয়ের আলো, তূণীর চ্যাটার্জির সঙ্গীত এ নাটকের সম্পদ। অঞ্জন দত্ত ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গানের ব্যবহার প্রযোজনাটিকে মর্যাদাবান করেছে।
‘বাকি ইতিহাস’ নাটক ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে, সংসার থেকে বৃহত্তর সমাজের দিকে যেতে চায়। যদিও, সীতানাথের সঙ্কট খুবই ব্যক্তিগত। কিন্তু সেই সঙ্কট ভয়াবহ। সেই সূত্র ধরে অস্তিত্ববাদ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, যুদ্ধ, অত্যাচারের ইতিহাসে চলে যায় এই নাটক।
সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত ‘বাকি ইতিহাস’কে নতুন করে মঞ্চে এনে ইতিহাসের দায় ও দায়িত্বকে স্বীকার করে নিলেন। নাটকের মঞ্চ যেমন নতুন ভাবনার জন্ম দেয়, তেমনই বহন করে উত্তরাধিকারও। এই দুটো দায়িত্বই পালন করলেন সুরঞ্জনা। এবং প্রমাণ করলেন, কিছু তো বাকি থাকবেই, তবুও ইতিহাস— বহমান।

মা এসেছে

বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে ছিল তাঁর পদার্পণ দিবসের অনুষ্ঠান।

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: বাগবাজারের মায়ের বাড়িতে সারদাদেবীর পবিত্র পদার্পণ দিবস উপলক্ষে উদ্‌যাপিত হল ‘মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই’ শিরোনামে অনুষ্ঠান। সম্প্রতি উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ সভাগৃহে। শুরুতে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সামপ্রিয়ানন্দ

উৎসব দাস।

ভক্তিগীতি শোনালেন। ভক্তদের কালী–কীর্তনে মুগ্ধ করলেন কল্যাণী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী দুর্গানাথানন্দ। দ্বিতীয় পর্বে রামকৃষ্ণদেবের ভাবনার আধারে ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন উৎসব দাস। এদিন তাঁর গাওয়া ‘এসেছে নূতন মানুষ’, ‘যে তৃষা জাগিলে’, ‘পাখি তুই ঠিক বসে থাক’, ‘তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা’–সহ প্রতিটি গান উপস্থিতa শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সবশেষে ভক্তিগীতি ও ভজন গানে সকলের মন জয় করে নেয় মনোময় ভট্টাচার্যের নিবেদন।

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (‘উক্ত রুলসমূহ’)–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) (‘উক্ত অ্যাক্ট’)–এর ১৩(১২) ধারার সংস্থানাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ট্রাস্টগুলির ট্রাস্টিরূপে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কার্যরত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড [‘এআরসিআইএল’]–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে নীচের টেবিলে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ‘যেখানে আছে, যেমন আছে ও যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	এলএএন নং/ ট্রাস্টের নাম/ ব্যাঙ্কের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১)	ঋণগ্রহীতা: **প্রতাপ সাহা** সহ-ঋণগ্রহীতা: **সুমিতা সাহা এবং কার্তিক সাহা**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **১৯৪০০০৪২৪২৯** এআরসিআইএল- ট্রাস্ট-২০২৫-০০৮ পিরামল ফিন্যান্স	**₹৭৩,৬৩,৯৫৪.১১ (তিয়াত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার নশো চুয়ান্ন টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র),** ০৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৫.১১.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২৪.১১.২০২৫	প্রতীকী ১৮ জুলাই, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ১ কাঠা ৪ ছটাক ৭ স্কোয়ার ফুট কমবেশি তৎসহ একটি একতলা বাড়ি যার আচ্ছাদিত এলাকা প্রায় ৫২৮ স্কোয়ার ফুট যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- নোয়াপাড়া, জে এল নং ০৯, আর এস নং ২২, তৌজি নং ১৭৩, প্লট নং ২০৯ এবং ২১০, সি এস খতিয়ান নং ২৯, আর এস খতিয়ান নং ৬৫২, হোল্ডিং নং ৯৫৮ ওয়ার্ড নং ২৯ এর অন্তর্গত, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৯/৬/১, নবীন চন্দ্র দাস রোড, বরাহনগর পৌরসভার অধীনে, থানা- বরাহনগর, এ ডি এস আর- কাশীপুর দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯০ উক্ত জমিটির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ৪ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর, দক্ষিণ- ফরওয়ার্ড কলোনির জমি, পূর্ব- ২০৯ এবং ২১০ নং দাগের জমি, পশ্চিম- চন্দন সরকারের জমি			
২)	ঋণগ্রহীতা: **অঙ্কন দত্ত** সহ-ঋণগ্রহীতা: **ঝিলিক দত্ত**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **২০০০৭৮১০০০১৩৩৮** এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹২১,৮৩,৬৯৫.৬৭ (একুশ লক্ষ তিরাশি হাজার ছশো পঁচানব্বই টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা মাত্র),** ০৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০৫.০৭.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ১০.০৭.২০২৫	প্রতীকী ১৮ জুলাই, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার নং জি এস-১, একতলা, যার সুপার বিল্ট-আপ পরিমাপ কমবেশি ৬৫০ স্কোয়ার ফুট, ‘‘সুশীল ভবন’’-এর অন্তর্গত, যাতে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং, ১ টি রান্নাঘর, ১ টি শৌচাগার তৎসহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পানশিলা, রে সা নং ১০৩, তৌজি নং ১৫৫, এল ও পি নং ২২, সি এস দাগ নং ২০০(পি) এবং ২৮৩(পি), আর এস এবং এল আর দাগ নং ৫৫২, এল আর খতিয়ান নং ১১২৫ এবং ১৩১৬, জে এল নং ০৬, ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা গভঃ কলোনি, পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- খড়দহ, পশ্চিমবঙ্গ উক্ত জমিটির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- দলিল অনুযায়ী, দক্ষিণ- দলিল অনুযায়ী, পূর্ব- দলিল অনুযায়ী, পশ্চিম- দলিল অনুযায়ী			
৩)	ঋণগ্রহীতা: **সৌমেন ভৌমিক** সহ-ঋণগ্রহীতা: **কৃষ্ণা ভৌমিক**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: ২৭০০০০০১২৫০ এআরসিআইএল- ট্রাস্ট-২০২৫-০০৮ পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড	**₹১০,৯২,৫৩৪ (দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা মাত্র),** ৩০.০৬.২০২১ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ০১.০৭.২০২১ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ৩০.০৬.২০২১ দাবি বিজ্ঞপ্তি দাতা পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড	প্রতীকী ১৮ জুলাই, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি তৎসহ একটি জি+৩ তলা বাড়ি যার ফ্ল্যাট নং ডি-৮ যার পরিমাপ প্রায় ৬৩৪ স্কোয়ার ফুট কমবেশি, তৃতীয় তলায়, পূর্ব দিকে, যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৪১২৯(পি), এল আর খতিয়ান নং ২২৭ এর অধীনে, জে এল নং ০৩, মৌজা- বেলঘড়িয়া, ই পি নং ১০১, এস পি নং ২২৭, প্রেমিসেস নং ১৩৩, প্রফুল্ল নগর, ওয়ার্ড নং ১৮ এর অন্তর্গত এবং হোল্ডিং নং ৭৫৬, কামারহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা- বেলঘড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ উক্ত জমিটির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল অনুযায়ী): উত্তর- ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- তারাপদ রায় এবং অন্যদের বাড়ি, পূর্ব- শ্যামাপদ সাহার বাড়ি, পশ্চিম- ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা।			
৪)	ঋণগ্রহীতা: **নব কুমার ঘোষ** সহ-ঋণগ্রহীতা: **রিঙ্কু ঘোষ**	লোন অ্যাকাউন্ট নং: **৭১১৭০০০০০০২৯৮৫,** এআরসিআইএল-২০২৪সি-০০৪-ট্রাস্ট বন্ধন ব্যাঙ্ক	**₹১২,৪৫,৮৯২.২ (বারো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশো বিরানব্বই টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র),** ১৪.১১.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর ১৫.১১.২০২৫ থেকে চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি নোটিসের তারিখ: ২১.১১.২০২৫	প্রতীকী ১৮ জুলাই, ২০২৬
	সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ ৬ দশমিক ৩০ ডেসিমেল কমবেশি, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বনগ্রাম, আর এস এল আর দাগ নং ৩০৪৫, আর এস খতিয়ান নং ৭২৩, এল আর খতিয়ান নং ১৬১৭৯, জে এল নং ১১৬, ওয়ার্ড নং ১২, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৩৫ এবং চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- মলিনা ঘোষের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণ- বিশ্বজিৎ ঘোষের জমি ও বাড়ি, পূর্ব- ৪ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ পরিসর, পশ্চিম- বিবেক ঘোষ।			

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি এআরসিআইএল–এর আইনি দখলে রয়েছে এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১৩) নং ধারাধীনে এআরসিআইএল–এর আগাম লিখিত অনুমোদন ছাড়া উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) বা কোনও ব্যক্তি, এই নোটিস প্রাপ্তির পরে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও লেনদেনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে বা দায় ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি–সহ ওপরে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে এআরসিআইএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২.০৭.২০২৬

Arcil Premier ARC
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: U65999MH2002PLC134884; ওয়েবসাইট: www.arcil.co.in
রেজিস্টার্ড অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই–৪০০০২৮। ফোন: +৯১ ২২ ৬৬৫৮ ১৩০০
শাখা অফিস: রুম নং ১০০১, ফ্লোর নং ১০, সিগনেট টাওয়ার, ডিএন ২, সেক্টর V সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ। ফোন: ০৩৩ ৪৮২২৬৬০৮

জেটন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড
৩ নং ফ্লোর, নং–৩বি, শ্রী কৃষ্ণ স্কোয়ার প্রেমিসেস নং ২এ গ্র্যান্ট লেন, নং ২৫৭, ব্লক, XVI, ওয়ার্ড নং ৪৬, বউবাজার, কলকাতা– ৭০০০১২
ই–মেল: jaytontrading@gmail.com
টেলিফোন: +৯১–৯৮৩৬৬৬১৩৭৮
CIN: U51909WB1995PTC073138
ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়: **জেটন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস **৩ নং ফ্লোর, নং–৩বি, শ্রী কৃষ্ণ স্কোয়ার প্রেমিসেস নং ২এ গ্র্যান্ট লেন, নং ২৫৭, ব্লক, XVI, ওয়ার্ড নং ৪৬, বউবাজার, কলকাতা– ৭০০০১২।**
.....পিটিশনার/আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ৯ জুন, ২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির **বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘ছত্তিশগড় রাজ্য’**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্ঘস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা **এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)**–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং–IIIF/১৬, এএ–IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩ নং ফ্লোর, নং–৩বি, শ্রী কৃষ্ণ স্কোয়ার প্রেমিসেস নং ২এ গ্র্যান্ট লেন, নং ২৫৭, ব্লক, XVI, ওয়ার্ড নং ৪৬, বউবাজার, কলকাতা– ৭০০০১২।
আবেদনকারীর জন্য ও তরফে
জেটন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/–
ডিরেক্টর
তারিখ: ২১.০৭.২০২৬ রমেশ ওরুগান্তি রাও
স্থান: কলকাতা DIN NO: 09118873

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়:
শায়ারটেকনিক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN: U74999WB2016PTC215583)
রেজিস্টার্ড অফিস ১৩/এ, চৌধুরী পাড়া লেন বল্লভপুর, শ্রীরামপুর, হুগলি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২২০১
.....আবেদনকারী কোম্পানি/ পিটিশনার
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **১৫ জুলাই, ২০২৬** তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’** থেকে **‘কর্ণাটক রাজ্য’**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্ঘস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা **এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম** দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, রিজিওনাল ডিরেক্টর অফিস (ইস্টার্ন রিজিয়ন), কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং–IIIF/১৬, এএ–IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
১৩/এ, চৌধুরী পাড়া লেন বল্লভপুর, শ্রীরামপুর, হুগলি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২২০১
আবেদনকারীর জন্য ও তরফে
শায়ারটেকনিক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/– দেবাশিষ পান্ডা
(ডিরেক্টর)
DIN: 07492263
তারিখ: ২২.০৭.২০২৬। স্থান: হুগলি

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd
কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ এবং ৫০৩, ৫ নং ফ্লোর, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র– ৪০০০৭২
ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ অফিস: ফ্ল্যাট নং ১-এ, হাউস নং ৩১(৭) ফার্স্ট ফ্লোর, পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বারাসাত রোড, ওয়ার্ড নং ৩, ২য় লেন, বিধানপল্লী, প্যানাসিয়া নার্সিং হোমের নিকটে, ব্যারাকপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২২
বর্ধমান ব্রাঞ্চ অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, গোপাল ভবন, হোল্ডিং নং ৩৯, মৌজা ইছলাবাদ, ওয়ার্ড নং ১০, বর্ধমান- ৭১৩১০৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।

দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট–IV] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	শাখার নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	**(ব্যারাকপুর শাখার লোন কোড ০৬২১০০০০০১৭), মানিক নট্ট (ঋণগ্রহীতা) ঝুমুর নট্ট (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	সেই সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যা ৩ নং ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং - ‘‘৩সি’’, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কম-বেশি ৮০৯ বর্গফুট, ‘ত্রিনয়নী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের অংশ যা ০৪ (চার) কাঠা বা ৬.৪ ডেসিমেল জমির উপর অবস্থিত এবং দণ্ডায়মান, যা মৌজা - মূলাজোড়, জে.এল. নং ১৮, তৌজি নং ৬৫৫, নতুন আর.এস খতিয়ান নং-১৩৯৭, এল.আর খতিয়ান নং-৮৩৫৪, আর.এস দাগ নং ১২২৫, এল.আর দাগ নং-৩০২৬, হোল্ডিং নং ১০১/২ + ১০১/২/১, নূতনগ্রাম রোড, ভাটপাড়া পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং-২৩, থানা জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, এডিএসআর - নৈহাটির এক্তিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। সীমানা:- পূর্ব: ফ্ল্যাট ৩বি এবং সাধারণ পথ, পশ্চিম: খোলা আকাশ, উত্তর: খোলা আকাশ, দক্ষিণ: সিঁড়ি, লিফট এবং সাধারণ পথ	১৪-০৪-২০২৬ ₹১২৫৬৭০২/-	১৬-০৭-২০২৬
২.	**(বর্ধমান শাখার লোন কোড ০৬৪১০০০০২৭৪), বিথীসা শীল (ঋণগ্রহীতা) বীরেন চন্দ্র শীল (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	একটি ৮ বছরের পুরনো মোজাইক মেঝে বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সেই সমস্ত অংশ, যার পরিমাণ কম-বেশি ১৯২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এলাকা), যা একতলার ফ্ল্যাট নং জি-৫, যার পৌরসভা হোল্ডিং নং ১৩০/৩, শিবনারায়ণ রোড, ডাকঘর ও থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৫৮, মাটির নিচের আনুপাতিক অবিভক্ত জমির সাথে, যা আর.এস. দাগ নং ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮ এবং ৪৬৭৯ এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং-১৯১৪, ১৮০৮ এবং ২৬২৬ এর অধীনে, এল.আর খতিয়ান নং- ১২০৪ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং- ৫৩৪৪ এবং ৫৩৪৫, মৌজা- উত্তরপাড়া, জে.এল নং-১২, উত্তরপাড়া-কোটরং পুরসভার সীমানার মধ্যে, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী। সীমানা:- পূর্ব: অন্যের ফ্ল্যাট, পশ্চিম: সাধারণ খোলা সাধারণ স্থান, উত্তর: অন্যের দোকান, দক্ষিণ: অন্যের ফ্ল্যাট	০৯-০১-২০২৬ ₹৩৫১৬১২/-	১৮-০৭-২০২৬
৩.	**(বর্ধমান শাখার লোন কোড ০৬৪০০০০০৬৭৭), গোপাল খরাত (ঋণগ্রহীতা) সুশান্ত খরাত (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	সামান্য কমবেশি ২ শতক পরিমাপের জমির সেই সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার মৌজা- আদমপুরে অবস্থিত, জে.এল নং ১১২, আর.এস খতিয়ান নং-৫০৮, ৫০৯ এবং ৫১০, এল.আর খতিয়ান নং ১১২১ (দলিল অনুযায়ী), আর.এস প্লট এবং এল.আর প্লট নং ২৬১, থানা- রায়না (পুরনো) থানা- মাধবডিহি (নতুন), জেলা- পূর্ব বর্ধমান-এর অধীনে।	১০-১২-২০২৫ ₹১৭৫৫২৮/-	১৬-০৭-২০২৬

স্থান: ব্যারাকপুর, বর্ধমান
তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
অনুমোদিত আধিকারিক
আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান–৭১৩১০১

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; ‘পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**১. মিঃ বিমান ঘোষ, ১** নং ঠিকানা: ‘সুখসাগর অ্যাপার্টমেন্ট’, ফ্ল্যাট নং ৪, ফার্স্ট ফ্লোর, ব্লক ‘সি’, কেরানিতলা মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২৬০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। **২ নং ঠিকানা:** গ্রাম– উপরকুয়াই, পোঃঅঃ– নেড়াদেউল, থানা– কেশপুর মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২৬০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **শাখা:** মেদিনীপুর **অনুমোদিত আধিকারিক:** মিঃ অরবিন্দ কুমার **শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি:** মিঃ অরবিন্দ কুমার, মোবাইল: ৯৯৭৯৩ ৪৭৭২৩	**সামান্য কমবেশি ০.৪৫২৫ একর (যার মধ্যে ০.০৫০২ একর চলাচলের সাধারণ পরিসরের জন্য) মাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত ‘সুখসাগর’ নামক বহুতল ভবনের ৪ নং ফ্লোরে ‘ডি’ ব্লকের উত্তর–পশ্চিম ভাগে সামান্য কমবেশি ৭০১.৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ও ফ্ল্যাট নং ‘৩’ সংবলিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা, এডিএসআরও ও পুরসভা– মেদিনীপুর, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ১৫৩৩, মৌজা– শেখপুরা, জে এল নং ১৭২, আর এস খতিয়ান নং ১২০, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৪৯৪, আর এস প্লট নং ৭৬, এল আর প্লট নং ১৭২ (পি), ২৮.০১.২০২০ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–০০৩–** ০০২৯৩/২০২০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ বিমান ঘোষ। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ভিটিটি কলেজ; দক্ষিণ– ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের সাধারণ রাস্তা এবং মৃন্ময় সরকার ও দীপক দিরির জমি; পূর্ব– প্রবেশের সাধারণ রাস্তা; পশ্চিম– অমিতাভ পাহাড়ির জমি।	₹২০,২০,৩৭৯.৭৯ ২০.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ ২১.০৭.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	২৫.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹১৯,১৫,৫০০.০০ / ₹১,৯১,৫৫০.০০ / ₹৫,০০০.০০	প্রতীকী	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও ওপরে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই–নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

SCAN HERE
বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য

তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

খেলা

দুই নতুন কোচের তত্ত্বাবধানে শুরু ডার্বির প্রস্তুতি

প্রথম থেকেই কড়া ডিম্পেরিস

আজকালের প্রতিবেদন

পানাগিওটিস ডিম্পেরিস

অনুশীলন শেষ হয়েছে আধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। তখনও যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মোহনবাগান সমর্থক। তাঁদের চোখ একজনকে খুঁজছিল। পানাগিওটিস ডিম্পেরিসকে। তিনি বেরিয়ে আসতেই শুরু হল চিৎকার। গাড়িতে ব্যাগ রেখে সমর্থকদের কাছে গেলেন গ্রিক কোচ। সমর্থকদের সেলফির আবদারের মাঝেই চলল ডুরান্ড কাপের ডার্বি জেতার অনুরোধ। হালকা হাসিতে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠলেন ডিম্পেরিস। অনুশীলনের প্রথমদিনই ডার্বির উত্তাপ টের পেলেন।

সিনিয়র ও কলকাতা লিগের দল মিলিয়ে ২৭ জনকে নিয়ে প্র্যাকটিস চলল। প্রথম দিন ডিম্পেরিসের কোচিং পদ্ধতি দেখে মনে হবে অ্যাকাডেমির প্র্যাকটিস চলছে। এক হাতে বাঁশি, অন্য হাতে ছোট্ট ডায়েরি। অনুশীলন চলাকালীন ডায়েরির পাতায় মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। ডুরান্ড কাপের ডার্বির আগে হাতে সময় কম। তাই হালকা গা ঘামিয়েই মূল প্র্যাকটিসে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পাসিং ড্রিলের পর সোয়া এক ঘণ্টার অনুশীলনে শেষ আধ ঘণ্টা ৮ জনের দুটি দলে ভাগ করে ম্যাচ খেলালেন। সার্জিও লোবেরা বা হোসে মোলিনাদের সময় দেখা যেত, তাঁদের সহকারীরা অনুশীলন পরিচালনা করতেন। কিন্তু ডিম্পেরিস নিজে ফুটবলারদের ভুলভ্রান্তি শুধরে দিলেন। অমনোযোগী হলে বা ভুল করলেই জোর ধমক দিচ্ছিলেন।

প্রতিযোগিতার শুরুর আগে সময় কম। তাই ডিম্পেরিসের স্পষ্ট বার্তা, অনুশীলনের যে সূচি দিয়েছেন তার বাইরে ফুটবলাররা অতিরিক্ত কিছু যেন না করে। কড়া শাসন ও শৃঙ্খলায় শুরু থেকেই ড্রেসিংরুমের লাগাম নিজের হাতে রাখতে চান ডিম্পেরিস।

শৃঙ্খলায় বাঁধতে চাইছেন হাবাস

আজকালের প্রতিবেদন

আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু নতুন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস শহরে পা রাখার পরই পাল্টে গেল ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিস ভেন্যু। সল্টলেক থেকে নিউটাউনের ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। কেন? উত্তর, গোপনীয়তা। এই ব্যাপারে তিনি বরাবরই খুঁতখুঁতে। মোহনবাগানে কোচিং করানোর সময় মাঠ কালো কাপড়ে ঢেকে রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করাতেন। ডুরান্ড কাপের শুরুতেই যাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে, তারা যে মাঠে অনুশীলন করছে, তার পাশের মাঠে যে হাবাস অনুশীলন করাতে চাইবেন না, সেটাই স্বাভাবিক।

মঙ্গলবার ভোরে কলকাতায় এসে বিকেলে দলকে নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন হাবাস। সাড়ে ৫টায় অনুশীলন। তার আধঘণ্টা আগে ফুটবলারদের আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাড়ে চারটের মধ্যেই প্রায় গোটা দল হাজির। হাবাস পৌঁছে যান পৌনে চারটে নাগাদ। আধ ঘণ্টা ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠক করে শুরু হয় অনুশীলন। হালকা গা ঘামিয়েই ট্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিসে চলে গেলেন তিনি। প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রস্তুতিতে আক্রমণভাগ নিয়ে নানা কাঁটাছেঁড়া চলল। অনুশীলনের মাঝেই বিপিন সিংদের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথাও বলেন হাবাস। রক্ষণভাগ প্রতিপক্ষের পায়ে বল গেলে কীভাবে দ্রুত তা কাড়তে হবে, সেই নিয়েও হাবাসের ক্লাস চলল। এক্সেলেন্স সেন্টার ছাড়ার সময় স্প্যানিশ কোচ বলেন, 'প্রস্তুতির সময় কম। তবে যতটা সম্ভব, গুছিয়ে নিতে হবে।' মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরে পৌঁছে যাওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ডানি র‌্যামিরেজের। বুধবার পৌঁছনোর কথা মহম্মদ রশিদের।

এদিন থেকে কলকাতা ডার্বির অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ২৫০, ৩০০ ও ৩৫০ টাকা।

খেলার খুচরো

» সম্ভাবনা বাড়ছে

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফরে যেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আশা বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হকের। বছরের শুরুতে দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্কের অবনতি হয়। যার জেরে বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে। ক্রীড়ামন্ত্রীর দাবি, দুই বোর্ডের মধ্যে কথা হয়েছে।

» পেপকে প্রস্তাব

দেশের ফুটবলের সুদিন ফেরাতে পেপ গুয়ারদিওলাকে কোচ হিসেবে চাইছে ইতালি। সূত্রের দাবি, ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের বার্তা নিয়ে গুয়ারদিওলার সঙ্গে দেখা করেন পাওলো মালদিনি এবং লিওনার্দো। গুয়ারদিওলা নাকি জানিয়েছেন, এখনই দায়িত্ব নেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।

» সিন্ধুর অভিযান

সদ্য জাপান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আজ চায়না ওপেনে অভিযান শুরু করছেন পিভি সিন্ধু। সামনে ভারতেরই উন্নতি হুডা। প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিলেন এইচএস প্রণয়। দুরন্ত লড়েও হার দেবিকা সিহাগের। আজ সকালে নামছেন আয়ুশ শেট্টি, দুপুরে নামার কথা লক্ষ্য সেনের।

» সিএলটি টিটি

২৫ থেকে ২৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে সিএলটি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। কলকাতা এবং আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ২০০-র বেশি ছেলে ও মেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। ২৮শে বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, মৌমা দাস এবং অর্জুন দত্ত।

১০০ বলের ক্রিকেট

আজকালের প্রতিবেদন: সামনের বছর শতবর্ষে পদার্পণ করবে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল। শতবর্ষের কথা মাথায় রেখে ১০০ বলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। অংশ নিয়েছিল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং বিসিসিআই লেভেল-২ কোচ যুধাজিৎ মুখার্জির বাবা প্রয়াত রথীন মুখার্জির নামে প্রশিক্ষণ শিবিরের ক্রিকেটাররা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সদস্যরা। এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ছাত্রদের উপস্থিতি এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ইণ্ডিয়ন ओवरसीज बैंक — Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी — Good people to grow with

আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা-II, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হোয়াইট হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬

বাগুইআটি শাখা; এইচ/এইচ-১৯/১, মাঙ্গলিক ভবন, ভিআইপি রোড, (৪৪ নং বাসস্ট্যান্ডের কাছে), পোঃঅঃ- অশ্বিনীনগর, কলকাতা-৭০০১৫৯
ফোন: ৮৯২৫৯৫২১২২; ই-মেল: iob2122@iob.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** ও **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ ও বন্ধকদাতাগণের নাম ও ঠিকানা:
মিঃ দীপঙ্কর বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত কানাই লাল বিশ্বাস,
স্থায়ী/যোগাযোগের ঠিকানা :
গ্রাম: পূর্ব বাদকুল্লা, বাদকুল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, ব্লক-হাঁসখালি, পোঃ বাদকুল্লা, থানা তাহেরপুর, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১২১

এনপিএর তারিখ: ১১.০৫.২০২৫
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৬.০৫.২০২৫
দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত বকেয়া: ₹২০,১৫,০৯৩/- ১৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১০.১০.২০২৫
দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত বকেয়া: ₹২০,৮২,৩৪৮.০০ ১০.১০.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
বর্তমানে বকেয়া: ₹২২,৩১,৮১২.০০, ১০.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
* স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি: জানা নেই

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমির সমানুপাতিক অংশ সহ সিন্ধুজা আবাসন পার্ট-২ এর ফার্স্ট ফ্লোরের উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং এস/১ এবং এস/২ এর সমগ্র, মাপ ৬০০ বর্গফুট এবং ৪৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, হোল্ডিং নং ১১৫ (পুরাতন ৯৭), মৌজা রামভদ্রবাটি, জে এল নং ৭, আর এস নং ৪৩, তৌজি নং ২২৩, আর এস দাগ নং ৩১৩, এল আর দাগ নং ১৭২৬, আর এস খতিয়ান নং ২৩ এবং এল আর খতিয়ান নং ১৩১৯, ১৩২০, ১৩২১ এবং ১৩২২, পানিহাটি পুরসভার এলাকাধীন, নবপল্লী, ওয়ার্ড নং ২২, এস পি মুখার্জি রোড, থানা খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও সোদপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৩।
স্বত্বধারকের নাম : মিঃ দীপঙ্কর বিশ্বাস
সম্পত্তির চৌহদ্দি:
উত্তর: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা (এস পি মুখার্জি রোড);
দক্ষিণ: শ্রীমতী মঞ্জু দে এবং শ্রী জগদীশ কর্মকারের বাড়ি;
পূর্ব: শ্রী ধীরেন দাসের বাড়ি;
পশ্চিম: শ্রী পল্লব বিশ্বাসের বাড়ি;
যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: জানা নেই
*** বিধিবদ্ধ বকেয়ার ওপর ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।**
সম্পত্তির সংরক্ষণ মূল্য হবে **₹২৯,৩৯,৬৫৯.০০** এবং জামানত (ইএমডি) হবে **₹২,৯৩,৯৬৬.০০**
বিড বাড়ানোর মূল্য: **₹১০,০০০/-**
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৮.২০২৬ পর্যন্ত যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২৫.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট, বিক্রয় নিষ্পত্তি না-হওয়া অবধি প্রতি ক্ষেত্রে **১০ মিনিটের** সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে: **https://baanknet.com.**
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন এই ওয়েবসাইটগুলি:
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://baanknet.com (ই নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল)
তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**

ইণ্ডিয়ন ओवरसीज बैंक — Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी — Good people to grow with

আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা-II, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হোয়াইট হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬

বাগুইআটি শাখা; এইচ/এইচ-১৯/১, মাঙ্গলিক ভবন, ভিআইপি রোড, (৪৪ নং বাসস্ট্যান্ডের কাছে), পোঃঅঃ- অশ্বিনীনগর, কলকাতা-৭০০১৫৯
ফোন: ৮৯২৫৯৫২১২২; ই-মেল: iob2122@iob.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** ও **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ ও বন্ধকদাতাগণের নাম ও ঠিকানা:
মিঃ সাবির হোসেন মোল্লা,
স্থায়ী/যোগাযোগের ঠিকানা :
গ্রাম- খাগড়া সারেঙ্গাবাদ, সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, ব্লক- ক্যানিং ২, থানা- জীবনতলা, পোঃঅঃ- জে এস বাদ, ক্যানিং ২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৬
এনপিএর তারিখ: ০৮.০৫.২০২৫
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১৬.০৫.২০২৫
দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত বকেয়া: ₹২৫,৭৫,৫৮৬.৪০, ১৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২০.০৮.২০২৫
দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত বকেয়া: ₹২৬,২৬,৫২৭.৪০, ২০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
বর্তমানে বকেয়া: ₹২৮,১৬,৫০৬.৪০, ০৭.০৭.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
* অনাদায়ী বকেয়া: ব্যাঙ্কের জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সামান্য কমবেশি ৬ কাঠা জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত 'তৃষা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৮৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং জি১-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বেহালা, জে এল নং ২, আর এস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, আর এস দাগ নং ৬৫৯১, আর এস খতিয়ান নং ৯৫৫, কলকাতা পুরনিগমের ১২৯ নং ওয়ার্ড, প্রেমিসেস নং ১৮৯, ১৪ গোপাল মিশ্র রোড, অ্যাসেসি নং ৪১১২৯০২০১৮৭৫, পোঃঅঃ- পর্ণশ্রী, থানা- পর্ণশ্রী (নতুন), বেহালা (পুরনো), কলকাতা-৭০০০৩৪, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: **সাবির হোসেন মোল্লা।**
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:
উত্তর- উন্মুক্ত আকাশ; **দক্ষিণ**- উন্মুক্ত আকাশ; **পূর্ব**- গোডাউন এবং কার পার্কিং; **পশ্চিম**- লিফ্ট ও সিঁড়ি।
সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:
উত্তর- কলকাতা পুরনিগমের ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণ**- সুবীর মান্না, সুবোধ মান্না ও সমীর মান্নার সম্পত্তি; **পূর্ব**- শীতল চন্দ্র দাস ও যুগল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি; **পশ্চিম**- সুশীল মান্নার সম্পত্তি।
যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: জানা নেই
*** বিধিবদ্ধ বকেয়ার ওপর ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।**
সম্পত্তির সংরক্ষণ মূল্য হবে **₹২৯,৪১,২০০.০০** এবং জামানত (ইএমডি) হবে **₹২,৯৪,১২০.০০**
বিড বাড়ানোর মূল্য: **₹১০,০০০/-**
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৮.২০২৬ পর্যন্ত যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২৫.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট, বিক্রয় নিষ্পত্তি না-হওয়া অবধি প্রতি ক্ষেত্রে **১০ মিনিটের** সীমাহীন স্বতঃ সম্প্রসারণে এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে: **https://baanknet.com.**
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন এই ওয়েবসাইটগুলি:
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://baanknet.com (ই নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল)
তারিখ: ১৫.০৭.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**

Chola Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস:
'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই-৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেন'স মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল (রুল ৮ ও ৯), রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড** (এখানে এর পরে **'চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড'** হিসেবে উল্লিখিত)-এর অনুমোদিত আধিকারিক **প্রতীকী/বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন। এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ই-নিলামের মাধ্যমে **১২.০৮.২০২৬** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **https://bankauctions.in/** এবং **https://cholamandalam.com/news/auction-notices** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ্য ই-নিলাম আয়োজন করতে চলেছি।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার নাম	১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ক) ই-নিলামের তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ গ) পরিদর্শনের তারিখ ঘ) দখলের তারিখ (দখলের প্রকৃতি)
১.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HE01BKU00000040541** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা:** **১. মানস মুখার্জি (আবেদনকারী)** সোনামুখী, ওয়ার্ড নং ২, পোঃঅঃ ও থানা- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২২০৭ **২. বিষ্ণু মুখার্জি (সহ-আবেদনকারী)** সোনামুখী পুরসভা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৭ **৩. শুভ্র মুখার্জি (সহ-আবেদনকারী)** সোনামুখী, ওয়ার্ড নং ২, পোঃঅঃ ও থানা- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২২০৭ **৪. মেসার্স শ্রীনিবাস নার্সিং হোম (সহ-আবেদনকারী)** ৪৫৬, সোনামুখী, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২২০৭	০৫.০৮.২০২৫ ₹৪৯,২২,৬৫৫.০০ ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী	২১৩৫ বর্গফুট মাপের বাড়ি ও কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ৯.৪০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর প্লট নং ২৬৪৫, এল আর খতিয়ান নং ১৫৫৮, জে এল নং ৮৫, তৌজি নং ১৫, মৌজা- সোনামুখী, থানা- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, সোনামুখী পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং এএন/৮৭৪। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দাতার ফাঁকা জমি; দক্ষিণ- ওঙ্কার গায়েনের বাস্তু; পূর্ব- দাতার ফাঁকা জমি; পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা এবং দাতার ফাঁকা জমি।	ক) ₹৪৮,০০,০০০.০০ খ) ₹৪,৮০,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ২৮.১০.২০২৫ (প্রতীকী দখল)
২.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HE01KSN00000020989** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা:** **১. অলক রায় (আবেদনকারী)** **২. সায়ন রায় (সহ-আবেদনকারী)** **৩. লিপিকা রায় (সহ-আবেদনকারী)** **সকলের ঠিকানা:** ৪১, প্রাচীন মায়াপুর ৬ লেন, মতিশহর, মঠ প্রাচীন মায়াপুর, ওয়ার্ড নং ৬, নবদ্বীপ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩০২ **৪. মেসার্স নিডস (সহ-আবেদনকারী)** ৬, আড়ত ঘাট রোড, ওয়ার্ড নং ৮, নবদ্বীপ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩০২	০৭.১০.২০২৫ ₹২০,২৬,৫৬১.০০ ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী	উপরিস্থিত আবাসিক কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ৪ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৫, তৌজি নং ৮, মৌজা- রুদ্রপাড়া, আর এস ও এল আর দাগ নং ৯৯০/৭৮৩৬ ও ৫৮২৪, আর এস ও এল আর খতিয়ান নং ২২৯ ও ৬৫৩১, ৬৫৩০, থানা- নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ড, ৪১, প্রাচীন মায়াপুর ৬ নং লেন, নদিয়া-৭৪১৩০২, তৎসহ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় এজমালি অধিকার। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- পুরসভার রাস্তা; দক্ষিণ- শিবু পালের সম্পত্তি; পূর্ব- পঙ্কজ রায়ের সম্পত্তি; পশ্চিম- কালীপদ পালের সম্পত্তি। **এখানে এই বিষয়টিও প্রজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কলকাতা ডিআরটি-II সমীপে মামলা নং এসএ/২৬১/২০২৬ মীমাংসাধীন রয়েছে, যেখানে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত 'কোনও অন্তর্বর্তী/ স্থায়ী স্থগিতাদেশ' নেই।**	ক) ₹১৮,৫০,০০০.০০ খ) ₹১,৮৫,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ০৫.০১.২০২৬ (প্রতীকী দখল)
৩.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HE01MRS00000076165** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা:** **১. মতিউর রহমান শেখ (আবেদনকারী)** প্রযত্নে- আনোয়ার হোসেন **২. খুশিনা বিবি (সহ-আবেদনকারী)** প্রযত্নে- মতিউর রহমান **৩. মেসার্স রহমান ফার্নিচার (সহ-আবেদনকারী)** **সকলের ঠিকানা:** বরফখানা, খানপুর, বরফখানা হাই স্কুলের কাছে, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৬৪	০৭.১০.২০২৫ ₹২১,৮৪,২৫৯.০০ ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ৪.১২৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ৩৯ খানপুর, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১০৭০ ও ১১৩৭, আর এস এবং এল আর খতিয়ান নং ১১৭ ও ৩৯৬৩, প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- মুর্শিদাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৬৪। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- জাহাঙ্গির শেখের সম্পত্তি; দক্ষিণ- খলিলুর রহমান শেখের সম্পত্তি; পূর্ব- ফুনু বিবির সম্পত্তি; পশ্চিম- ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	ক) ₹২৫,০০,০০০.০০ খ) ₹২,৫০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ২২.০৬.২০২৬ (বাস্তবিক দখল)
৪.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HE01UKM00000064756** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা :** **১. শেখ হাসিবুর (আবেদনকারী)** বাছিপুর, পোঃঅঃ ও থানা- ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬০১ **২. আরশিদা বিবি (সহ-আবেদনকারী)** বাছিপুর, পোঃঅঃ ও থানা- ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬০১ **৩. মেসার্স হিউম্যান হেয়ার (সহ-আবেদনকারী),** গ্রাম- বাছিপুর পাড়া, শেখ পাড়া, থানা ও পোঃঅঃ- ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৬০১	০৫.০৮.২০২৫ ₹২৯,৬২,৮৭৭.০০ ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী	সামান্য কমবেশি ৮ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- দুর্গাপুর, জে এল নং ৭৬, আর এস খতিয়ান নং ২৪, এল আর খতিয়ান নং ৯৮০, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৯৭ ও ৯৭/৪৪৬, থানা- ভগবানপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন। **এখানে এই বিষয়টিও প্রজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কলকাতা ডিআরটি-II সমীপে মামলা নং এসএ/৫১৩/২০২৬ মীমাংসাধীন রয়েছে, যেখানে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত 'কোনও অন্তর্বর্তী/ স্থায়ী স্থগিতাদেশ' নেই।**	ক) ₹২৮,৫০,০০০.০০ খ) ₹২,৮৫,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ০৭.১১.২০২৫ (প্রতীকী দখল)
৫.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: ML01ASA00000064650** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা:** **১. রাজ্জাক মণ্ডল (আবেদনকারী)** গ্রাম- শেরপুর, পাড়া শেরপুর, থানা- গোপাল নগর, পোঃঅঃ- রামপুর ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৪৯ **২. রাজ্জাক মণ্ডল (সহ-আবেদনকারী)** গ্রাম- শেরপুর, পাড়া শেরপুর, থানা- গোপাল নগর, পোঃঅঃ- রামপুর ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৪৯ **৩. তছালিমা বিবি (সহ-আবেদনকারিণী)** গ্রাম- শেরপুর, পাড়া শেরপুর, থানা- গোপাল নগর, পোঃঅঃ- রামপুর ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৪৯	১০.০৪.২০২৫ ₹২০,৯২,৮২১.০০ ১০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী	সামান্য কমবেশি ৫.৩৪ ডেসিমেল জমির প্লটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৭৭৫ (অংশ), এল আর খতিয়ান নং ১২৫২, মৌজা- শেরপুর, জে এল নং ১৪০, থানা- গোপালনগর, এডিএসআর - বনগাঁ, চৌবেড়িয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর এবং আসরব মণ্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণ- নিজাম মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব- রাজ্জাক মণ্ডলের সম্পত্তি; পশ্চিম- নুর ইসলাম মণ্ডলের সম্পত্তি। **এখানে এই বিষয়টিও প্রজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কলকাতা ডিআরটি-III সমীপে মামলা নং এসএ/৫৬০/২০২৬ মীমাংসাধীন রয়েছে, যেখানে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত 'কোনও অন্তর্বর্তী/ স্থায়ী স্থগিতাদেশ' নেই।**	ক) ₹২০,০০,০০০.০০ খ) ₹২,০০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ০২.০৭.২০২৬ (বাস্তবিক দখল)
৬.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: ML01ASA00000092728** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা:** **১. সোমনাথ বিশ্বাস (আবেদনকারী)** রুদ্রপুর, বাদুড়িয়া (পুরসভা), বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪০১ **২. মেসার্স ইয়াম্মি ক্যাফে (সহ-আবেদনকারী)** হোল্ডিং নং ২/২, রুদ্রপুর, বাদুড়িয়া (পুরসভা), ওয়ার্ড নং ১৭, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪০১ **৩. পিয়ালি বিশ্বাস (সহ-আবেদনকারিণী)** বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪০১	০৪.০৭.২০২৫ ₹২০,৫২,৩০৪.০০ ০৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী	সামান্য কমবেশি ১৩ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- মাগুরখালি, আর এস দাগ নং/ এল আর দাগ নং ৩০০, জে এল নং ৪৪, খতিয়ান নং ৭৭২, থানা- বাদুড়িয়া, এডিএসআর- বাদুড়িয়া, বাদুড়িয়া পুরসভা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪০১। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- মহাদেব বাছার; দক্ষিণ- মণি মণ্ডল; পূর্ব- গোপাল চৌধুরী; পশ্চিম- শ্রীধাম মিস্ত্রি।	ক) ₹১৯,০০,০০০.০০ খ) ₹১,৯০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ১২.০৯.২০২৫ (প্রতীকী দখল)
৭.	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: X0HEGKL00001718307** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা:** **১. ধরণীধর এশোর (আবেদনকারী)** ৮/১৩বি, প্রভুরাম সরকার লেন, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০০১৫ **২. সুমিতা বর্মন (সহ-আবেদনকারী)** ৮/১৩বি, প্রভুরাম সরকার লেন, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০০১৫	১৪.১১.২০২৪ ₹২০,৯৪,৮৯৮.০০ ১৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৯ ছটাক ১৯ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিক বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সামান্য কমবেশি ৪৫৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৮/৮এ, প্রভুরাম সরকার লেন, থানা- ট্যাংরা, ওয়ার্ড নং ৫৮, কলকাতা পুরনিগম, কলকাতা-৭০০০১৫। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- প্রেমিসেস নং ৯, প্রভুরাম সরকার লেন; দক্ষিণ- ২০ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর (সরকারি রাস্তা); পূর্ব- প্রেমিসেস নং ৮/৭, প্রভুরাম সরকার লেন; পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ৮/৮, প্রভুরাম সরকার লেন।	ক) ₹১৫,০০,০০০.০০ খ) ₹১,৫০,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	ক) ১২.০৮.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা) (প্রতি ক্ষেত্রে ৩ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে) খ) ১১.০৮.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০৮.২০২৬ এবং ০৫.০৮.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা) ঘ) ২৩.০৬.২০২৫ (বাস্তবিক দখল)

১. সকল আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/ বিডারকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা এই ব্যক্তিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করেন: **মিঃ প্রকাশ ভার্মা (অনুমোদিত আধিকারিক): মোবাইল নং: ৯৯৮১৩ ৪৩১৯১ এবং মিঃ শুভ্রাংশু রক্ষিত, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪ ৫৮৫৫৫; ওয়েবসাইট: https://bankauctions.in/ এবং https://cholamandalam.com/news/auction-notices.**
বিশদ তথ্য ও সহায়তার দরকার হলে সম্ভাব্য বিডাররা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: **মিঃ মুহাম্মদ রহিস, মোবাইল: ৮১২৪০ ০০০৩০/ ৬৩৭৪৮ ৪৫৬১৬;**
ই-মেল আইডি: CholaAuctionLAP@chola.murugappa.com। শুধুমাত্র ই-নিলামের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য যোগাযোগ: **মেসার্স ৪ক্লোজার; রেখা: ৮১৪২০ ০০০৬২।**
২. শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://bankauctions.in/ এবং https://cholamandalam.com/news/auction-notices** দেখুন।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) অধীনে এটি একটি ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২২.০৭.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) — **চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**

জে এল মরিসন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: L51109WB1934PLC088167
রেজিস্টার্ড অফিস: অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, প্লট নং ৫, ব্লক- বিএন, অফিস নং ১১০৬, ফ্লোর নং ১১, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: (০৩৩) ৪৫২৭ ০৫৯৮; ই-মেল: investors@jlmorison.com
ওয়েবসাইট: www.jlmorison.com

৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস, রিমোট ই-ভোটিং এবং কাট-অফ ডেট সম্পর্কিত তথ্য

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৮ নং ধারা এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ অনুসারে এতদ্দ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে:

১. কোম্পানির ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ১৭ জুন, ২০২৬ তারিখ সংবলিত এজিএমের নোটিসে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য **বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৬, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে** কিউব ব্যাঙ্কোয়েট, ফ্লোর নং ১, হোটেল লিঙ্ক অ্যারো, ডিএন-৫, ব্লক-ডিএন, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১-তে আয়োজিত হবে।
২. প্রক্সি ফর্ম, অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ ও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন-সহ ৯১তম এজিএমের মুদ্রিত নোটিস কোম্পানির সকল সদস্যের প্রতি অনুমোদিত উপায়ে প্রেরিত হয়েছে। সদস্যদের প্রতি উক্ত নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের কাজ এই কোম্পানি ২০ জুলাই, ২০২৬ সম্পন্ন করেছে।
৩. নির্ধারিত কাট-অফ ডেট অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬-এর নিরিখে ফিজিক্যাল ফর্ম বা ডিমেটিরিয়ালাইড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ৯১তম এজিএমের নোটিসে নির্ধারিত সাধারণ কারবারগুলির ওপর ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের স্থান ছাড়া অন্য স্থান থেকেও ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন ('রিমোট ই-ভোটিং')।
৪. সকল সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে:
(১) ৯১তম এজিএমে নির্ধারিত সাধারণ কারবারগুলি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাভুটি অর্থাৎ, রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নির্বাহ করা হতে পারে;
(২) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬, সকাল ৯টায়;
(৩) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০২৬, বিকেল ৫টায়;
(৪) এজিএমে যোগদান, রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাপ্রাপ্তি এবং ৯১তম এজিএম চলাকালীন ব্যালট/ পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ ডেট হল বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬;
(৫) ৯১তম এজিএমের নোটিস প্রেরণের পরে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করে কোম্পানির সদস্যে পরিণত হলে এবং নির্ধারিত কাট-অফ ডেট অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬-এর নিরিখে শেয়ার ধারণ করলে, **evoting@nsdl.co.in** বা **rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com** আইডি-তে অনুরোধ জানিয়ে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। অবশ্য, কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর কাছে রেজিস্টার্ড হয়ে থাকলে তিনি নিজের ভোট দেওয়ার জন্য নিজস্ব বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন;
(৬) সদস্যরা অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন: (ক) রিমোট ই-ভোটিংয়ের উপরিলিখিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হলে ওপরে লেখা তারিখ ও সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং একবার কোনও সদস্য কোনও বিবেচনাধীন সিদ্ধান্তের ওপর নিজস্ব ভোট দিয়ে ফেললে, পরবর্তীতে তাঁকে তা আর বদলানোর কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না; (খ) ৯১তম এজিএম চলাকালীন ব্যালট/ পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে; (গ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারলেও এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন না; এবং (ঘ) কেবলমাত্র নির্ধারিত কাট-অফ ডেট অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬-এর নিরিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীদের রেজিস্টারে নাম থাকা ব্যক্তিরাই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ পাওয়ার যোগ্য হবেন;
(৭) ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী এবং ই-মেল আইডি রেজিস্টার না-করানো সদস্যদের দ্বারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ৯১তম এজিএমের নোটিসে দেওয়া আছে;
(৮) ৯১তম এজিএমের নোটিস সহ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.jlmorison.com** সহ এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.evoting.nsdl.com**-তেও উপলব্ধ রয়েছে।
(৯) কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে সদস্যরা **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড সেকশনে 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (FAQs) ফর মেম্বারস অ্যান্ড ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল ফর শেয়ারহোল্ডারস' অংশটি দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা লিখে জানাতে পারেন এখানে: মিঃ শুভাশিস সেনগুপ্ত, সিনিয়র এগজিকিউটিভ, এনএসডিএল, ফ্লোর নং ৪, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই-৪০০০১৩, ই-মেল: **subhashiss@nsdl.com**।

জে এল মরিসন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ-
সোহন সারদা
স্থান: মুম্বই — **এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর**
তারিখ: ২১ জুলাই, ২০২৬ — **DIN: 00129782**

Federal Bank

ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এলসিআরডি/ কলকাতা ডিভিশন
১, আর এন মুখার্জি রোড, ফার্স্ট ফ্লোর, মার্টিন বার্ন হাউস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-২২৬৫ ৪৩৩৪; ই-মেল: kollcrd@federalbank.bank.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 ওয়েবসাইট: www.federalbank.bank.in

পরিশিষ্ট-IV {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা: (১) মেসার্স উষা কৃষি ভাণ্ডার, শ্রী/শ্রীমতী সুরজিৎ ঘোষ, পিতা চিরঞ্জিত ঘোষের স্বত্বাধিকারী ফার্ম এবং **২) শ্রী/শ্রীমতী চিরঞ্জিত ঘোষ,** পিতা প্রয়াত অনাথবন্ধু ঘোষ, উভয়ের নিবাস মানিকপাট, পাড়া ঘোষ, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৬১৭
সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ : কমবেশি ৮.২৫ ডেসিমেল বা ৫ কাঠা জমি সহ প্রস্তাবিত একতলা বাণিজ্যিক বিল্ডিং যার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৪১.৭১ বা ১১৪২ বর্গফুট বা ১০৬.০৮ বর্গমিটার এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা মানিকপাট, জে এল নং ৯৭, এল আর দাগ নং ২০৪৬, এল আর খতিয়ান নং ২১৫৪, সালেপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অদীন, থানা আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৭১২৬১৭। সম্পত্তির চৌহদ্দি: পূর্ব: ৬ ফুট চওড়া মেটাল রাস্তা; পশ্চিম: হারাধন সাহার চাষের জমি; উত্তর: দিলীপ সামন্তর চাষের জমি; দক্ষিণ: সুকুমার বাগের চাষের জমি।
বকেয়া অর্থাঙ্ক: (১) লোন অ্যাকাউন্ট নং ২২১৩৫৫০০০১৬৪৬২-এর প্রেক্ষিতে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে বকেয়া অর্থাঙ্ক **₹১৭,৫৮,৮৩৬.৫০** (সতেরো লক্ষ আটান্ন হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ এবং মাশুল।
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২৯.১১.২০২৫ — **দখলের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬**

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা: (১) শ্রী/শ্রীমতী চিরঞ্জিত ঘোষ, পিতা অনাথবন্ধু ঘোষ এবং ২) শ্রী/শ্রীমতী সুরজিৎ ঘোষ, পিতা চিরঞ্জিত ঘোষ, উভয়ের নিবাস মানিকপাট, পাড়া ঘোষ, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৬১৭।
সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ : কমবেশি ৮.২৫ ডেসিমেল বা ৫ কাঠা জমি সহ প্রস্তাবিত একতলা বাণিজ্যিক বিল্ডিং যার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৪১.৭১ বা ১১৪২ বর্গফুট বা ১০৬.০৮ বর্গমিটার এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা মানিকপাট, জে এল নং ৯৭, এল আর দাগ নং ২০৪৬, এল আর খতিয়ান নং ২১৫৪, সালেপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অদীন, থানা আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৭১২৬১৭। সম্পত্তির চৌহদ্দি: পূর্ব: ৬ ফুট চওড়া মেটাল রাস্তা; পশ্চিম: হারাধন সাহার চাষের জমি; উত্তর: দিলীপ সামন্তর চাষের জমি; দক্ষিণ: সুকুমার বাগের চাষের জমি।
বকেয়া অর্থাঙ্ক: (১) লোন অ্যাকাউন্ট নং ২২১৩৫৫০০০১৫৮৪৫-এর প্রেক্ষিতে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে বকেয়া অর্থাঙ্ক **₹১১,৩৫,৭২৪.৬৭** (এগারো লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা মাত্র) তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ এবং মাশুল।
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৬.০১.২০২৬ — **দখলের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬**

ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা: (১) শ্রী/শ্রীমতী স্বপন কুমার পাল, পিতা প্রয়াত অজিত কুমার পাল এবং **২) শ্রী/শ্রীমতী অঞ্জলি পাল,** স্বামী স্বপন কুমার পাল, উভয়ের নিবাস রায়পাড়া, ওয়ার্ড নং ২, বাসুদেবপুর, মনসাতলা, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৬০১
সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ: ০.১৫ একর জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, জেলা হুগলি, থানা আরামবাগ, মৌজা পারুল, জে এল নং ৩৮, আরামবাগ পুরসভার অধীন, আর এস প্লট নং ৯০৬, এল আর প্লট নং ১২৭২, সাব প্লট নং বি, এল আর খতিয়ান নং ৬৩৭৬, বিল্ডিং এবং অন্য সকল উন্নয়ন সহ। চৌহদ্দি: পূর্ব: আর এস প্লট নং ৯০৫; পশ্চিম: রাস্তা; উত্তর: আর এস প্লট নং ৮৮৫ এবং দক্ষিণ: আর এস প্লট নং ৯০৭ এবং ৯০৮।
বকেয়া অর্থাঙ্ক: (১) লোন অ্যাকাউন্ট নং ২২১৩৭৬০০০০০০৪০-এর প্রেক্ষিতে ২৩.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে বকেয়া অর্থাঙ্ক **₹৩,৪২,৪৯০/-** (তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো নব্বই টাকা মাত্র) এবং (২) লোন অ্যাকাউন্ট নং ২২১৩৭৬০০০০০০৭৩-এর প্রেক্ষিতে ১৪.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে বকেয়া অর্থাঙ্ক **₹১,৯২,২৯৬/-** (এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২২.১২.২০২৫ — **দখলের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬**

যেহেতু, ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত রুলসমূহ' হিসেবে উল্লিখিত)-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ওপরে উল্লিখিত তারিখে উপরিবর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন উদ্ভূত সুদ ও মাশুল সমেত উপরিলিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা — **সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক**

চ্যাম্পিয়নদের উচ্ছ্বাস

বিশ্বজয়ের হাসি স্পেন অধিনায়ক রড্রির মুখে। পাশে গাভি। হুড খোলা বাসে শহর পরিক্রমার সময়। মঞ্চে রকস্টার মেজাজে ইয়ামাল, নিকো, ওলমো। ছবি: এএফপি

রাজপথে জনসমুদ্র, বিজয়োৎসবে স্পেন

আজকালের প্রতিবেদন

নিউ জার্সিতে বিশ্বজয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সোনালি ট্রফি হাতে দেশের মাটিতে পা রাখল স্পেন। ২০১০ সালের পর ফের বিশ্বকাপের বিজয়োল্লাসে থমকে গিয়েছিল রাজধানী মাদ্রিদ। প্রিয় নায়কদের বরণ করে নিতে মাদ্রিদের রাজপথে আছড়ে পড়েছিল প্রায় ২০ লাখ মানুষের বাঁধভাঙা ভিড়।

সোমবার দুপুরে মাদ্রিদে পৌঁছোনোর পর ট্রফি নিয়ে প্রথমে রাজপ্রাসাদে রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ এবং পরে মনক্লোয়া প্যালেসে প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে দেখা করেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ও তাঁর শিষ্যরা। স্প্যানিশদের চোখজুড়োনো ফুটবলের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘তোমাদের খেলা দেখা সত্যিই পরম আনন্দের অভিজ্ঞতা।’

সেই পর্ব মিটতেই শুরু হয় আসল উন্মাদনা। ‘স্টারস শাইন টুগেদার’ লেখা ছাদখোলা বাসে ট্রফি উঁচিয়ে মাদ্রিদ পরিক্রমায় বেরোন ফুটবলাররা। ‘আমরাই চ্যাম্পিয়ন’ লেখা টি শার্টে পুরো দল সমর্থকদের অভিবাদনের গ্রহণ করছিল।

ট্রফি জয়ের উদযাপন এক মহোৎসবের রূপ নেয় ঐতিহাসিক সিবেলেস স্কোয়্যারে। সকাল থেকেই সেখানে প্রখর রোদে ছাতা মাথায় অপেক্ষা করছিলেন লক্ষ লক্ষ অনুরাগী। ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে জয়সূচক গোল করা নায়ক ফেরান টোরেসকে দেখা গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয় স্লোগান অনুকরণে ‘মেক স্পেন গ্রেট এগেইন’ লেখা বিশেষ লাল টুপি পরতে। অন্যদিকে, স্ট্রাইকার ইগলেসিয়াস নিজেই ডিজে–র ভূমিকা পালন করছিলেন, মঞ্চে উঠে খাস স্প্যানিশ র‍্যাপ গেয়ে মাতিয়ে দেন সকলকে। স্পেনের রক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মার্ক কুকুরেয়ার সেই অতিপরিচিত ‘কুকু কুকুরেয়া...’ কিংবা আইতানা, আনা মেনা ও লোলা ইন্দিগোর পারফরমেন্সে সিবেলেস স্কোয়্যার এক কনসার্টে পরিণত হয়।

২০২৩ সালে মেয়েদের বিশ্বকাপের পর এবার ছেলেদের বিশ্বজয়—একই সঙ্গে দুই বিভাগের ট্রফি ধরে রেখে ফুটবল ইতিহাসে এক অনন্য নজির গড়ল স্পেন। উন্মাদনার মাঝে এক মর্মান্তিক ঘটনা উৎসবের আবহে কিছুটা বিষাদের ছায়া ফেলে। সালামানকা শহরে একটি ফোয়ারায় উঠে উল্লাস করার সময় তা ভেঙে পড়ে ১৩ বছরের এক কিশোর প্রাণ হারায়।

মেসিকে শ্রদ্ধা ইয়ামালের

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ ফাইনালে মাঠে ছিলেন মহাতারকা লিওনেল মেসি। উল্টোদিকে আকর্ষণের কেন্দ্রে লামিন ইয়ামাল। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ উঠেছে স্পেনের হাতে। মেটলাইফের গ্যালারিতে তখন স্পেন সমর্থকদের উৎসব। বিশ্বজয়ের আনন্দে লাফাচ্ছেন স্পেন ফুটবলাররা। অন্যদিকে হারের যন্ত্রণা ঘিরে ধরেছে নীল–সাদা ব্রিগেডের ফুটবলারদের। মাঠে দু’পা ছড়িয়ে বসে পড়েছেন মেসি। চোখে–মুখে একরাশ শূন্যতা। সেই সময়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন স্পেনের তরুণ তুর্কি ইয়ামাল। উঠে দাঁড়ালেন মেসি। আগামীর তারাকে বুকে টেনে নিলেন কিংবদন্তি। মেসিকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন ইয়ামালও। সঙ্গে ছোট্ট কথোপকথন। সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। সেই মুহূর্ত নিয়ে কী বললেন ইয়ামাল? ‘ফুটবল ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার। আমি ওর ভক্ত। ম্যাচের শেষে ওকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়েছি। লিও আমাকে আমার পথেই এগিয়ে যেতে বলেছে। কারণ ভবিষ্যৎ তো আমাদের প্রজন্মেরই। ওর এই কথাগুলো আমার গলায় ঝুলতে থাকা সোনার পদকের মতোই মূল্যবান।’

সস্তার গ্যালারিতে খেলা দেখলেন মেয়র মামদানি

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
নিউ জার্সি

২১ জুলাই: মেটলাইফ স্টেডিয়ামের একদম আপার টিয়ারের সস্তার গ্যালারি। ভিড়ে ভিড়। ফুটবলারদের দেখা যাচ্ছে একদম ছোট্ট। সেই ভিড়েই মানুষ দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে। বাকিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি ক্লাবের বিশ্বকাপ স্পেশ্যাল সাদা–কালো জার্সি গায়ে এক যুবকও। হাতে ছোট্ট ডিজিট্যাল ক্যামেরা। তা দিয়েই গ্যালারির একদম উপরে দাঁড়িয়ে ম্যাচের মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই যুবককে কিছুক্ষণ আগেই গ্যালারির ভেতরে হট ডগ এবং ঠান্ডা পানীয় কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। অথচ ইচ্ছা করলেই রবিবারের ফাইনালে তিনি বসতে পারতেন সবচেয়ে ভাল সিটে। পেতে পারতেন ভিভিআইপি পরিষেবা। কিন্তু তিনি থাকতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গেই। তিনি নিউ ইয়র্কের বামপন্থী মেয়র জোহরান মামদানি।

এবারের বিশ্বকাপের শুরু থেকেই সবচেয়ে চর্চিত বিষয় ছিল টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম। আমেরিকার বাইরে থেকে আসা ফুটবলপ্রেমীরা তো বটেই, টিকিটের এই দাম নিয়ে ক্ষোভ ছিল আমেরিকার ফুটবলপ্রেমীদের মনেও। কিন্তু ফিফা বিষয়টাকে খুব একটা আমল দেয়নি। তারপরেও নিউ ইয়র্কের সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের কথা ভেবেই বেশ কিছু গ্রুপের ম্যাচ এবং নকআউট ম্যাচের জন্য ফিফার সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ করে ৫০ ডলারের বেশ কিছু টিকিট আলাদা করে রাখতে পেরেছিলেন মামদানি। যা লটারির মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। শুধু তাই নয়, নিউ জার্সি ট্রানজিটের পক্ষ থেকে শুরুতে ঘোষণা করা হয় ১৫০ ডলারের ট্রেনের টিকিট রাখা হবে সমর্থকদের জন্য। কিন্তু নিউ ইয়র্কের গভর্নরের সঙ্গে জোট বেঁধে ২০ ডলারের শাটল বাস চালু করার ওপর জোর দেন মামদানি। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপের আগে বিদেশিদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে যখন নানা সমস্যা তৈরি করছিল মার্কিন সরকার, তখন মামদানি প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘বিশ্বকাপ আমেরিকা আয়োজন করলেও এটা গোটা পৃথিবীর উৎসব। কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত এমন নেওয়া হচ্ছে যা বিশ্বকাপের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না।’ নিউ ইয়র্কের মেয়রের ফুটবলপ্রেম মোটামুটি সবাই জানেন। তিনি অন্ধ আর্সেনাল ভক্ত। তাই শহরের মানুষ আকাশছোঁয়া টিকিটের দামের জন্য স্টেডিয়ামে যেতে না পারলেও, যাতে স্টেডিয়ামের আনন্দ নিতে পারেন তাই শহরের একাধিক জায়গায় বিনামূল্যে জায়ান্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইনস–সহ একাধিক জায়গায় ছিল সেই ব্যবস্থা। আর ফাইনালের দিন প্রায় ৫০ হাজার মানুষের জন্য বিনামূল্যে ম্যাচ দেখার আয়োজন করা হয়েছিল সেন্ট্রাল পার্কে। এই সিদ্ধান্তও ছিল নিউ ইয়র্কের ফুটবলপ্রেমী মেয়রের মস্তিষ্কপ্রসূত। তবে ফাইনালের দিন সাধারণ সস্তার গ্যালারিতে বসে খেলা দেখে, আরও একবার গোটা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমী মানুষের হৃদয় জিতলেন মামদানি।

আফগানিস্তান থেকে ফিরেছিল প্যাটের মৃতদেহ

রাজর্ষি গাঙ্গুলি
নিউ জার্সি

২১ জুলাই: বিভিন্ন শহর মিলিয়ে আমেরিকায় কেটে গেল প্রায় মাসখানেক। ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছে নিজের মতো। দেশ–বিদেশ থেকে প্রচুর সমর্থকের ভিড়। তবে এই ফুটবল বিশ্বকাপের আবেগে স্থানীয় আমেরিকানদের অংশগ্রহণ কত শতাংশ, তা নিয়ে তর্ক হতেই পারে। অবশ্য তাঁদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এই দেশে ফুটবল বলতে বোঝায় অন্য খেলা। যে কয়েকজন আমেরিকান সাংবাদিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, তাঁদের কাছে বারবার জানতে চেয়েছি আমেরিকান ফুটবলের গল্প নিয়ে। সেই আড্ডাতেই উঠে আসে প্যাট টিলম্যানের নাম। এক সাংবাদিকের উপদেশ, ‘গল্পটা তোমার পাঠককে জানাতে পারো।’

প্যাটের গল্পটা দেশের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের গল্প। সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলারের অফার ছেড়ে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যাওয়ার গল্প। আর সেই যুদ্ধে এক বেদনাদায়ক মৃত্যুতে সেই গল্পের সমাপ্তি।

১৯৭৬–এর নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রিমন্টে জন্ম। আমেরিকান ফুটবলের শীর্ষ লিগ এনএফএলের একটা বড় সংখ্যক ফুটবলার উঠে আসে এই দেশের কলেজ ফুটবল থেকে। যা খুবই বিখ্যাত।

প্যাট টিলম্যান

বিখ্যাত কলেজ ফুটবল থেকে উঠে আসা প্যাটেরও। অ্যারিজোনা স্টেট সান ডেভিলসের হয়ে খেলতে খেলতেই এনএফএলের ক্লাবগুলোর নজরে পড়ে যান। ১৯৯৮–এ এনএফএলের ড্রাফটে তাঁকে দলে নেয় অ্যারিজোনা কার্ডিনালস। প্রথম বছরেই দুরন্ত পারফরমেন্স। প্যাট ছিলেন নিজের ক্লাবের প্রতি অত্যন্ত দায়বদ্ধ। তাই সেন্ট লুই রামস–এর ৫ বছরে ৯ মিলিয়ন ডলারের অফার ফিরিয়ে দেন তিনি। ২০০০ সাল নাগাদ তিনি ছিলেন এনএফএলের অন্যতম সেরা পারফর্মার।

কিন্তু তারপরই আসে ২০০১–এর সেই কালো দিন। নাইন ইলেভেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণ। মৃত্যুমিছিল। এই ঘটনাই পাল্টে দিল প্যাটের জীবন। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ফুটবল ছেড়ে দেবেন। সেই সময় তাঁর কাছে অ্যারিজোনা কার্ডিনালসের ৩.৬ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিবৃদ্ধির অফার। কিন্তু মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবেও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। ঠিক করেন যোগ দেবেন আমেরিকার সেনাবাহিনীতে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার বদলা নেবেন।

প্যাট এবং তাঁর ভাই কেভিন আমেরিকান সেনাবাহিনীতে নাম লেখান ২০০২ সালের ৩১ মে। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইরাকে। বেশ কিছুদিন আমেরিকান সেনার হয়ে ইরাকে কাজ করেন তিনি। এরপর পাঠানো হয় আফগানিস্তানে। আর সেখানেই ঘটে যায় ট্র্যাজেডি। ২০০৪–এর ২২ এপ্রিল। আমেরিকান সেনার তরফে প্যাটের পরিবারকে জানানো হয় আফগান বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এই সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সদস্যেরও। আহত হয়েছেন আরও দুই আমেরিকান সেনা। রিপোর্টে জানানো হয়, পাকিস্তানের সীমান্তের কাছের গ্রাম স্পেরার কাছে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়।

এ পর্যন্তও গল্পটা সাধারণ। মৃত্যুর যথেষ্ট ঝুঁকি আছে জেনেই প্যাট যুদ্ধে গিয়েছিলেন। আর একজন সেনার কাছে এ তো বীরের মৃত্যু। তবে, এই মৃত্যু নিয়ে পরবর্তী তদন্তে যা প্রকাশ পেল তা বিতর্কিত। জানা যায়, প্যাটের মৃত্যু প্রতিপক্ষের গুলিতে হয়নি। হয়েছে ‘ফ্রেন্ডলি ফায়ারে’। তাঁকে নাকি আফগান বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সদস্য ভেবে ভুল করে গুলি চালিয়ে দেয় আমেরিকান সেনা! তাতেই নাকি মৃত্যু। এটা আদৌ দুর্ঘটনা নাকি বড় ষড়যন্ত্রের ফল, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। প্যাটের সঙ্গে ইরাকে রাসেল বায়ের ছিলেন আমেরিকান সেনায়। সেই রাসেলের দাবিতে এই বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ে। প্যাট নাকি ইরাক যুদ্ধকে অনৈতিক বলে দাবি করেছিলেন। বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের। তাই কি ‘ফ্রেন্ডলি ফায়ারের’ বলি হলেন প্যাট? প্রশ্নের উত্তর নেই আজও।

সেরা একাদশে সোনার বল মেসিকেই

১ পাতার পর

দুরন্ত খেললেও আর্লিং হালান্ড, হ্যারি কেন, জুড বেলিংহ্যাম, মিকেল ওয়ারজাবাল, ওসমান ডেম্বেলে, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের জায়গা দিতে পারলাম না। মেসি–এমবাপে অটোমেটিক চয়েস।

কোচ

সেরা একাদশের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। এই স্প্যানিশ কোচ যেভাবে তাঁর অতুলনীয় টেকনিক্যাল উদ্ভাবনে সেমিফাইনালে ফ্রান্স এবং ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ছক কষে হারিয়েছেন, তাতে কুর্নিশ। শেষে একটা কথাই বলব, সেরা একাদশের সোনার বল পাবে লিও মেসি। ৩৯ বছর বয়সেও যে ফুটবলার বিশ্বকাপে ৮ গোল এবং ৪ অ্যাসিস্ট করে, দলের ৮ ম্যাচের মধ্যে ৫টিতে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়, সে ছাড়া সোনার বল পাওয়ার যোগ্য আর কে হতে পারে?

ফাইনালে হেরে গেলেও মন জিতেছেন দেশবাসীর। হুডখোলা বাসে স্কালোনিদের ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। ছবি: এএফপি

নিঃশব্দে রোজারিও ফিরলেন মেসি

আজকালের প্রতিবেদন

স্বপ্নভঙ্গের পর দেশে ফেরা। বড় বিষণ্ণ সেই সন্ধ্যা। তার ওপর বাইরে অঝোর বৃষ্টি। কিন্তু বাইরে তখন কাতারে কাতারে মানুষ। গায়ে নীল–সাদা জার্সি। বরণ করে নেওয়ার জন্য পাতা রয়েছে লাল কার্পেট। অপেক্ষা করছে হুডখোলা বাস। বেজে উঠছে মিলিটারি ব্যান্ড।

এভাবেই দেশে সোমবার সন্ধের বিমানে ফিরলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। তবে যাঁর জন্য এমন অপেক্ষা, সেই লিওনেল মেসি অবশ্য দলের সঙ্গে ফেরেননি। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, তিনি কয়েকদিন পরে ফিরবেন। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ তিনি ফিরলেন নিজের বেড়ে ওঠার শহর রোজারিওতে। সঙ্গে স্ত্রী আন্তোনেলা ও তিন সন্তান। কোনও পূর্বঘোষণা না থাকলেও খবর চাউর হয়ে যায়, সকালে মেসি ফিরতে পারেন। মাঝরাত থেকেই রোজারিওতে বিমানবন্দরের বাইরে জনতার ভিড়। যদিও মেসি জনতার সামনে আসেননি। কিছুটা নিঃশব্দেই পাড়ি দেন নিজের বাড়ির দিকে। আপাতত কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে জুলাইয়ের শেষদিকেই ফিরে যাবেন মায়ামিতে।

ফাইনালে আর্জেন্টিনার হারের পর সারা বিশ্বেই এক অদ্ভুত শোকের আবহ। শোকে ডুবেছিল আর্জেন্টিনার জনতাও। কিন্তু দ্রুত শোকের রেশ কাটিয়ে প্রিয় নায়কদের বরণ করে নিতে কোনও কার্পণ্য দেখালেন না ফুটবলপ্রেমীরা। একে একে বেরিয়ে এলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি, নিকোলাস ওটামেন্ডি, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ–সহ ১৬ জন। বেজে উঠল গান ও মিলিটারি ব্যান্ড। ফাইনালে হারের পর উল্লাসে মেতে ওঠা শোভনীয় হবে না, এটা ভেবেই কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন কোচ ও ফুটবলাররা। তাই হুডখোলা বাসে ঘুরলেও বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জেভিয়ার মিলেই বলেন, ‘ওরা কেউই উৎসবের মেজাজে ছিল না। ওদের মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোনওরকম মাতামাতি হোক, ওরা চায়নি। কিন্তু ফাইনালে ওঠাই কি কম কৃতিত্বের? গত চারটি বিশ্বকাপের মধ্যে আমরা তিনবার ফাইনালে উঠেছি। এটা বেশ গর্বের। তাই ফাইনালে হারলেও সমর্থকদের ভালবাসায় কোনও কার্পণ্য নেই।’ বিমানে ছিলেন না রড্রিগো ডিপল, এনজো ফার্নান্ডেজ, লাওতারো মার্টিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজরা। তাঁরা পরে ফিরবেন।

এদিকে, ফাইনালে লালকার্ড দেখতে হয়েছিল এনজো ফার্নান্ডেজকে। ফলে বাকি সময়ে দশ জনে খেলতে হয়েছে। অনেক বিরূপ সমালোচনাও ধেয়ে আসছিল এনজোর দিকে। যদিও তিনি দলের সঙ্গে ফেরেননি। কিন্তু নিজের মতো করে বার্তা দিয়ে সেই ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন এই মিডফিল্ডার। তিনি লিখেছেন, ‘সবসময় জয়–পরাজয়টাই শেষ কথা নয়। তার থেকেও বড় কথা হল, দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়া। এই দলটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে লড়াই করেছে। এমন একটা দলের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। আগামী দিনেও এই জার্সির সম্মানরক্ষার জন্য ডাক এলে পিছিয়ে যাব না।’

মেসিকে কেন গোল্ডেন বল নয়? ডিমারিয়া

আজকালের প্রতিবেদন

এবারের বিশ্বকাপে ‘গোল্ডেন বল’ পেয়েছেন স্পেনের অধিনায়ক রড্রি। তাঁকে বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার হিসেবে বেছে নেওয়ায় অনেকেই অবাক। মেনে নিতে পারছেন না আর্জেন্টিনার প্রাক্তন তারকা ফুটবলার অ্যাঞ্জেল ডিমারিয়াও। ফিফার এই সিদ্ধান্তকে ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম অসম্মানজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, লিওনেল মেসিকেই গোল্ডেন বল দেওয়া উচিত ছিল।

ডিমারিয়া বলেছেন, ‘ফিফার এই সিদ্ধান্ত খুবই অসম্মানজনক। মেসির সঙ্গে প্রায় দু’দশক ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছি। ৩৯ বছর বয়সেও লিও এই বিশ্বকাপে শুধু টিকে ছিল না, নেতৃত্ব দিয়েছে। আর্জেন্টিনাকে সামনে থেকে টেনেছে, বড় ম্যাচগুলির রং পাল্টে দিয়েছে, সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করেছে। আবারও প্রমাণ করেছে, কেন সে ইতিহাসের সেরা ফুটবলার। মেসি যদি বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার না হয়, তাহলে কে হবে?’

ডিমারিয়া আরও বলেন, ‘রড্রি অবশ্যই একজন দুর্দান্ত ফুটবলার এবং সম্মানের যোগ্য। কিন্তু যারা এই বিশ্বকাপ দেখেছে, তারা সবাই জানে টুর্নামেন্টের মূল আকর্ষণ কে ছিল। মাঝে মাঝে ফুটবলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রড্রিকে সেরা ফুটবলার বাছা তেমনই একটা সিদ্ধান্ত। এই বয়সে বিশাল চাপের মুখে এবং বিশ্বের সেরা দলগুলির বিরুদ্ধে মেসি যা করেছে, তা দেখার পর কেউ যদি আমাকে বলে অন্য কেউ তার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আমার কাছে মেসিই প্রকৃত গোল্ডেন বল জয়ী।’

নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মেসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডিমারিয়া। লিখেছেন, ‘আর্জেন্টাইন হওয়ার জন্য, আমাদের পতাকা বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানে বহন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। বড় খেলোয়াড় ও বড় মনের মানুষ হওয়ার জন্য, সকলের কাছে উদাহরণ হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তুমি ইতিহাসের সর্বকালের সেরা, তুমি চিরন্তন।’

বিশ্বকাপের টুকরো

পেড্রির উপলব্ধি

ফাইনালের পর লিওনেল মেসির চোখে জল কষ্ট দিয়েছে স্পেন ফুটবলারদেরও। পেড্রি বলেছেন, ‘আমি মেসির দিকে তাকাতেই পারছিলাম না। ওকে কাঁদতে দেখে লামিন (ইয়ামাল) সহ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। কারণ মেসি শুধু আর্জেন্টিনার নয়, ও সবার।’

শীর্ষে স্পেন

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। এবার ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষে চলে এল লুই দে লা ফুয়েন্তের দল। এক ধাপ নেমে দুইয়ে আছে আর্জেন্টিনা। তিন, চার, পাঁচে যথাক্রমে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং ব্রাজিল। ছয়ে মরক্কো। দুই ধাপ পিছিয়ে সাতে পর্তুগাল। এরপর বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, মেক্সিকো।

তদন্তে ফিফা

ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজার কিছুক্ষণ পরেই মাঠে গন্ডগোল। স্পেনের এরিক গার্সিয়া এবং গাভির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারাদেস। স্পেন অধিনায়ক রড্রিকে আঘাত করার অভিযোগ নাহুয়েল মোলিনার বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ফিফা।

S24 PAGS	121
N24 PAGS	121
RANAGHAT	121
ARAMBAGH	120
BURDWAN	120
BOLPUR	120
MIDNAPUR	119
BANKURA	120
SILIGURI	118
MALDA / BALURGHAT	120
FALAKATA	120
ALIPURDUAR	118

CONTACT-80160 91101